বশীকরণ তন্ত্রম্।

শ্রীরসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত

শান্তিবশ্যস্তম্ভনানি বিদ্বেষোচ্চাটনে তথা।
মারণান্তানি শংসন্তি ষট্‌কর্ম্মাণি মনীষিণঃ।।

নবভারত পাবলিশার্স

৭২ডি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা-৭০০ ০০৯

বশীকরণ তন্ত্রম্।

শ্রীরসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত

শান্তিবশ্যস্তম্ভনানি বিদ্বেষোচ্চাটনে তথা।
মারণান্তানি শংসন্তি ষট্‌কর্ম্মাণি মনীষিণঃ।।

নবভারত

পাবলিশার্স

৭২ডি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা-৭০০ ০০৯

বশীকরণ।

যে সকল মন্ত্র ও গাছ গাছড়া ঔষধাদি প্রভাবে ও প্রক্রিয়া দ্বারা দেবতা, রাজা, **স্ত্রী**, **পুরুষ**, **সর্ব্বজন**, এমন কিসিংহ, ব্যাঘ্র, জীব, জন্তু, প্রাণীমাত্র বশাভূত করা **যায় তাহাকে বশীকরণ** বলে।

বশীকরণ আকর্ষণাদি ষট্‌কর্ম্মের প্রক্রিয়া অতর্ব্ববেদ, শ্যামবিধান, পুরাণ, যোগ এবং তন্ত্র ইত্যাদি শাস্ত্রে বাহুল্যরূপে লিখিত আছে এই বশীকরণ প্রক্রিয়া ঐ সকল গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া এই বশীকরণ নামক পুস্তকে সন্নিবেশিত করা হইল।

এই বশীকরণাদি ষট্‌কর্ম্ম এবং ভূত প্রেতাদির অস্তিত্ব ইত্যাদি পৃথিবীস্থ সমস্ত সভ্য ও অসভ্য জাতি কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খ্রীষ্টিয়ান, কি বৌদ্ধ, সকলের মধ্যেই প্রচলিত আছে, তাহার ভূরী ভূরী দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ দৃষ্ট হইতেছে। যদি মিথ্যা হইত তাহা হইলে কখনই সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে ইহার আলোচনা ও ইহার প্রতি বিশ্বাস থাকিত না।

বশীকরণ, আকর্ষণ, স্তম্ভন, মোহন, উচ্চাটন, বিদ্বেষণ, ব্যাধিকরণ, মারণ এবং শান্তিকরণ এই তান্ত্রিক ষট্‌কর্ম্ম, মন্ত্র ও যে সকল গাছ গাছড়া গ্রহ নক্ষত্রাধীন, ও স্বভাবের সৌসাদৃশ্য বস্তু, বা সমধিক সম্বন্ধ আছে, আত্মার ইচ্ছাশক্তি, মানবের নেত্র এবং হস্তাঙ্গুলির দ্বারা হইয়া থাকে। তাহা সমস্তই সিম্প্যাথি (Sympathy) এবং এন্‌টিপ্যাথি (Antipathy) গুণে হইয়া থাকে যথা—যে সকল পুষ্পে সূর্য্যের সম্বন্ধ অধিক আছে, সেই সকল পুষ্প দিবাতে প্রস্ফুটিত হয় এবং রাত্রিকালে মুদ্রিত থাকে। সকলেই জানেন যে পদ্মপুষ্প সূর্য্যোদয়ে প্রকাশিত হইয়া সন্ধ্যা সময় মুদ্রিত হয় এবং সূর্য্যমুখী পুষ্প সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত ঘুরিয়া বেড়ায়। ঐরূপ যে সকল পুষ্প চন্দ্রের সমধিক সম্বন্ধ আছে, সেই সকল পুষ্প রজনীযোগে প্রস্ফুটিত হয় এবং দিবাভাগে মুদ্রিত থাকে। যথা কুমুদ (হেলাফুল) রজনীযোগে প্রস্ফুটিত হয় এবং দিবাভাগে মুদ্রিত থাকে। অন্যান্য গাছ গাছড়া ফুল এবং ঔষধাদির চারা তিথি, বার, নক্ষত্রযোগে বীর্য্যবান্ হইয়া থাকে। তাহা পরিজ্ঞাত হইয়া কার্য্য করিলে সাক্ষাৎ ফলপ্রদ হইয়া থাকে। ইংরাজি কোন গ্রন্থে বশীকরণ, বিদ্বেষণাদি কার্য্য সিম্প্যাথি (Sympathy) এবং আন্‌টিপ্যাথি (Antipathy) গুণে হয় লিখিত আছে! যেরূপ চুম্বক পাথর বিনা স্পর্শে লোহাকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। যেরূপ বৈদ্যুতিক অর্থাৎ তাড়িৎ শক্তিদ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাতলা বস্তু বিনা স্পর্শে আকৃষ্ট করিয়া থাকে যথা—একখণ্ড কাচ, তৈলস্ফটিক (Amber), গালা অর্থাৎ লা বাতি, এই সকলের মধ্যে কোন একটিকে শুষ্ক হস্ত, ফ্লানেল, রেশম কিম্বা রোম ইহাদের কোন একটির দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট টুক্‌রা টুক্‌রা কাগজ, তৃণ, কেশ, পালক, সূত্র, সোলা কিম্বা অন্য কোন সূক্ষ্ম ও লঘু পদার্থ ধরিলেই আকৃষ্ট

হইয়া উড়িয়া আসিয়া লাগিয়া থাকে। একজন হাই তুলিলে তাহা দেখিয়া অন্যের হাই উঠে। হাঁসি দেখিলে হাঁসি পায় এবং কান্না শুনিলে কি কান্দিতে দেখিলে কান্না পায়। কিন্তু কিজন্য যে ঐরূপ হয় তাহার কারণ সে বলিতে পারে না এবং জানে না এই সকল সিম্প্যাথি গুণে হইয়া থাকে, কোন ইংরাজি গ্রন্থে সিম্প্যাথির (Sympathyর) যেরূপ অর্থ লিখিত আছে তাহা উদ্ধৃত করা হইল।

Sympathy—means agreement of affections and inclinations or a conformity of natural qualities, humours, temperaments which make two persons delighted and pleased with each other. অর্থাৎ মানসিক বৃত্তি, প্রবৃত্তি বা স্বভাবের সৌসাদৃশ্য যদ্দ্বারা উভয় ব্যক্তিতে প্রণয় সংঘটিত হয়।

Sympathy, too is offen an imitative faculty, Sometimes involuntary frequently without Consciousness, thus we yawn when we see others yawn, and are made to laugh by the laughing of another.

এন্‌টিপ্যাথি (Antipathy) বিরুদ্ধ সম্বন্ধ। যথা কাঁক্‌রার শরীরে সমাঙ্গালতা (Polydium) যদি জড়াইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ঐ কাঁক্‌রার খোলস ও ঠ্যাং তৎক্ষণাৎ খসিয়া পড়িয়া যাইবেক। এইরূপ বিপরীত সম্বন্ধ বস্তু গুণে প্রণয় ব্যক্তি মধ্যে বিচ্ছেদ জন্মান যাইতে পারে। মিঃ স্যাণ্ডার্স সাহেব তাঁহার গ্রন্থে পাঁচ প্রকার বস্তুতে সিম্প্যাথি (Sympathy) এবং পাঁচ প্রকার বস্তুতে এন্‌টিপ্যাথি (Antipathy) নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন তাহা পাঠকবর্গের জ্ঞাতার্থে সেই গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

The first is the sympathy of Plants amongst themselves ; as for instance the sympathy betwixt *Rue* and the *Fig tree* ; the *Elm* rejoiceth to cohabit with the *Vine*.

The second sympathy is between plants and other bodies, as the *Heliotropion,* or Sun flower, and the *Tragopogon*, or Goats-beard, and certain other Herbs, which turn and observe a motion with the Sun.

The third sympathy is between Animals and other creatures, as *Serpents* preserve their sight by *Fennel*, and the Hinde draws out the piercing dart with *Dltany,* or *Garden Ginger*.

The fourth order of sympathy, is of Animals amongst themselves, as the *Dolphin* is much delighted with the company and customs of men ; the same frendship is between the *Dog* and the *Elephant,*

The fifth respecteth metals, gems, and other minerals, related to othe

natural subjects. as the *Coral* is confortive to the *Hart*; so the *Virgula Divina* a forked twig, cut from the hazel tree, hath so firm a connate sympathy with metals, that the Metallists uso it, by applying the twig to explorate the veins of metals in the earth.

The degrees of Antipathy are these :

The first is of plants among themselves, as *Wine*; and the *juice* of *Hemlock*; the *Vine* and *Brasick plants*; and whereas the vine usually imbraceth all things, and windeth about them, it only shunneth the brasick plant, aud inclining another way, contemns the same

The second is betwixt plants and other bodies; as *Rue* is an enemy to *Serpents*, and the *Ash-tree* is so antipathetique to *Serpent*, that she will not endure to come within the compass of the shadow thereof.

The third degree of Antipathy is of Animals amongst themselves; and thus a *Crocodile* is enemy to man through *Antipathy*; and a *Spider* is so antipathetique to a *Serpent*, that the *Spider* discerning the *Serpent* spreading himself, in the sun, under a tree, prepares himself, and darts a sting of poison in the midst of his forehead. making so sore a wound. that the serpent for grief and pain, rolling himself together in a ring dies: so like-wise from the body of a *man stain*, there issueth blood afresh, the murderer being present, by reason of Antipathy.

The fourth is of living creatures with the nature of some plants, as the *Crab* cannot endure the plant *Polypodium*; for being brought to this herb, in a small time it maketh him cast off his shells and claws.

The fifth is of minerals amongst themselves, as also to other bodies: so the *Emerald* is wholly an enemy to the *Falling sickness*, that being applyed to the diseased body, it either overcometh the disease, and forceth its departure, retaining its strength and vigor; or is overcome by the disease, and so loseth his virtue, power, or breaketh, through the malignity of the disease.

জগদ্বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত মিঃ সিবেণী সাহেব তাঁহার জ্যোতিষ গ্রন্থের এক অধ্যায়ে সিম্প্যাথি ও এন্টিপ্যাথি সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা ইংরাজি ভাষাভিজ্ঞ পাঠকবর্গের জ্ঞাতার্থে সেই গ্রন্থ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

Now this effect, though very surprising, will not appear so much a subject of our astonishment, if we do but consider the wonderful power o sympathy, which exists throughout the whole system of nature, where every thing is excited to beget or love its like, and is drawn after it as

the loadstone draws iron ; the male after the female ; the evil after the evil ; the good after the good ; which is also seen in wicked men and their pursuits, and in birds and beasts of prey ; where the lamb delights not with the lion ; nor the sheep in the society of the wolf ; neither doth men, whose minds are totally depraved and estranged from God, care to adopt the opposite qualities, which are virtous, innocent. and just, Without contemplating these principles, we should think it incredible that the grunting or wheeking of a little pig, or the sight of a simple

sheep, should terrify a mighty elephant aud yet by that means the Romans put to flight *Pyrrhus* and all his host. One would hardly suppose that the crowing of a cock. or the sight of his comb, should abash a

puissant lion ; but experience has proved the truth of it to all the world. Who would imagine that a poisonus serpent could not live under the shade of an ash-tree ; or that some men, neither deficient in courage, strength, or constitntion, should not be able to endure the sight of a cat ? and yet these things are seen and kuown to be so by frequent obser-

vation and experience. The friendly intercouse betwixt a fox and a serpent. is almost incredible ; and how fond and loving the lizzard is to

a man, we read in every treatise on natural history; which is not far, if any thing behind the fidelity of a spaniel. and many other species of dogs, whose sagacity and attention to their master is celebrated in an infinite

variety of well-founded, though incredible stories. The amity betwixt a castrel and a pigeon, is remarked by many authors; particularly how furiously the castrel will defend a pigeon from the sparrow-hawk, and other inimical birds. In the vegetable system, the operation and virtue of herbs is at once a subject of admiration and gratitude, and which it were almost endless to repeat. There is among them such natural accord and discord, that some will prosper more luxuriantly in another's company; while some, again, will, droop and die eway, being planted near each other. The lilly and the rose rejoice by each other's side; whilst the fig and the fern abhor one another, and will not live together. The cocumber loveth water, but hateth oil; and fruits will neither ripen nor grow in aspects that are inimical to them. In stones likewise, in minerals, and in earth that are inimical to them. In stones likewise, in minerals, and in earth or mould, the same sympathies and antipathies are preserved. Animated nature, in every clime, in every corner of the globe, is also pregnant with similar qualities; and that in a most wonderful and admirable degree. Thus we find that one particular bone taken out of a carp's head, will stop an hemorrhage of blood, when no other part or thing in the same creature hath any similar effect. The bone also in a hare's foot instantly mitigates the most excruciating tortures of the cramp; yet no other bone nor part of that animal can do the like, I might also recite infinite properties with which it has pleased God to endue the form and body of man, which are no less worthy of admiration, and fit for this place, had we but limits to recount them. Indeed I don't know a much more remarkable thing, (were it as rare as it is now shamefully prevalent) or that would more puzzle our senses, than the effects of intoxication. by which we see a man so totally overthrown, that not a single part or member of his body can perform its function or offce, and his understanding, memory and judgment so arrested or depraved, that in every thing, except the shape, becomes a very beast! But we find, from

observation, that however important, however wonderful, how inexplicable or miraculous soever any thing may be ; yet If it is common, or familiar to our senses, the wonder ceases, and our enquiries end.—

আত্মার ইচ্ছাশক্তিদ্বারা মস্তিষ্ক আলোড়িত হইয়া তাড়িৎ পদার্থ (Electricity) উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেই তাড়িৎ পদার্থ দ্বারাই এক মানব তাহার নিজের মনকে অন্য মানবের মন ও শরীরের মধ্যে বেগে চালনা দ্বারা আকর্ষণ করিয়া স্বীয় মনের সহিত যোগ করিয়া রাখে।

ঐ ইচ্ছাশক্তি ক্রমে চক্ষুর দৃষ্টিদ্বারা যে বশীকরণ কার্য্য হইয়া থাকে তাহার প্রমাণ মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়ের তিনশত একুশ অধ্যায়ে সুলভা-জনক সংবাদে লিখিত আছে যথা,—নেত্রাভ্যাং নেত্রয়োরস্য রশ্মীন্ সংযম্য রশ্মিভিঃ। সা চ সঞ্চোদয়িষ্যন্তী যোগবন্ধৈর্ব্ববন্ধ হ॥ অর্থাৎ সুলভা আপন চক্ষুদ্বয়কে জনক রাজার চক্ষুদ্বয়ের দিকে সমসূত্রে স্থাপিত করিয়া নিজের নেত্ররশ্মি দ্বারা রাজার নেত্ররশ্মি সংযত করিয়া রাজার বুদ্ধি অর্থাৎ আত্মাকে যোগবলে (Electricity চালনা) ক্রমে যোগরূপ বন্ধনে বন্ধন করিয়া বশীভূত ও রুদ্ধ করিয়াছিলেন।

জনৈক ফ্রেঞ্চ মেস্‌মেরিজার ও মেস্‌মেরিজ করিবার কালে বলিয়াছেন যে পরস্পর এক দৃষ্টিতে উভয়ে পরস্পরের প্রতি অনিমিষ নয়নে দৃষ্টিপাত করিতে পারিলেই বশীকরণ কার্য্যের বিশেষ ফল প্রাপ্ত হইতে পারে।
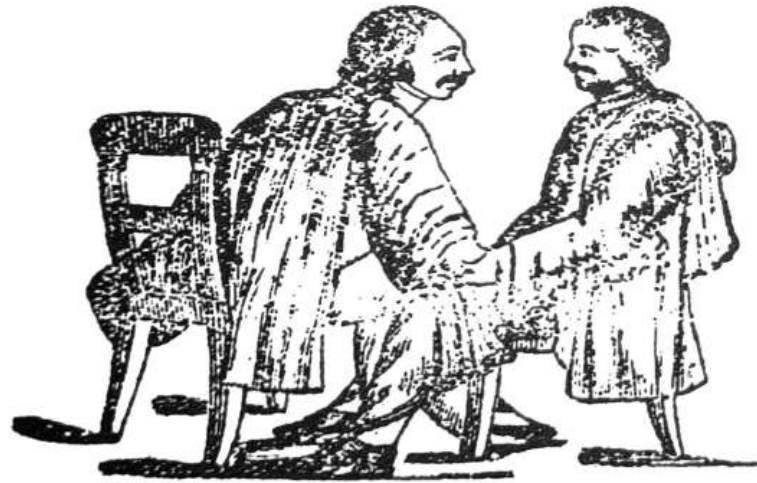
—There are certain other methods of producing the mesmeric coma, the most common of which may be called "the thumb-pressure and staring process," employed by Mensiour Lafontaine, a well- known French mesmeriser, who came to this county many years ago on a lecturing tour He seated himself opposite the patient, and taking his hands pressed the tips of his thnmbs with his own, at the same time gazing fixedly into the patient s eyes, a method which frequently produced a powerful effect. Mr. Braid, a surgeon then practisng at Manchester. having abservd the effects produced by Monsieur Lafontaine, tried a series of experiments, the success which led him to believe that he had discovered the secret of messmerism."

—"Mr. Braid found that by fixing the patient's gaze upon an object above the level of vision, a pencil case held up, or a cork fixed on the mid-forehead, he could induce a peculiar condition which he called "hypnotic, or nervous sleep." During this state he elicited many wonderful phenomena and had great success in the treatment of disease."

অস্মদ্দেশে বিবাহকালে বর ও কন্যা এই উভয়ের মধ্যে পরস্পর পরস্পরকে বশীভূত করার জন্য মুখচন্দ্রিকার অর্থাৎ বর ও কন্যা উভয়ের পরস্পারের নেত্রে নেত্রে দর্শন করার প্রথা আছে। নেত্রে নেত্রে দর্শন করিলে বশীভূত হয়, এজন্য অস্মদ্দেশে স্ত্রীলোকদিগকে পরপুরুষের নেত্রের সহিত মিলাইতে অর্থাৎ দর্শন করিতে নিষেধ ব্যবস্থা হইয়াছে।

অনেকেই অবগত আছেন যে সর্পজাতির বিশেষ শাকৃনি সাপ বা অজাগর সাপ আপন শরীর লইয়া গমনাগমন করিতে পারে না, ইহারা কেবল তাহাদিগের চক্ষু দ্বারা আহারীয় দ্রব্য আনয়ন করিয়া থাকে। ঐ সর্প পক্ষী প্রভৃতি কোন প্রাণী দেখিয়া তাহার চক্ষুর সহিত নিজের চক্ষু মিলাইয়া ইচ্ছাশক্তি ক্রমে এক দৃষ্টে দৃষ্টি করিলেই ঐ পক্ষী কিম্বা প্রাণী সর্পের মুখের নিকট আসিয়া পড়ে তৎক্ষণাৎ অজাগর সর্প তাহাকে গ্রাস করিয়া থাকে।

মহাভারতে আস্তিক পর্ব্বাধ্যায়ে লিখিত আছে যে, জন্মেঞ্জয় রাজা যে সর্প যজ্ঞ করিয়াছিলেন তাহাতে তক্ষক সর্পের বন্ধু বান্ধবগণ আকৃষ্ট হইয়া প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে সবংশে ধ্বংস হইয়াছিল। ইহা ও ইচ্ছাশক্তির ক্রমে ব্রাহ্মণগণ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করাতে সর্পগণ বশীভূত হইয়া আকৃষ্ট হইয়াছিল। এই কার্য্যের প্রক্রিয়া উড্ডামরেশ্বর তন্ত্রে যেরূপে সর্প ও মানব-গণকে যে যে মন্ত্র ও প্রক্রিয়া দ্বারা আকর্ষণ করিয়া আনিয়া অগ্নিতে বিনাশ করা যায় তাহা লিখিত আছে।

এই প্রক্রিয়া যে কেবল ব্রাহ্মণগণ জানিত তাহাও নহে, ভিন্ন ভিন্ন দেশেও প্রচলিত ছিল। ইংরাজি ইন্‌ছাক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা ডিক্সনারিতে (Encyclopedia Britanica) Serpent শব্দের অর্থের নিম্নে লেখা আছে যে সাইরণিকার (Cyrunica) প্রদেশের প্রাচীন সিলি (Psyly)নামক স্থানবাসীরা সর্পজাতিকে ইচ্ছাশক্তির প্রক্রিয়ামতে যাদু করিয়া আনিয়া বিনাশ করার জন্য বিখ্যাত ছিল এবং তাহার সত্যতা প্রমাণের জন্য ঐ ডিক্সনারিতে লিখিত আছে যে মিঃ কছবরণ (Mr. Casauboin) সাহেব স্বচক্ষে দেখিয়া বলিয়াছেন যে তাঁহার পরিচিত ঐ স্থানের কোন এক ব্যক্তি একশত সর্পকে এক সঙ্গে আকর্ষণ করিয়া আনিয়া অগ্নিতে ফেলায়াছিল, প্রসঙ্গত তাহা উদ্ধৃত করা হইল।

"The Psylli of old were famous for charming and distroying serpents. Some moderns pretend to the same art. Casauboin says that he knew a man who could at any time summon 100 serpents together. and draw them into the fire. Upon a certain occasion, when one of them, bigger than the rest, would not be brought in, he only repeated his charm, and it came forward, like the rest, to submit to the flames. Philostratus describes particularly how the Indians charm serpents. "They take a scarlet robe, embroidered with golden letters. and spread it before a serpent's hole.—The golden letters have a fascinating power; and by looking stedfastly, the serpent's eyes are overcome and laid asleep."

এইক্ষণ হস্ত এবং হস্তাঙ্গুলির প্রক্রিয়া বিশেষের দ্বারা যে বশীকরণ ও আকর্ষণাদি ষট্‌কর্ম্ম হইয়া থাকে তাহা বলা হইতেছে।

তন্ত্রশাস্ত্রে উভয় হস্তের অঙ্গুলিসমূহ ভিন্ন ভিন্ন রূপে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের জন্য অঙ্গুলি বিরচিত করিয়া যে যে কার্য্য করার ক্রম লিখিত আছে তাহাকে মুদ্রা বলে। গৌতমীয় তন্ত্রাদিতে বহুপ্রকার মুদ্রা লিখিত আছে তন্মধ্য হইতে একটী সর্ব্ববশ্যকরী মুদ্রা, মূল ও অনুবাদসহ উদ্ধৃত করা হইল।

যথা—" পুটাকারৌ করৌ কৃত্বা তর্জ্জন্যাবঙ্কুশাকৃতী পরিবর্ত্তক্রমেণৈব মধ্যমে তদধোগতে। ক্রমেণ দেবি! তেনৈব মধ্যমানামিকাদ্বয়ং।

সংযোজ্য নিবিড়াঃ সর্ব্বাঃ অঙ্গুষ্ঠাবগ্রদেশতঃ। মুদ্রেয়ং পরমেশানি। সর্ব্ববশ্যকরী মতাঃ।” অর্থাৎ প্রথমতঃ হস্তদ্বয়কে অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া দক্ষিণ
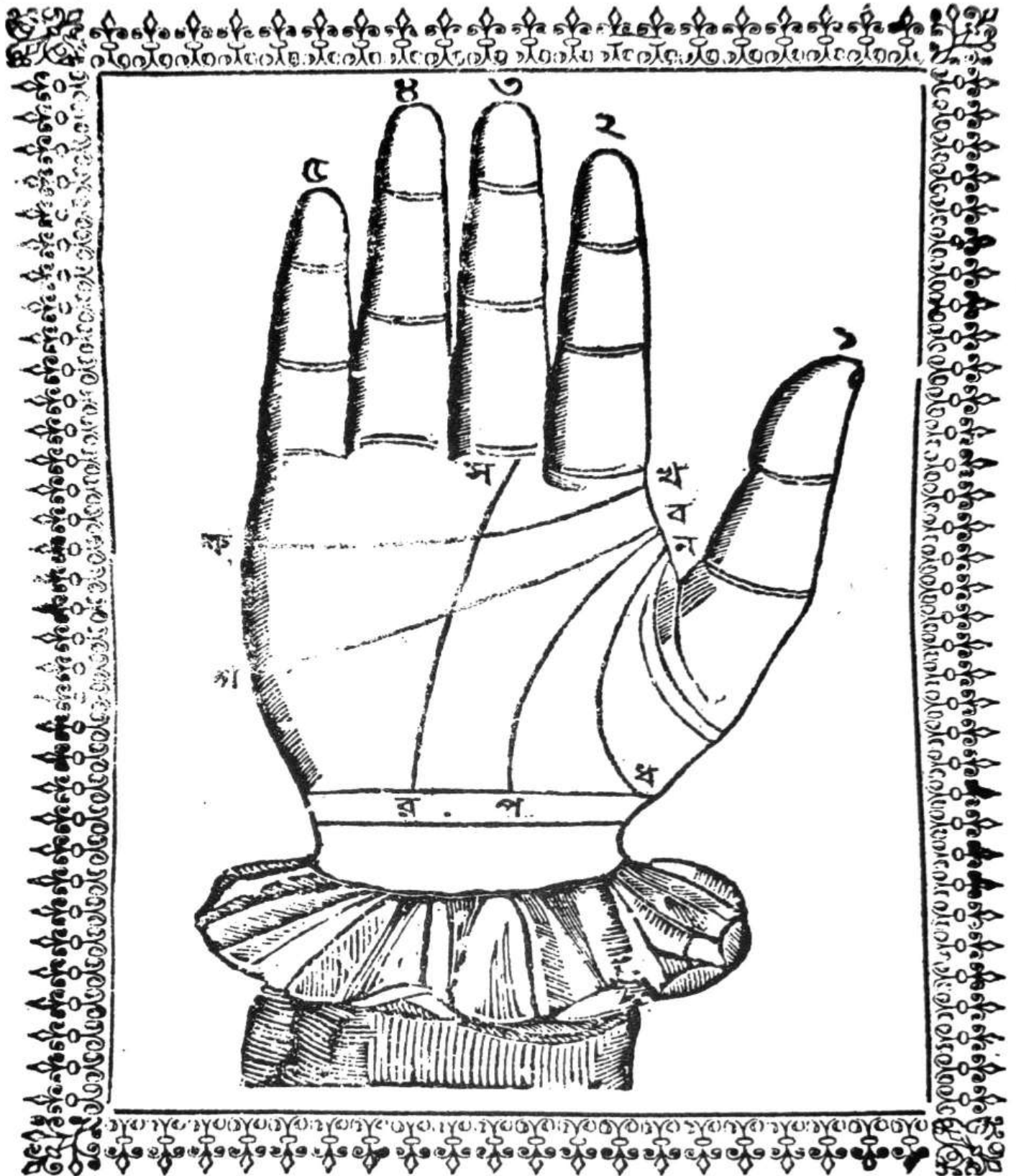
ও বামহস্তের তর্জ্জনীদ্বয়কে অঙ্কুশাকৃতি করিবে, পরে উভয় হস্তের মধ্যমা অনামিকা এবং কনিষ্ঠা এই অঙ্গুলিত্রয় পরিবর্ত্তক্রমে অর্থাৎ বাম হস্তের মধ্যমা, অনামিকা এবং কনিষ্ঠা এই তিনটী অঙ্গুলিকে দক্ষিণহস্তের ঐ তর্জ্জ

নীর নিম্নে এবং দক্ষিণহস্তের মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা এই অঙ্গুলী তিনটিকে বামহস্তের ঐ তর্জ্জনীর অধোভাগে সংযুক্ত করিয়া পরিশেষে উভয় অঙ্গুষ্ঠ অর্থাৎ বৃদ্ধাঙ্গুলীর অগ্রভাগ পরস্পর সংলগ্ন করিয়া সমুদায় অঙ্গুলী নিবিড় অর্থাৎ দৃঢ়রূপে করিলেই সর্ব্ববশ্যকরী মুদ্রা হইবে।

মুদ্রা—All Symbols produced by twining the fingers or placing the hands in particular positions are recognised as Mudras.

হস্তাঙ্গুলির বিশেষ অগ্রভাগদ্বারা পাশ করিয়া বশীকরণ জন্য বিবাহ কালে স্ত্রীলোকেরা বর কন্যাকে বরণ করিয়া থাকে। অস্মদ্দেশে এই প্রথা বহু প্রাচীনকাল হইতে অদ্যাবধি পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। হস্তাঙ্গুলি ও মুদ্রার প্রত্যক্ষ ফল দেখানের জন্য একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। রাত্রিকালে যখন গুব্‌রা পোকা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া গৃহমধ্যস্থিত প্রদীপ নির্ব্বাণের চেষ্টা করে, তৎকালে ঐ গৃহমধ্যে যে যে ব্যক্তি বসিয়া থাকিবেন, তাঁহারা সকলেই সজোরে আপন আপন হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিলে কিঞ্চিৎকাল পরেই দেখিবেন যে সেই গুব্‌রে পোকার উড়িবার শক্তি রহিত হইবে এবং ধপ্‌ করিয়া পড়িয়া যাইবে।

আর একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে যথা তৃণময় স্থানে যদি অনেক চিনাজোঁক থাকে তবে বৃদ্ধাঙ্গুলীর অগ্রভাগদ্বারা তর্জ্জনী কিম্বা কনিষ্ঠাঙ্গুলীর অগ্রভাগ সজোরে টীপিয়া রাখিলে, (জলৌকা) নিকট আসিয়া স্তম্ভিত হইয়া থাকে। এই অঙ্গুলীদ্বারা ঝাড়িয়া বা পাশ করিয়া রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

কোন এক ইংরাজি মেস্‌মেরিজাম্‌ গ্রন্থে সার উইলিয়ম্‌ বেল মানবের হস্ত সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

Sir Willam Bell wrote his treatise on the "Human Hand" and exhibited its admirable and ingenious mechanism, he left altogether unnoticed by far the most wonderful and adorable feature of its structure, its power of transmitting at the fingers' ends the life forces of the system, to the alleviation of pain, and even the eradication of disease, in others, Its power of throwing strong man into a torpor in which the most frightful surgical operations can be performed without pain, its power of quelling

the fierceness of maniacs and wild beasts, its power of exalting poor minds to the Illumined condition of Prophets and Hierophants,—

সঙ্গীত বাদ্যাদি দ্বারাও আকৃষ্ট এবং বশীভূত হইয়া থাকে তাহার দুটী দৃষ্টান্ত হটযোগ প্রদীপিকা নামক যোগ শাস্ত্রের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করা হইল, প্রথম দৃষ্টান্ত ঐ গ্রন্থে উপমাস্থলে লিখিত আছে যে,—

নাদশ্রবণতঃ ক্ষিপ্রমন্তরঙ্গভুজঙ্গমঃ।
বিস্মৃত্য সর্ব্বমেকাগ্রঃ কুত্রচিন্নহি ধাবতিঃ ॥

অর্থাৎ সর্প যেমন তুম্বুরী ও ডুমুরু শ্রবণে স্থিরভাবে থাকে। সেইরূপ মন নাদের ধ্বনি শ্রবণ মাত্রে তাহার চঞ্চলতা পরিত্যাগ করিয়া স্থিরভাব প্রাপ্ত হয়।

The mind, having become unconscious, like a Serpent, on hearing the musical Sound, does not run away.

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত ঐ গ্রন্থ হইতে উপমাস্থলে যাহা লিখিত আছে তাহা উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"ঘণ্টাদি নাদসক্তস্তব্ধান্তঃকরণ হরিণস্য। প্রহরণমপি সুকরং শরশন্ধান প্রবিণশ্চ ॥"

অর্থাৎ হরিণের ন্যায় যখন অন্তঃকরণ ঘণ্টা ও বাঁশির শব্দদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া স্থিরতাপ্রাপ্ত হয় তখন সুচতুর ধনুর্দ্ধারী অনায়াসে তাহাকে বধ করিতে পারে।

When the Antakarana like a deer, is attracted to the Sounds of bells & add remains immoveable, a Skilful archer can kill it.

বেদোক্ত পুরাণোক্ত বশীকরণ প্রক্রিয়া বলার অগ্রে তন্ত্রোক্ত ষট্‌কর্ম্ম মধ্যে যে বশীকরণ মন্ত্র উক্ত আছে তাহাই বলা হইতেছে, কারণ কলিকালে তন্ত্রোক্ত মন্ত্র শীঘ্র প্রত্যক্ষ ফল প্রদান করিয়া থাকে। যথা,—
কলৌতন্ত্রোদিতা মন্ত্রাঃ সিদ্ধ স্তূর্ণ ফলপ্রদা। অর্থাৎ কলিযুগে তন্ত্রোক্ত মন্ত্র সমুদায় সাক্ষাৎ ফলপ্রদ।
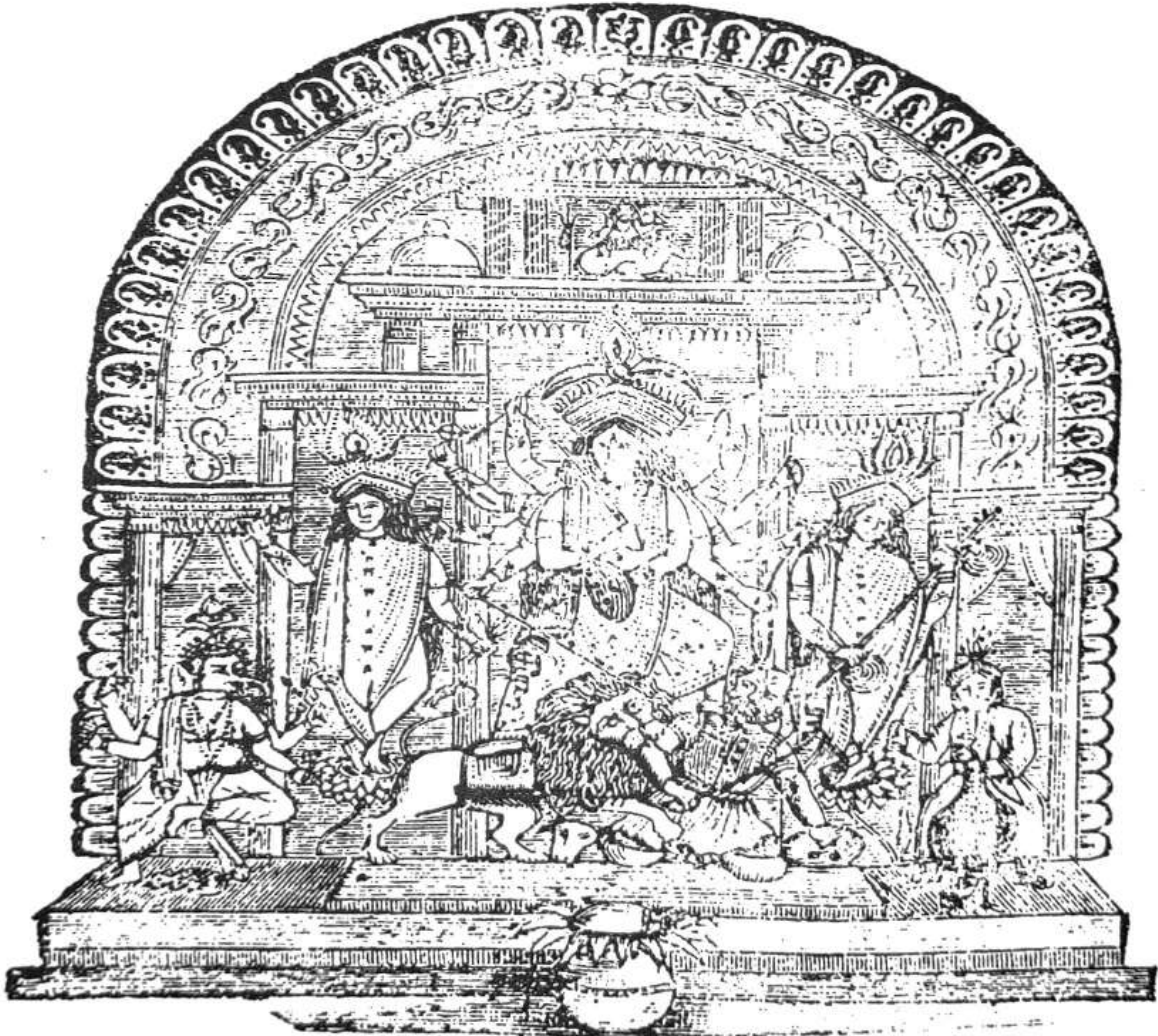
কলিকালে সর্ব্বশাস্ত্র অপেক্ষায় তন্ত্রশাস্ত্র যে প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ তাহা মৎসূক্তে লিখিত আছে। যথা,—

বিষ্ণুর্ব্বরিষ্ঠো দেবানাং হ্রদানামুদধিস্তথা নদীনাঞ্চ যথা গঙ্গা পর্ব্ব-

তানাং হিমালয়ঃ ॥ অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং রাজ্ঞামিন্দ্রো যথা বরঃ। দেবী-নাঞ্চ যথা দুর্গা বর্ণানাং ব্রাহ্মণো যথা ॥ তথা সমস্তশাস্ত্রাণাং তন্ত্রশাস্ত্র-মনুত্তমং ॥ সর্ব্বকামপ্রদং পুণ্যং তন্ত্রং বৈ বেদসম্মতং। কীর্ত্তনং দেব-দেবস্য রহস্য মতমেব চ ॥ পাবনং শ্রদ্দধানানামিহ লোকে পরত্র চ ॥

যেরূপ দেবতাদিগের মধ্যে বিষ্ণু, হ্রদের মধ্যে সমুদ্র, নদীর মধ্যে গঙ্গা, পর্ব্বতের মধ্যে হিমালয়, বৃক্ষের মধ্যে অশ্বত্থ, রাজার মধ্যে ইন্দ্র, দেবীর মধ্যে দুর্গা এবং বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ সর্ব্ব শাস্ত্রের মধ্যে তন্ত্র শাস্ত্র প্রধান।

এইক্ষণ প্রথমত পাঠকবর্গের জ্ঞাতার্থে তান্ত্রিক ষট্ কর্ম্মের নাম এবং কোন্ কর্ম্মের দ্বারা কি কি কার্য্য সিদ্ধি হইতে পারে এবং তাহার দুই একটী প্রক্রিয়া সহ বলা হইতেছে।

অথ ষট্কর্ম্মাণি।

বশ্যমাকর্ষণং স্তম্ভং মোহমুচ্চাটমমারণং বিদ্বেষব্যাধিকরণং।

অর্থাৎ বশীকরণ, আকর্ষণ, স্তম্ভন, মোহন, উচ্চাটণ, মারণ এবং বিদ্বেষ ব্যাধিকরণ।

(সিদ্ধনাগার্জ্জুনকক্ষপুটম্।]

অন্যমতে।

শান্তি বশ্যস্তম্ভনানি, বিদ্বেষোচ্চাটনে তথা মারণান্তানি শং সন্তি ষট্কর্ম্মাণিমনীষিণঃ।

শান্তি কর্ম্ম, বশীকরণ, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, উচ্চাটন ও মারণ পণ্ডিতগণ এই ষট্‌বিধ কর্ম্মকে ষট্কর্ম্ম বলিয়া থাকেন।

(ষট্কর্ম্মদীপিকা।)

অথ ষট্কর্ম্মণাং লক্ষণম্।

আকর্ষণং।

আকর্ষণবিধিং বক্ষ্যে শৃণু সিদ্ধিং প্রযত্নতঃ।
রাজা প্রজা চ সর্ব্বেষাং সত্যমাকর্ষণং ভবেৎ॥

মহাদেব বলিতেছেন—এইক্ষণ আকর্ষণবিধি বলিব, যত্নপূর্ব্বক শ্রবণ

কর। এই প্রক্রিয়াতে রাজা ও প্রজা সকলের অর্থাৎ অভিলষিত স্ত্রী, দেব, দেবী- নায়িকা প্রভৃতিকে আকর্ষণ করিয়া সান্নিধ্য করা যায় তাহার নাম আকর্ষণ!

(দত্তাত্রেয়।)

এই আকর্ষণের বহুবিধ প্রক্রিয়া আছে তন্মধ্য হইতে এইক্ষণ দুইটী প্রক্রিয়া দেখান হইতেছে।

ওঁ হ্রীঁ চামুণ্ডে জ্বল জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল স্বাহা। অনেন মন্ত্রেণ স্ত্রিয়ং দৃষ্ট্বা জপং কুর্য্যাৎ তৎক্ষণাৎ পৃষ্ঠতঃ সমাগচ্ছতি। পূর্ব্বমেবাযুতজপেন সিদ্ধিঃ॥

ওঁ হ্রীং চামুণ্ডে জ্বল জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল স্বাহা। এই মন্ত্র পূর্ব্বে দশ হাজার জপ করিয়া সিদ্ধি হইলে পরে যে কামিনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া পুনর্ব্বার ঐ মন্ত্র পাঠ করিবে, সেই কামিনী তৎক্ষণাৎ সেই পুরুষের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিবে।

(ইন্দ্রজাল।)

ভাবার্থ—এই মন্ত্র দশ হাজার জপ করিলে আত্মার ইচ্ছাশক্তি দ্বারা মস্তিষ্ক আলোড়িত হইয়া তাড়িত পদার্থ উৎপন্ন হইবে। সেই তাড়িত পদার্থ উৎপন্ন হইলে পরে কামিনীর নেত্রের সহিত নিজের নেত্র মিলাইয়া উপরোক্ত মন্ত্রপাঠ করিবামাত্র সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া আসিবে।

অন্যপ্রকার।

আকর্ষণবিধানানি কথয়ামি সমাসতঃ।
যদ্দৃষ্টং ত্রৈপুরে তন্ত্রে যদ্দৃষ্টং ভূতডামরে॥

অনন্তর ভূতডামর ও ত্রিপুরাতন্ত্রোক্ত আকর্ষণবিধি সংক্ষেপে কথিত হইতেছে।

শ্রীবীজং মান্মথং বীজং লজ্জাবীজং সমুদ্ধরেৎ। প্রথমে প্রণবং দত্ত্বা ত্রিপুরেতি পদং ততঃ। অমুকীতি পদং দত্ত্বা আকর্ষয় দ্বিধা পদং। স্বাহান্তং মন্ত্রমুদ্ধৃত্য জপেদ্দশসহস্রকং॥

ওঁ শ্রীঁ ক্লীং হ্রীং ত্রিপুরে অমুকীং আকর্ষয় আকর্ষয় স্বাহা, এই মন্ত্র দশসহস্র জপ করিয়া আকর্ষণকার্য্য করিবে।

ষট্‌কোণচক্রমালিখ্য রক্তচন্দনকুঙ্কুমৈঃ। ষড়ঙ্গং কারয়েন্মন্ত্রী লজ্জাবীজসমন্বিতৈঃ॥ ষড় দীর্ঘস্বরসংযুক্তৈর্নাদবিন্দুবিভূষিতৈঃ। রক্তপুষ্পাক্ষতৈর্ধূপনৈবেদ্যৈঃ পরিপূজ্য তাং। ভাবয়ন্ চেতসা দেবীং ত্রিনেত্রাং চন্দ্রশেখরাং। বালার্ককিরণপ্রখ্যাং সিন্দুরারুণবিগ্রহাং। পদ্মাক্ষ দক্ষিণা

পাণৌ জপমালাঞ্চ বামকে। মন্ত্রস্যাস্য প্রসাদেন রম্ভামপি তথোর্ব্বশীং আকর্ষয়ে সন্দেহঃ কিং পুনর্মানুষীমিহ॥

রক্তচন্দন ও কুঙ্কুমদ্বারা ষট্‌কোণচক্র অঙ্কিত করিবে। তৎপরে হ্রীং হৃদয়ায় নমঃ, হ্রীং শিরসে স্বাহা, হ্রূং শিখায়ৈ বষট্‌, হ্রৈঁ কবচায় হুঁ হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্‌, হ্রঃ অস্ত্রায় ফট্‌ এইরূপ ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া রক্তপুষ্প, অক্ষত, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্যদ্বারা পূজা করিবে এবং তৎপর দেবীকে মানসে চিন্তা করিবে। দেবীর আকার এইরূপ—দেবী ত্রিনয়নবিশিষ্টা, অর্দ্ধচন্দ্রধারিণী, নবোদিত সূর্য্যকিরণের ন্যায় সমুজ্জল, তাঁহার দেহ, সিন্দূরের ন্যায় অরুণ বর্ণ শরীর, দক্ষিণ হস্তে পদ্ম এবং বামহস্তে জপমালা। এইরূপ চিন্তা করিয়া মন্ত্র জপ করিলে এই মন্ত্রপ্রভাবে রম্ভা ও উর্ব্বশী আকৃষ্ট হইয়া সাধকের নিকট আগমন করেন। মনুষ্যের আর কথা কি।

(ষট্‌কর্ম্মদীপিকা।)

স্তম্ভন।

গমনোত্থাণখড়্গাদিশস্ত্রকেষু চ।
শক্রসৈন্যাশনীনাঞ্চ স্তম্ভানোদিতং॥

স্তম্ভন কর্ম্ম—যে কার্য্য দ্বারা শত্রু প্রভৃতির গতি, উত্থানশক্তি, বাক্য, বাণ, খড়্গ, অস্ত্র, শত্রুসৈন্য, বুদ্ধি, মুখ, প্রভৃতি রোধ করে তাহার নাম স্তম্ভন।

(সিদ্ধনাগার্জ্জনকক্ষপুটম্।)

স্তম্ভন নানাপ্রকার যথা—মেঘ স্তম্ভন, নৌকা স্তম্ভন, নিদ্রাস্তম্ভন, শস্ত্রস্তম্ভন, গর্ভস্তম্ভন, শুক্রস্তম্ভন ইত্যাদি। এই স্তম্ভন কর্ম্মের দুইটী প্রক্রিয়া বলা হইতেছে, যথা,—

স্তম্ভনমন্ত্রঃ। ভূর্জ্জে কূর্ম্মং সমালিক্ষ্য তাড়নেন ষড়ঙ্গুলম্। মুখপাদচতুষ্কেষু ততো মন্ত্রং ন্যসেদ্দ্বিজঃ। চতুষ্পাদেষু ক্রীংকারং হ্রংকারং মুখমধ্যতঃ। গর্ভে বিদ্যাং ততো লিখ্য সাধকং পৃষ্ঠতো লিখেৎ। মালামন্ত্রৈস্ত সংবেষ্ট্য ইষ্টকোপরি সন্ন্যসেৎ। পিধায় কর্ম্মপিষ্ঠেন করালেনাভিসম্পঠেৎ। মহাকূর্ম্মং পূজয়িত্বা পাদপ্রোক্ষস্ত নিক্ষেপেৎ। তাড়য়েদ্বামপাদেন স্মৃত্বা শত্রুঞ্চ সপ্তবা। ততঃ সঞ্জায়তে শত্রোস্তম্ভন মুখরাগতঃ। কৃত্বা বৈ ভৈরবং রূপং মালা-

মন্ত্রং সমালিখেৎ। ওঁ শত্রুমুখস্তম্ভনী কামরূপা আলীঢ়করী হ্রীং ফেং ফেৎকারিণী মম শত্রুণাং দেবদত্তানাং মুখং স্তম্ভয় স্তম্ভয় মম সর্ব্ববিদ্বেষিণাং মুখস্তম্ভনং কুরু কুরু ওঁ হুঁ ফেং ফেৎকারিনী স্বাহা ॥

অর্থাৎ ভূর্জ্জপত্রে একটী ছয় অঙ্গুলি পরিমিত ব্যাসবিশিষ্ট কূর্ম্মের আকৃতি অঙ্কিত করিয়া তাহার চারিটী পদে ক্রীং, মুখে হ্রীং, গর্ভে বিদ্যা-বীজ ওঁ হ্রীঁ হূঁ খেচছে ক্ষঃ স্ত্রীঁ হ্রূঁ ক্ষে হ্রীঁ ফট্, পৃষ্ঠে সাধকের নাম লিখিয়া নিম্নলিখিত মালামন্ত্রদ্বারা সেই কূর্ম্মকে বেষ্টন করিয়া ইটের উপর স্থাপন করিবে, পরে সেই কূর্ম্মকে অপর একটী বৃহৎ কূর্ম্মের পৃষ্ঠদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া ভৈরব মূর্ত্তিতে অর্থাৎ গৈরিক বসন পরিধান করিয়া এবং রক্তচন্দনে ভূষিত হইয়া যথা ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। তৎপরে শত্রুর নাম সাতবার স্মরণ করিবে এবং প্রতিবার বাম পদ দ্বারা সেই কূর্ম্মকে তাড়ন অর্থাৎ পদাঘাত করিবে।

মালামন্ত্র—ওঁ শত্রুমুখ স্তম্ভনী কামরূপা আলীঢ়করী হ্রীং ফেং ফেৎ-কারিণী মম শত্রুনাং দেবদত্তানাং (এই স্থানে শত্রুর নাম উল্লেখ করিতে হইবে) মুখং স্তম্ভয় স্তম্ভয় মম সর্ব্ব বিদ্বেষিনাং মুখস্তম্ভং কুরু কুরু ওঁ হুং ফেং ফেৎকারিণী স্বাহা। ১০০৮ একহাজার আটবার জপদ্বারা পূর্ব্বোক্ত মহাকূর্ম্মের পূজা করিতে হইবে। অগ্নিপুরাণ।

অন্য প্রকার।

ওঁকারং পূর্ব্বমুচ্চার্য্য স্থিরমায়ামথোচ্চরেৎ। সম্বোধনপদং চোক্ত্বা ততঃ শ্রীবগলামুখি। তদগ্রে সর্ব্বদুষ্টানাং ততোবাচং মুখং পদং॥ স্তম্ভয়েতি পদং পশ্চাৎ কীলয়েতি পদদ্বয়ম্। বুদ্ধিং বিনাশায় পশ্চাৎ স্থিরমায়াং পুনর্লিখেৎ। লিখেচ্চ পুনরোঙ্কারং স্বাহেতি পদমুত্তমম্। ষট্-ত্রিংশদক্ষরা বিদ্যা দেবানামপি দুর্লভা। বহ্নিহীনেন্দ্রযুক্তায়া স্থিরমায়া প্রকীর্ত্তিতা। গজস্ত রথানাঞ্চ দ্বিজানাং শীঘ্রচেতসাং। স্তম্ভিতাঞ্চ মহাবাচংবৃহস্পতি মুখোদ্গতান্। মহাপর্ব্বত বৃক্ষাণা সরিতাং সাগরস্য চ। স্তম্ভয়েমত্তানি দিব্যানি মানুষেষু চ কা কথা। ত্রৈলোক্যমোহিনী বিদ্যা তস্মাচ্চ বগলা মুখী শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি প্রবক্ষ্যামি বিবিধং কামনা গতম্ ন্যাসং ধ্যানং হোমং জপং মন্ত্রমেব পৃথক্ পৃথক্॥

স্তম্ভনকার্য্যে ওঁ হ্লীঁ শ্রীবগলামুখি সর্ব্বদুষ্টানাং বাচং মুখং স্তম্ভয় কীলয় কীলয় বুদ্ধিং বিনাশয় হ্লীঁ ওঁ স্বাহা, এই ষট্ত্রিংশদক্ষর মন্ত্রে বগলা-মুখীর পূজা করিবে। এই স্তম্ভনদ্বারা হস্তী, রথ ও শীঘ্রগামী ব্রাহ্মণ

দিগের গতিস্তম্ভন হয় এবং বৃহস্পতি তুল্য মুখর ব্যক্তিরও বাক্যস্তম্ভন করা যায় এবং মহাপর্ব্বত, বৃক্ষ, নদী ও সাগর প্রভৃতিরও স্তম্ভন হইয়া

থাকে। মনুষ্যের আর কথা কি। এই দেবতা ত্রিভুবনকে মোহিত করেন, অতএব ইহার নাম বগলামুখী হইয়াছে। এই দেবতার ন্যাস ধ্যান প্রভৃতি পূজা প্রণালী পরে বিবৃত হইতেছে।

অঙ্গন্যাসং প্রবক্ষ্যামি করাঙ্গবিধিপূর্ব্বকম্। ওঁ হ্লিরমায়াঞ্চ হৃদয়ে মূর্দ্ধ্নি শ্রীবগলামুখি। শিখায়াং সর্ব্বদুষ্টানাং বাচং মুখং স্তম্ভয়েতি। কবচে কীলকদ্বন্দ্বং নেত্রে বুদ্ধিং বিনাশয়। হ্লীঁ ও স্বাহা তথা চাস্ত্রে ষড়ঙ্গবিধিরীরিতঃ। যুগ্মকালেষু সপ্তর্ত্তুদশার্ণৈশ্চ মনুস্তবৈঃ। করশাখাসু তলয়োঃ করঙ্গন্যাসবাচরেৎ। নারায়ণঋষিমূর্দ্ধ্নি তৃষ্টুপ্ ছন্দস্তু তন্মুখে। শ্রীবগলামুখিং দেবীং হৃদয়ে বিন্যসেত্ততঃ। হ্লীং বীজং গুহ্যদেশে তু স্বাহাশক্তিশ্চ পাদয়োঃ। ইষ্টার্থে বিনিয়োগস্তু ঋষ্যাদিন্যাস এব চ। মূর্দ্ধ্নি ভালে দৃশোঃ শ্রুত্যোর্গণ্ডয়োর্নসয়োঃ পুনঃ। ওষ্ঠদ্বয়োর্মুখগণ্ডে চ দক্ষিণাংশে চ কূর্প্পরে। তথৈব মণিবন্ধে চ তথা চাঙ্গুলিমূলকে। গলমূলে দক্ষস্তনে বামস্তনে তথা হৃদি। নাভৌ কট্যাং গুহ্যদেশে বামাংশে কূর্প্পরে তথা। মণিবন্ধেঽঙ্গুলিমূলে বিন্যসেত্তু সমাহিতঃ। দক্ষোরুমূলে জানৌ চ গুল্ফে চাঙ্গুলিমূলকে। মূলমন্ত্রাক্ষরৈর্ব্বিদ্বান্ বিন্যসেৎ ক্রমযোগতঃ। এবং ন্যাসবিধিং কৃত্বা ততোঃ ধ্যানং শৃণু প্রিয়ে।

অনন্তর অঙ্গন্যাস ও করঙ্গন্যাস কথিত হইতেছে। ওঁ হ্লীঁ হৃদয়ায় নমঃ। বগলামুখি শিরসে স্বাহা, সর্ব্বদুষ্টানাং শিখায়ৈ বষট্, বাচং মুখং স্তম্ভয় কবচায় হুঁ, কীলয় কীলয় নেত্রত্রায় বৌষট্, বুদ্ধিং বিনাশায় হ্লীঁ ওঁ স্বাহা অস্ত্রায় ফট্॥ এইরূপ ওঁ হ্লীঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি-ক্রমে করঙ্গন্যাস করিবে। তৎপরে ঋষ্যাদিন্যাস—অস্য শ্রীবগলামুখী মন্ত্রস্য নারায়ণ ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ শ্রীবগলামুখী দেবতা হ্লীঁ বীজং স্বাহা শক্তিঃ ইষ্টার্থ সিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ। শিরসি নারায়ণঋষয়ে নমঃ, মুখে ত্রিষ্টুপ্-ছন্দসে নমঃ, হৃদয়ে শ্রীবগলামুখ্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ, গুহ্যে হ্লীঁ বীজায় নমঃ। পাদয়োঃ স্বাহা শক্তয়ে নমঃ। তৎপরে মন্ত্রবর্ণন্যাস—মস্তকে ওঁ নমঃ, মুখে হ্লীঁ নমঃ, চক্ষুর্দ্বয়ে শ্রীঁ নমঃ বং নমঃ, কর্ণদ্বয়ে গং নমঃ লাং নমঃ, গণ্ডদ্বয়ে মুং নমঃ খিং নমঃ, নাসিকদ্বেয়ে সং নমঃ র্ব্বং নমঃ, ওষ্ঠদ্বয়ে দুং নমঃ ষ্টাং নমঃ, মুখে নাং নমঃ, গণ্ডদ্বয়ে বাং নমঃ, চং নমঃ, দক্ষিণাংশে মুং নমঃ, বামাংশে খং নমঃ, কূর্পরে স্তং নমঃ, মণিবন্ধে স্তং নমঃ, অঙ্গুলিমূলে য়ং নমঃ, গণ্ডমূলদ্বয়ে কীং নমঃ, হৃদয়ে লং নমঃ, দক্ষ-স্তনে য়ং নমঃ, বামস্তনে কীঁ নমঃ, হৃদয়ে লং নমঃ, নাভীতে য়ং নমঃ, কটীদেশে বুং নমঃ, গুহ্যদেশে দ্ধিং নমঃ, বামাংশে বিং নমঃ, কূর্পরে নাং নমঃ, মণিবন্ধে শং নমঃ, অঙ্গুলিমূলে রং নমঃ, দক্ষোরুমূলে হ্রীং নমঃ, জানুতে ওঁ নমঃ গুল্ফে স্বাং নমঃ, বামাঙ্গুলিমূলে হাং নমঃ॥

ধ্যানম্।—গম্ভীরাঞ্চ মদোন্মত্তাং স্বর্ণকান্তি সমপ্রভাম্। চতুর্ভুজাং ত্রিনয়নাং কমলাসন-সংস্থিতাম্। মুদ্গরং দক্ষিণে পাশং বামে জিহ্বাঞ্চ বজ্রকম্। পীতাম্বরধরাং দেবীং দৃঢ়পীন-পীনপয়োধরাম্। হেমকুণ্ডলভূষাঞ্চ পীতচন্দ্রার্দ্ধশেখরম্। পীতভূষণভূষাঞ্চ স্বর্ণসিংহাসনে স্থিতাম্। এবং ধ্যাত্বা তু দেবেশীং শত্রুস্তম্ভনকারিণীম্। মহাবিদ্যাং মহামায়াং সাধকস্য ফলপ্রদাম্। যস্যাঃ স্মরণমাত্রেণ ত্রৈলোক্যং স্তম্ভয়েৎ ক্ষণাৎ॥

দেবীর আকার এইরূপ—ইনি গম্ভীরাকৃতি, মদোন্মত্তা, ত্রিনয়নবিশিষ্টা, সুবর্ণের ন্যায় দেহকান্তিং পদ্মোপরি উপবিষ্টা। ইহার চারি হস্ত, দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে মুদ্গর ও পাশ, বামহস্তদ্বয়ে বৈরিজিহ্বা ও বজ্র। পীতবর্ণ বস্ত্র পরিধান, স্তনদ্বয়, দৃঢ় ও স্থূল। হেমকুণ্ডলে বিভূষিতা ও কপালে অর্দ্ধ-চন্দ্র আছে। পীতবর্ণ ভূষণে ভূষিতা ও স্বর্ণসিংহাসনে অবস্থিতা। এই

প্রকার রূপ চিন্তাকরতঃ ধ্যান করিয়া পূজা করিবে। ইহাতে শত্রুস্তম্ভন হয় এবং ইহাকে স্মরণ করিলে ত্রিভুবন স্তম্ভিত হইয়া থাকে।

সাধনং সম্প্রবক্ষ্যামি সাধকানাং হিতায় বৈ। সর্ব্বং পীতোপচারেণ পীতাম্বরধরোনরঃ। জপমালাঞ্চ দেবেশি হরিদ্রাগ্রন্থিসম্ভবাম্। পীতাসনসমারূঢ়ঃ পীতধ্যানপরায়ণঃ। পীতপুষ্পার্চ্চনং নিত্যং অযুতং জপমাচরেৎ। দশাংশৈশ্চ কৃতোহোমং পীতদ্রব্যৈঃ সুশোভনৈঃ। সজ্জামুচ্চারয়েৎ সাধ্যং স্তম্ভনঞ্চ মহাদ্ভুতম্। শৃণু প্রাজ্ঞে মহাগুহ্যং প্রকটীকৃতসাধনম্ একান্তে নির্জ্জনে স্থানে শুচৌ দেশে গৃহে পুরে॥

সাধনপ্রণালী কথিত হইতেছে। সাধক পীতবস্ত্র পরিধান করিয়া জপ করিবে। পীতবর্ণ আসনে উপবিষ্ট হইয়া পীতবর্ণ ধ্যানকরতঃ পীত পুষ্পদ্বারা অর্চ্চনা করিবে। দশসহস্র জপ করিয়া পীতদ্রব্যদ্বারা জপের দশাংশ হোম করিতে হইবে। নির্জ্জন স্থানে পবিত্রগৃহে এই দেবতার পূজাদি করিবে।

(ষট্‌কর্ম্মদীপিকা।)

কুণ্ড লক্ষণ—তিনটি মেখলাবিশিষ্ট সুলক্ষণ কুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাতে হোম করিবে। কিন্তু স্তম্ভনকার্য্যে ত্রিকোণ কুণ্ড প্রস্তুত করিয়া হোম করা বিধেয়। এবং ঐ হোম লবণের সহিত হরিতাল ও হরিদ্রা দ্বারা হোম করিবে।

মোহন।

যে কর্ম্মদ্বারা লোককে মোহিত করা যায় তাহাকে মোহন বলে। কিরূপে মোহন কর্ম্ম সাধন করিতে হয়, নিম্নে তাহার একটী প্রক্রিয়া বলা হইতেছে।

মদনোড়ুম্বরশ্চিঞ্চা প্রিয়ঙ্গুশ্চামলীফলং। বদরী চ ফলান্যেষাং প্রতিসপ্ত সমাহরেৎ। পুষ্যার্কে নরমূত্রেণ কুমার্য্যুত্থরসেন চ। সংপেস্য গুটিকা কার্য্যা তিলকো মোহকারকঃ। ওঁ জং জম্ভায়ৈ নমঃ। ক্ষুং স্তম্ভায়ৈ নমঃ। ওঁ সম্মোহায়ৈ নমঃ। ওঁ হ্রং শোধায়ৈ নমঃ। ওঁ মহাভৈরবায়ৈ নমঃ। ওঁ শ্রীভৈরবানন্দ আজ্ঞা শ্রীবীরভদ্র আজ্ঞা। এবং স্তম্ভাদিমন্ত্রৈর্মোহন প্রয়োগা অষ্টোত্তরশতমভিমন্ত্র্য প্রয়োজ্যাঃ॥

মদনফল, যজ্ঞডুম্বর ফল, তেঁতুল, প্রিয়ঙ্গু, আমলকীফল ও বদরীফল এই সকল প্রত্যেকে ৭টী করিয়া গ্রহণকরতঃ পুষ্যানক্ষত্রে নরমূত্রে

ও ঘৃতকুমারীর রসে পেষণ করিয়া গুটিকা করিবে। এই গুটিকাদ্বারা তিলক করিলে সকল মনুষ্যকে মোহিত করিতে পারে। ওঁ জং জম্ভায়ৈ নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে উক্ত মোহন কার্য্য করিতে হইবে।

প্রত্যানয়নকং বক্ষ্যে যেন মোহো বিনশ্যতি। শতপুষ্পং ঘৃতং ক্ষীরং শ্বেতার্কঞ্চ পিবেৎ সুধীঃ। গোসর্পিঃ সুরধূপেন মোহাৎ সুস্থো ভবিষ্যতি॥

অনন্তর মোহন নিবারণ কথিত হইতেছে। এই প্রক্রিয়া করিলে মোহিতব্যক্তি চৈতন্যলাভ করিতে পারে। শলুফা, ঘৃত, দুগ্ধ ও শ্বেত-আকন্দের মূল এই সকল দ্রব্য পান করিলে এবং গব্য ঘৃত ও ধূপ একত্র করিয়া তাহার ধূমগ্রহণ করিলে মোহিতব্যক্তি সুস্থ হইয়া থাকে।

(সিদ্ধনাগার্জ্জুনকক্ষপুটম্।)

উচ্চাটন।

যে কর্ম্মদ্বারা কোন ব্যক্তিকে স্বীয় দেশাদি হইতে ভ্রষ্ট করা যায়, তাহার নাম উচ্চাটন। এই উচ্চাটন কর্ম্মের একটী প্রক্রিয়া বলা হইতেছে।

কৃকলাসং নিহত্যাদৌ স্নাপয়েৎ পূজয়েৎ পুনঃ। শ্বেতবস্ত্রেণ সংবেষ্ট্য কিঞ্চিৎ কুর্য্যাচ্চ রোদনং। ততঃ কাকালয়ং গ্রাহ্যং চাণ্ডালানাং গৃহান্তিকে। শ্মশানবহ্নিনা চৈব দহনীয়ৌ চতুষ্পথে। উচ্চাটনং ভবেত্তস্য স্ত্রীপুত্রপশুবান্ধবৈঃ। তদ্ভস্ম বস্ত্রসংবদ্ধং ক্ষিপেদ্ যস্য গৃহোপরি॥

একটী কৃকলাস মারিয়া তাহাকে স্নান করাইয়া পূজা করিবে। তৎ, পরে শ্বেতবস্ত্রদ্বারা বেষ্টন করিয়া কিছুকাল রোদন করিবে। তৎপরে চণ্ডালগৃহের নিকটস্থ কাকের বাসা আনিয়া ঐ দুই দ্রব্য একত্রে শ্মশানের অগ্নিতে চতুষ্পথে দগ্ধ করিয়া সেই ভস্ম গ্রহণ করিবে। এই ভস্ম বস্ত্রে বান্ধিয়া যে শত্রুর গৃহোপরি নিক্ষেপ করা যায়, সেই ব্যক্তি স্ত্রী, পুত্র, পশু ও বন্ধুবান্ধবের সহিত উচ্চাটিত হয়।

(সিদ্ধনাগার্জ্জুনকক্ষপুটম্।)

মারণ।

যে প্রক্রিয়া দ্বারা প্রাণীগণের প্রাণবিনাশ করা যায়, তন্ত্রে তাহাকে মারণকর্ম্ম বলে। এই কর্ম্মের জন্য তন্ত্রে ও পুরাণে বহুপ্রকার প্রক্রিয়া লিখিত আছে, তন্মধ্যে দুইটী প্রক্রিয়া উল্লেখ করা হইতেছে।
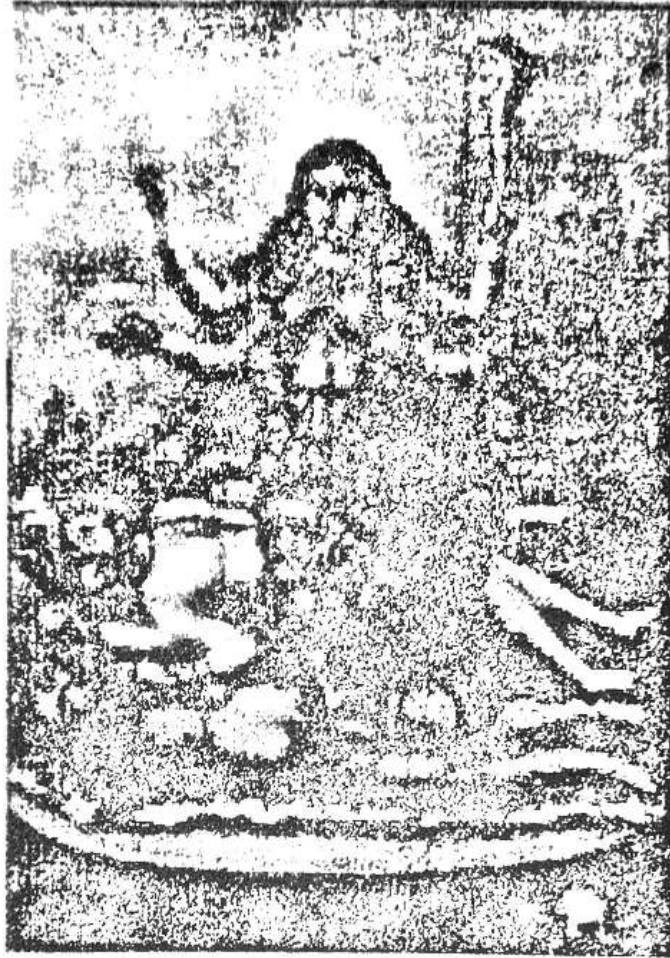
বশ্যাকর্ষণবিদ্বেষস্তম্ভোচ্চাটনমারণে। বিদধ্যাৎ পুত্তলীং সম্যক্ চতস্রঃ প্রোক্তযোগতঃ। পিষ্টেন সিক্থেন তথা চক্রিহস্থমৃদাপি চ। সাধ্যনক্ষত্রমৃক্ষেনাপ্যুক্তনক্ষত্রসংযুতঃ। আসনে পাদয়োঃ স্থানে কুণ্ডমধ্যে চ সাধকঃ। পিষ্টমুত্তরতঃ কৃত্বা স্থাপয়েৎ সিক্থমন্তরে। এবং সাধারণং কৃত্বা কুর্য্যাৎ কর্ম্মং সমীরিতং। সর্পশীর্ষস্রুচা হোমং কূর্য্যাদশুভকর্ম্মণি। বৈরিনাম্না স্রুচা কৃত্বা চক্রং তজ্জুহুয়াত্তদা। ত্রিকোণকুণ্ডে যমদিঙ্মুখো হুত্বার্দ্ধরাত্রকে॥

এস্থলে কেবল মারণকার্য্যের মন্ত্র প্রক্রিয়ামাত্র বলা হইতেছে। ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগের শত্রুকে মারণ করিতে ইচ্ছা করিলে,(প্রথমত মোম এবং চক্রস্থিত মৃত্তিকা একত্রিত করিয়া শত্রুর প্রতিমূর্ত্তি অর্থাৎ পুত্তলিকা নির্ম্মাণ করিয়া লইত। তৎপর কুণ্ডমধ্যে মোমদ্বারা আসন প্রস্তুত করিয়া তাহার উপর ঐ পুত্তলিকা স্থাপন করিত। এই প্রকারে

সাধারণ কর্ম্ম করিয়া যথা তন্ত্রোক্তবিধান মতে কার্য্য করিত। তৎপরে সর্পমস্তকশ্রবদ্বারা হোম করিত। সাধক দক্ষিণাভিমুখে উপবেশন করিয়া শত্রুর নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক ত্রিকোণকুণ্ডে অর্দ্ধরাত্রি সময়ে হোম করিত। তাহা হইলে শত্রু বিনাশ পাইত। তিথি, বার, নক্ষত্রাদির যোগে মারণ কার্য্য হইয়া থাকে যথা—

(ষট্‌কর্ম্ম দীপিকা)

তিথিবারশ্চ নক্ষত্রং পৃথক্ পৃথক্ প্রভাষিতং। যত্তদেকত্র সম্মীল্য কুর্য্যাদ্বর্ণ স্বরোদয়ে। যস্ত নামাদিকং বর্ণং তিথিবারর্ক্ষকং মৃতং। তদ্দিনে বর্জ্জয়েত্তস্য হানিমৃত্যুকরং যতঃ। অনেন স্বরযোগেন শত্রূণাং মারণাদিকং। যন্ত্রমন্ত্রক্রিয়াং হোমং সাধয়েত্তদ্দিনে বুধঃ ॥

স্বরযোগে অর্থাৎ স্বরোদয় মতে যে ব্যক্তির নামের আদ্যক্ষর গণনায় যে দিবসে পঞ্চম স্বরের তিথি, বার ও নক্ষত্র একত্রে মিলিত হইবে, সেই দিবস শত্রুর মৃত্যুস্বর অর্থাৎ মৃত্যুর দিন জানিয়া তাহার বিনাশার্থ মন্ত্র, যন্ত্র, ক্রিয়া ও হোমাদি কার্য্য করিলে সিদ্ধি হইবে, নচেৎ সেই ক্রিয়ার কোন ফল হইবে না।

(নরপতিজয়চর্য্যা স্বরোদয়)

অন্য প্রকার।

বামদন্তং কুলীরস্য অধোভাগস্থমাহরেৎ। শরাগ্রে তৎফলং কুর্য্যাদধনুশ্চ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ। গবাং শিরাং গুণং কৃত্বা শত্রুং কুর্য্যাচ্চ মৃণ্ময়ং। তং হন্যাত্তেন বাণেন ম্রিয়তে তৎক্ষণাদ্রিপুঃ॥ ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় যমরূপিণে কালং সংশয়াবর্ত্তে সংহারে শত্রুং অমুকং হন হন ধুন ধুন পাচয় ঘাতয় হুঁ ফট্ ঠঃ ঠঃ ঠঃ।

অন্যরূপ প্রক্রিয়া কথিত হইতেছে—কর্কটের বামদিগের অধোভাগস্থ দন্ত আহরণ করিয়া তাহা বাণের অগ্রে ফলা করিবে। এবং ধনু নির্ম্মাণ করিয়া গোশিরা দ্বারা সেই ধনুকের রজ্জু করিবে। অনন্তর মৃত্তিকা দ্বারা শত্রুর প্রতিমূর্ত্তি করিয়া পূর্ব্বকৃত ধনুর্ব্বাণ দ্বারা ঐ প্রতিমূর্ত্তিকে বিদ্ধ করিবে। এইরূপ করিলে তৎক্ষণাৎ সেই শত্রুর মৃত্যু হইবে। ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় যমরূপিণে কালং সংশয়াবর্ত্তে সংহারে শত্রুং অমুকং হন হন ধুন ধুন পাচয় ঘাতয় হুঁ ফট্ ঠং ঠঃ ঠঃ ॥ মারণকার্য্যে অনেক প্রকার নিষেধবিধি ও নিয়ম আছে, সেই সকল পরিজ্ঞাত হইয়া কর্ম্ম করিতে হইবে।

(সিদ্ধনাগার্জ্জুনকক্ষপুটম্।)

তন্ত্ররাজে—অভিচারস্য বিষয়ানাকর্ণয় বদামি তে। সক্রূরে ক্রূরবর্গস্থে চন্দ্রে বলিনি শোধনে। বিষ্টিযোগে চকর্ত্তব্যোঽভিচারোঽপ্যরিনৈধনে।

অনন্তর তন্ত্ররাজোক্ত মারণপ্রক্রিয়া কথিত হইতেছে। যখন বলবান্ চন্দ্র ক্রূরগ্রহের সহিত ক্রূরগ্রহের ক্ষেত্রে অবস্থিতি করিবে এবম্ভূত সময়ে যদি বিষ্টিযোগ হয়, তবে সেইকালে মারণাদি অভিচারকার্য্য করিবে।

পাপিষ্ঠান্নাস্তিকাংশ্চৈব দেবব্রাহ্মণনিন্দকান্। অজ্ঞাংশ্চ ঘাতকান্ সর্ব্বান্ ক্লেশকর্ম্মসু সংস্থিতান্। ক্ষেত্রবৃত্তিধনস্ত্রীণাং আহর্ত্তারং কুলান্তকম্। নিন্দকং সময়ানাঞ্চ পিশুনং রাজঘাতকম্। বিষাগ্নিক্রূরশাস্ত্রাদ্যৈর্হিংসকং প্রাণিনাং মুদা। যোজয়েন্মারণে কর্ম্মণ্যেতান্ন পাতকী ভবেৎ॥

পাপিষ্ঠ, নাস্তিক দেবব্রাহ্মণনিন্দক, অজ্ঞ, ঘাতক কুৎসিতকর্ম্মরত, ক্ষেত্রবৃত্তিস্ত্রীধনাপহারী, কুলান্তকারী, সময়নিন্দক, খল, রাজদ্রোহী, বিষাগ্নিশস্ত্রদ্বারা প্রাণিগণের প্রাণনাশক, এইরূপ দোষান্বিত ব্যক্তিকে মারণকর্ম্মে নিযুক্ত করিলে মারক পাপভোগী হয় না।

দশাস্থিতিঞ্চ সংবীক্ষ্য কুর্য্যান্মারণমাত্মবান্। অনবেক্ষ্য কৃতং কর্ম্ম আত্মানং হন্তি তৎক্ষণাৎ।

দশাস্থিতি বিবেচনা করিয়া মারণকার্য্য করিবে। যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত যোগাদি বিবেচনা না করিয়া মারণকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, সেই ব্যক্তি আপনি মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

ব্রাহ্মণং ধার্ম্মিকং ভূপং বনিতামৈষ্টিকং নরম্। বদান্যং সদয়ং নিত্যমভিচারে ন যোজয়েৎ। যোজয়েদ্‌যদি বৈরেণ প্রত্যসত্য নিহন্তি তম্॥

ব্রাহ্মণ, ধার্ম্মিক, রাজা, স্ত্রী, যজ্ঞশীল, দাতা, দয়াবান্ এই সকল বক্তির প্রতি কোন অভিচারকর্ম্ম করিবে না। যদি শত্রুতাবশতঃ কেহ ঐরূপ মনুষ্যের প্রতি অভিচার করে, তবে তাহাতে বিপরীত ফল হয়, অর্থাৎ যে ব্যক্তি অভিচার করে, তাহারই বিনাশ হইয়া থাকে।

(ষটকর্ম্মদীপিকা।)

বিদ্বেষ।

যে কার্য্য করিলে পরস্পর প্রণয়ী ব্যক্তিদিগের প্রণয় ভঞ্জন হইয়া উভয়ের মধ্যে বিদ্বেষ উৎপন্ন হয তাহার নাম বিদ্বেষণ, ইহার দুইটী প্রক্রিয়া বলা হইতেছে।

মার্জ্জারমুষিকবিষ্ঠা সাধ্যপুত্তলিকা কৃতা। নীলবস্ত্রেণ সংবেষ্ট্য মন্ত্রয়িত্বা শতেন চ। বিদ্বেষো জায়তে তত্র ভ্রাতরৌ তাতপুত্রকৌ। মন্ত্রস্তু। ওঁ নমো মহাভৈরবায় শ্মশানবসিনে অমুকামুকয়োর্ব্বিদ্বেষং কুরু কুরু ক্রুং ফট্ ॥

যে দুই ব্যক্তির মধ্যে বিদ্বেষ জন্মাইতে মানস আছে, মার্জ্জার বিষ্ঠাদ্বারা তাহাদের একজনের প্রতিমূর্ত্তি ও ইন্দুরের বিষ্ঠাদ্বারা অপরের প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া, ঐ দুই প্রতিমূর্ত্তিকে একত্র নীলবস্ত্রদ্বারা বেষ্টন করত ওঁ নমো ভগবতে ইত্যাদি মন্ত্র একশত বার জপ করিবে। এইরূপ প্রক্রিয়া করিলে, পিতাপুত্রের বা ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যেও বিদ্বেষ জন্মিয়া থাকে।

(কামরত্ন।)

অন্য প্রকার।

ধুস্তূরকরসৈর্লিপ্তৌ চিত্যাঙ্গারং ততো লিখেৎ। নামমন্ত্রযুতৌ যন্ত্রৌ স্থাপয়েত্তৌ পৃথক্ পৃথক্। নদ্যামুভয়তীরস্থে নিখনেদ্বৃক্ষমূলকে। যন্নাম্না লিখিতৌ যন্ত্রৌ তয়োর্দ্বেষঃ প্রজায়তে। চতুরস্রদ্বরোর্ম্মধ্যে মন্ত্রগর্ভিতং নাম লিখেৎ সিদ্ধং ভবতি।

ধুস্তুররসদ্বারা দুইখণ্ড চিতার অঙ্গার লেপন করিয়া সেই অঙ্গারদ্বারা শত্রুদ্বয়ের নামযুক্ত মন্ত্রের সহিত দুইটী যন্ত্র অঙ্কিত করিবে। পরে নদীর উভয়তীরে বৃক্ষমূলে ঐ দুইখণ্ড অঙ্গার ও যন্ত্র পুঁতিয়া রাখিবে। যে দুই ব্যক্তির নাম মন্ত্রমধ্যে উল্লিখিত থাকিবে, সেই দুইব্যক্তির পরস্পর বিদ্বেষ জন্মে। চতুরস্র কুণ্ড করিয়া তন্মধ্যে নামযুক্ত মন্ত্র উক্তপ্রকারে লিখিলেও উক্ত কার্য্যসিদ্ধ হইয়া থাকে। (সিদ্ধনাগার্জ্জুনকক্ষপুটম্)

ব্যাধিকরণ।

যে প্রক্রিয়া দ্বারা শত্রুর জ্বর, কাশ, ক্ষয়রোগ, কম্পজ্বর, প্রভৃতি যে কোন রোগে হউক না কেন, আক্রান্ত করা যায়, তাহাকে ব্যাধিকরণ বলা যায়। এই ব্যাধিকরণের দুইটী প্রক্রিয়া বলা হইতেছে।

বিল্বরক্ষোত্তবৈঃ কাষ্ঠৈঃ করণ্ডং কারয়েদ্বুধঃ। পিচুমর্দ্দোত্তবৈঃ কাষ্ঠৈঃ পিধানং কারয়েদ্বুধঃ। তত্রমধ্যে ক্ষিপেন্মূর্ত্তিমুত্তানং জীবিতান্বিতং। বর্ত্তিমুচ্ছিষ্টসিক্তা বা শত্রোতন্তোদরে ক্ষিপেৎ। কীলয়েৎ কণ্টকেনৈব নিখনেৎ সংপুটে ক্ষিপেৎ। ব্যাধিস্তস্য ভবেচ্ছত্রোঃ পুনস্তৎক্ষালনং সুখী।

অনন্তর ব্যাধিজনন প্রক্রিয়া কথিত হইতেছে। বিল্বকাষ্ঠদ্বারা একটী করণ্ডক এবং নিম্বকাষ্ঠদ্বারা তাহার ঢাকনি প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে উত্তান-ভাবে শত্রুর প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিবে। তৎপরে শত্রুর প্রাণপতিষ্ঠা করিয়া তাহার বক্ষঃস্থলে একটী মোমাক্ত বর্ত্তিকা রাখিবে ঐ বর্ত্তিকা প্রজ্জ্বালিত করিয়া শত্রুপ্রতিমূর্ত্তিকে কণ্টকদ্বারা বিদ্ধ করিয়া মৃত্তিকামধ্যে ঐ করণ্ডক ও ঢাকনি প্রোথিত করিয়া রাখিবে। ইহাতে তৎক্ষণাৎ সেই শত্রুর পীড়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। এবং উহা ধৌত করিবা মাত্র শত্রু সুস্থ হয়।

অন্য প্রকার।

মুণ্ডমাংসমুলূকস্য সমঞ্চ খরকাকয়োঃ। সংগৃহ্য দাসমুচ্চার্য্য সোপবাসো জপেদমুং জ্বরেণ দহ্যতে শত্রুরহোরাত্রে কৃতে জপে। শুচির্ভূত্বা সনাবিষ্টঃ সম্মুখং স্নানমাচরেৎ। আতুরস্য স্বয়ঞ্চৈব দেবাগ্রে জায়তে সুখী।

পেচক, গর্দ্দভ ও কাক ইহাদিগের মস্তক ও মাংস একত্র সংগ্রহ করিয়া উপবাসী থাকিয়া মন্ত্র জপ করিবে। এইরূপে এক দিনরাত্রি জপ করিলে শত্রুব্যক্তি জ্বররোগে দগ্ধ হইয়া থাকে। রোগী ও অভিচারকারী একত্রে দেবতার অগ্রে স্নান করিলে উক্তদোষ শান্তি হইয়া থাকে।

(সিদ্ধনাগার্জ্জুনকক্ষপুটম্)

এই ষট্‌কর্ম্মের ন্যায় পূর্ব্বকালে কতকগুলি কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন দেশেও

প্রচলিত ছিল এবং অনেকাংশে অস্মদ্দেশের অভিচারাদি কার্য্য প্রণালির সহিত ঐক্য দেখা যায়। মেঃ সিবিলি সাহেব এই সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছন তাহা উদ্ধৃত করা গেল।—

In the writings of *Paracelsus* we find many surprising examples of the power of sympathy and antipathy, by means of images, telesms, and amulets, compounded of nothing more than natural ingredients. And he particularly describes an infallible method by the image of any bird or beast, to destroy it, or to effect its death, though at a distance. So like—wise, by the hair, fat, blood, excrements, or excrecences of any animal, the diseases of that animal might be cured, and its life preserved or destroyed. This is seen in the *armary unguent*, and *sympathetical power*; and there are multiplied instances and histories, both at home and abroad, of those who have been burnt, hanged, or otherwise punished, for the use of *waxaen images*. which they compose in divers postures, under certain constellations, whereby the persons they are made to represent, have been severely tormented, or macecrated to death, For according to the torment or punishment the magician, witch, or wizzard, may intend to inflict upon the object of their resentment, so they dispose the hour of the constellation the quality of the compound, and the posture or semblance of the image; for if they intend to consume and pine away the health and life of any person they are offended with, they mould his image in wax, of such an ominous form and aspect as may conduce to the extent of their design making several magical characters upon the sides of the head, describing the character of the planetary hour upon the breast of the image; the name of the persecuted person on its forehead; and the intended effect to be wrought upon him. on its back. If they mean to produce violent pains and tortures in the flesh or sinews, they stick pins or thorns in divers places of the arms, legs, or breast of the image. If to cast them into violent fevers and consumptions, they spend a certain hour every day to warm and turn the image before a doleful and lingering fire, composed of divers exotic gums and magical ingredients of sweet odours, and roots of particular shrubs, efficient and conducive to their purpose; and when

the whole operation has been performed, and the image is completed, it is astonishing to human comprehension what surprising effects they are capable of producing upon the body they are intended to represent.

The art of Transplantation is also reckoned amongst charms and sygils; and indeed one part of it, namely the transferring of diseases, is realy magical; and was much in practice amongst Witches and Wi— zards "The method is, by giving certain baits or preparations to any domestic animal, they remove fevers, agues, coughs, consumptions; asthmas, &c. from any person, applying to them for that purpose; or they can transplant or remove them from one person to another, by burying certain images in their ground, or against their houses, with certain ominous inscriptions and Hebrew words; yet though these things are supposed to be done by magic, yet the effects are derived more from the sympathies and antipathies in nature, than from magical characters and conjurations; for many persons, without knowing any thing of the cause, how or why it is effected, more than the external form of words or touch, which is most simple, can remove diseases, take off warts and other excrescences, and perform many surprising causes at a distance from the patient, and even without seeing or knowing him; so by a similar property in the sympathy and antipathy of nature, certain leaves, roots, or juices, rubbed upon warts, or carnous substances, or upón the hands, breast, legs, or other diseased part of the body and buried under ground, remove or cure the same, which experiments take effect according to the *mediums*, and their consumption and putrefaction in the mother earth, of which the human source is principally compounded. Nor is it to be wondered that natural things, being fitted to the times and constellations, and compounded of correspondent or sympathetic ingredients, should produce such effects, without supernatural aid, or the agency of spirits. This is perfectly exemplified in that extraordinary preparation, called a *magical candle* which being lighted, foretels the death of the party of whose blood it was prepared. It is compounded after the following manner; they take a good quantity of the venal blood, luke warm as it came out of the vein which being chemically prepared with spirits of wine and other ingredients,

is at last made up into a candle, which being once kindled never goes out till the death of the party whose blood it is composed of; for when he is sick, or in danger, it burns dim and troubled; and when he is dead, it is quite extinguished; of which composition a learned philosopher hath wrote an entire tract, viz. *De Biolychnio*, or, *The Lamp of Life.*

শান্তিকর্ম্ম।

যে প্রক্রিয়াদ্বারা রোগ, কুকৃত্যা ও গ্রহাদি দোষের শান্তি হয়, তাহাকে শান্তিকর্ম্ম বলে। এই শান্তি কর্ম্মের প্রক্রিয়া বহুবাহুল্য এজন্য এস্থলে লিখিত হইল না, আমার প্রকাশিত ষট্‌কর্ম্মদীপিকা নামে গ্রন্থ পাঠ করিলে সমস্ত বিষয় অবগত হইতে পারিবেন।

তান্ত্রিকষট্‌কর্ম্ম কাহাকে ব[illegible] ঐ সকল কার্য্য যে মন্ত্র এবং সিম্‌-প্যাথি ও এণ্টিপ্যাথি গুণে হইয়া [illegible], তাহা বিশেষরূপে দৃষ্টান্তসহ বলা হইল, এইক্ষণ ঐ সকল কার্য্যের প্রক্রিয়া করিতে প্রথমত ঐ ষট্‌কর্ম্মের দেবতা, দিক্, কাল, তিথি, বার, নক্ষত্র, নিয়ম, ঋতু, লগ্ন, পঞ্চতত্ত্ব, জপ, হোম এবং পূজা ইত্যাদি বিষয় পরিজ্ঞাত হইয়া ষট্‌কর্ম্ম করিতে হইবে, এজন্য বশীকরণের মন্ত্র ও প্রক্রিয়া বলার অগ্রে ষট্‌কর্ম্মের দেবতাদি বলা হইতেছে।

বশীকরণ।

অথ ষট্‌কর্ম্মণাং সার্ব্বকালিকত্বম্।

ষট্‌কর্ম্মণাং সার্ব্বকালিকত্বমাহ স্মৃতিঃ। নৈমিত্তিকানি কাম্যানি নিপতন্তি যথা।
স্ববীর্য্যাদ্রাজবীর্য্যাচ্চ স্ববীর্য্যং বলবত্তরম্।
তস্মাৎ স্বেনৈব বীর্য্যেণ নিগৃহ্লীয়াদরীন্ দ্বিজঃ॥

ষট্‌কর্ম্ম সকল কালেই করিতে পারে, এই বিষয়, স্মৃতিতে লিখিত আছে যে, নৈমিত্তিক কার্য্য, সকল কালেই করিতে পারে, ইহাতে কোন কালবিচারের আবশ্যকতা নাই। মনু লিখিয়াছেন যে, স্বীয় বীর্য্য ও রাজবীর্য্য, এই উভয়ের মধ্যে স্বীয় বীর্য্য প্রধান, অতএব স্বীয়বীর্য্য দ্বারা শত্রুগণকে নিগৃহীত করিবে।

অথ ষট্‌কর্ম্মণাং দেবতা।

রতির্ব্বাণী রমা জ্যেষ্ঠা দুর্গা কালী তথা ক্রমাৎ। ষট্‌কর্ম্মদেবতাঃ প্রোক্তাঃ কর্ম্মাদৌ তাঃ প্রপূজয়েৎ॥ কালীতি ভদ্রকালী॥

ষট্‌কর্ম্মের দেবতা কথিত হইতেছে। শান্তিকার্য্যের দেবতা রতি, বশীকরণের দেবতা বাণী, স্তম্ভনকার্য্যের দেবতা রমা, বিদ্বেষের জ্যেষ্ঠা, উচ্চাটনের দুর্গা, ও মারণের দেবতা ভদ্রকালী। কর্ম্মের আদিতে যথাক্রমে এই সকল দেবতার যথাবিধি পূজা করিয়া কার্য্য করিবে।

অথ ষট্‌কর্ম্মণাং দিঙ্‌নিয়মঃ।

ঈশচন্দ্রেন্দ্রনিঋ‌র্তিবায়ুগ্নীনাং দিশোমতাঃ।
ক্রমেণ ষট্‌সু কর্ম্মসু দিশঃ প্রশস্তাঃ॥

ষট্‌কর্ম্মের দিঙ্‌নিয়ম বলা যাইতেছে। শান্তিকার্য্যে ঈশানদিক্ প্রশস্ত এইরূপে বশীকরণে উত্তরদিক্, স্তম্ভনে পূর্ব্বদিক্, বিদ্বেষণে নৈঋ‌তদিক্, উচ্চাটনে বায়ুকোণ, মারণে অগ্নিকোণের প্রশস্ততা জানিবে। যে যে কার্য্যে যে যে দিকের প্রশস্ততা লিখিত হইল, সেই সেই দিকে সেই সেই কর্ম্ম করিবে॥

অথ ষট্‌কর্ম্মণাং ঋতুকালাদি নির্ণয়ঃ।

সূর্য্যোদয়াৎ সমারভ্য ঘটিকাদশকং ক্রমাৎ। ঋতবঃ স্যুর্ব্বসন্তাদ্যা অহোরাত্রং দিনে দিনে। বসন্তগ্রীষ্মবর্ষাশ্চ শরদ্ধেমন্তশৈশিরাঃ॥ ঘটিকা অত্র দণ্ডরূপা।

সূর্য্যোদয় হইতে দশ দশ দণ্ড করিয়া দিবা ও রাত্রিতে বসন্তাদি ছয় ঋতু হইয়া থাকে। সূর্য্যোদয়ের পর প্রথম দশদণ্ড বসন্ত ঋতু, তৎপর দশ দণ্ড গ্রীষ্ম, তৎপর দশদণ্ড বর্ষা, তৎপর দশ দণ্ড শরৎ, তৎপর দশ দণ্ড হেমন্ত ও তৎপর দশ দণ্ড শিশির ঋতু জানিবে॥

প্রকারান্তরম্।

বসন্তশ্চৈব পূর্ব্বাহ্নে গ্রীষ্মো মধ্যাহ্ন উচ্যতে। বর্ষা জ্ঞেয়া পরাহ্নে তু প্রদোষে শিশিরঃ স্মৃতঃ। অর্দ্ধরাত্রৌ শরৎকালং উষা হেমন্ত উচ্যতে। অন্যে চ ঋতবঃ সর্ব্বে সায়াহ্নাদৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

প্রকারান্তরে দিবারাত্রি মধ্যে ঋতুকাল কথিত হইতেছে। দিবসের পূর্ব্ব ভাগে বসন্ত ঋতু, মধ্যাহ্নকালে গ্রীষ্ম, অপরাহ্নে বর্ষা, প্রদোষকালে শিশির,

অর্দ্ধরাত্রে শরৎ এবং উষকালে হেমন্তঋতু জানিবে। এইরূপে কোন্ ঋতুর উদয় হয়, তাহা নির্ণয় করিয়া ষট্‌কর্ম্ম করিতে হইবে।

হেমন্তঃ শান্তিকে প্রোক্তো বসন্তো বশ্যকর্ম্মণি। শিশিরঃ স্তম্ভনে জ্ঞেয়ো গ্রীষ্মে বিদ্বেষ ঈরিতঃ। প্রাবৃডুচ্চাটনে জ্ঞেয়ো শরন্মারণকর্ম্মণি॥

হেমন্ত ঋতুতে শান্তিকর্ম্ম করিবে। এইরূপ বসন্ত ঋতুতে বশীকরণ, শিশিরে স্তম্ভন, গ্রীষ্মে বিদ্বেষণ, বর্ষাঋতুতে উচ্চাটন এবং শরৎ ঋতুতে মারণ কার্য্য করিবে।

অথ ষট্‌কর্ম্মণাং তিথিবারনিয়মমাহ।

প্রয়োক্তব্যানি বিধিনা তচ্চ সংপ্রোচ্যতেঽধুনা। দ্বিতীয়া চ তৃতীয়া চ পঞ্চমী সপ্তমী তথা। বুধেজ্যকাব্যসোমাশ্চ শান্তি কর্ম্মণি কীর্ত্তিতাঃ। গুরুচন্দ্রযুতা ষষ্ঠী চতুর্থী চ ত্রয়োদশী। নবমী পৌষ্টিকে শস্তা চাষ্টমী দশমী তথা। পুষ্টির্ধনজনাদীনাং বর্দ্ধনং পরিকীর্ত্তিতম্॥

এইক্ষণ ষট্‌কর্ম্মের তিথিবারনিয়ম কথিত হইতেছে। দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, পঞ্চমী ও সপ্তমী এই চারি তিথি এবং বৃহস্পতি, শুক্র ও সোম এই চারিবার শান্তিকর্ম্মে প্রশস্ত। বৃহস্পতি কিম্বা সোমবারযুক্ত ষষ্ঠী, চতুর্থী, ত্রয়োদশী, নবমী অষ্টমী কিম্বা দশমী তিথিতে পুষ্টিকর্ম্ম করিবে। যে কর্ম্ম দ্বারা ধনজনাদির বৃদ্ধি হয়, তাহাকে পুষ্টিকর্ম্ম বলে।

দশম্যেকাদশী চৈব ভানুশুক্রদিনে তথা। আকর্ষণে ত্বমাবস্যা নবমী প্রতিপত্তথা॥ পৌর্ণমাসী মন্দভানুযুক্তা বিদ্বেষ কর্ম্মণি॥ ষষ্ঠী চতুর্দ্দশী তদ্বদষ্টমীমন্দবারকাঃ। উচ্চাটনে তিথিঃ শস্তা প্রদোষেষু বিশেষতঃ॥

দশমী, একাদশী, আমাবস্যা নবমী অথবা প্রতিপদ তিথিতে ও রবি কিম্বা শুক্রবারে আকর্ষণ কার্য্য করিবে। বিদ্বেষণ কার্য্যে শনি কিম্বা রবিবারযুক্ত পূর্ণিমা তিথি প্রশস্ত। ষষ্ঠী, চতুর্দ্দশী এবং অষ্টমী এই তিন তিথি ও শনিবার উচ্চাটন কার্য্যে প্রশস্ত। বিশেষতঃ প্রদোষ সময়েই উচ্চাটন কার্য্য করা বিধেয়।

চতুর্দ্দশ্যষ্টমী কৃষ্ণা অমাবস্যা তথৈব চ। মন্দারার্কদিনোপেতা শস্তা মারণ কর্ম্মণি॥ বুধচন্দ্র দিনোপেতা পঞ্চমী দশমী তথা পৌর্ণমাসী চ বিজ্ঞেয়া তিথিস্তম্ভন কর্ম্মণি॥

কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী, অষ্টমী কিম্বা অমাবস্যা তিথিতে এবং শনি, মঙ্গল অথবা রবিবারে মারণ কার্য্য করিবে। বুধ কিম্বা সোমবারে এবং পঞ্চমী, দশমী অথবা পূর্ণিমা তিথিতে স্তম্ভন কার্য্য করা কর্ত্তব্য।

শুভগ্রহোদয়ে কুর্য্যাদশুভান্যশুভোদয়ে।
রৌদ্রকর্ম্মাণি রিক্তার্কে মৃত্যুযোগে চ মারণম্ ॥

শুভগ্রহের উদয়ে শান্তি পুষ্ট্যাদি শুভকার্য্য এবং অশুভ গ্রহের উদয়ে মারণাদি অশুভকার্য্য করিবে। বিদ্বেষণ ও উচ্চাটনাদি ক্রূরকার্য্য-সকল রবিবার রিক্তাতিথিতে করিবে এবং মৃত্যুযোগেতে মারণ কার্য্য করা বিধেয় ॥

অথ ষট্‌কর্ম্মণাং নক্ষত্রনিয়মমাহ।

স্তম্ভনং মোহনঞ্চৈব বশীকরণমুত্তমম্। মাহেন্দ্রে বারুণে চৈব কর্ত্তব্যমিহ সিদ্ধিদম্ ॥ জ্যেষ্ঠা চৈবোত্তরাষাঢ়া চানুরাধা চ রোহিণী। মাহেন্দ্রমণ্ডলং হ্যেতৎ সর্ব্বকর্ম্মপ্রসিদ্ধিদম্ ॥ হ্যুত্তরভাদ্রপদা মূলা শতভিষা তথা। পূর্ব্বভাদ্রপদা শ্লেষা জ্ঞেয়া বারুণ মধ্যগাঃ। পূর্ব্বষাঢ়া তু তৎকর্ম্মসিদ্ধিদা শম্ভুনা স্মৃতা ॥

স্তম্ভন, মোহন ও বশীকরণ এই ত্রিবিধ কার্য্য মাহেন্দ্র ও বারুণ মণ্ডল মধ্যগত নক্ষত্রে করিলে কার্য্য সফল হয়। জ্যেষ্ঠা, উত্তরাষাঢ়া, অনুরাধা ও রোহিণী এই সকল নক্ষত্র মাহেন্দ্রমণ্ডলস্থিত। উত্তরভাদ্রপদ, মূলা, শতভিষা, পূর্ব্বভাদ্রপদ ও অশ্লেষা এই সকল নক্ষত্র বারুণমণ্ডল মধ্যগত এই সকল নক্ষত্রে কার্য্য করিলে সেই কার্য্য সফল হইয়া থাকে। আর পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে উক্তকার্য্য সকল করিলেও কার্য্যসিদ্ধি হয় এই কথা মহাদেব বলিয়াছেন ॥

বিদ্বেষোচ্চাটনং বহ্নিবাযোযুগে চ কারয়েৎ। স্বাতী হস্তা মৃগশিরা চিত্রা চোত্তরফল্গুনী। পুষ্যা পুনর্ব্বসুর্ব্বহ্নিমণ্ডলস্থাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ অশ্বিনী ভরণী আর্দ্রা ধনিষ্ঠা শ্রবণা মঘা। বিশাখা কৃত্তিকা পূর্ব্বফল্গুনী রেবতী তথা। বায়ুমণ্ডলমধ্যস্থাস্তত্তৎকর্ম্মপ্রসিদ্ধিদাঃ ॥

বিদ্বেষণ ও উচ্চাঠন কর্ম্ম বহ্নিমণ্ডলস্থিত ও বায়ুমণ্ডলস্থিত নক্ষত্রে করিবে। স্বাতী, হস্তা, মৃগশিরা, চিত্রা, উত্তরফল্গুনী, পুষ্যা ও পুনর্ব্বসু এই সকল নক্ষত্র বহ্নিমণ্ডলমধ্যস্থিত। আর অশ্বিনী, ভরণী, আদ্রা, ধনিষ্ঠা, শ্রবণা, মঘা, বিশাখা, কৃত্তিকা, পূর্ব্বফল্গুনী ও রেবতী এই সকল, নক্ষত্র বায়ুমণ্ডলমধ্যস্থিত। যে যে কার্য্যে যে যে নক্ষত্র উক্ত হইল, সেই সেই নক্ষত্রে সেই সেই কার্য্য করিলেই সিদ্ধিপ্রদ হয় ॥

কালবিশেষঞ্চ।

বশ্যং পূর্ব্বেঽহ্নি মধ্যাহ্নে বিদ্বেষোচ্চাটনং তথা।
শান্তিপুষ্টী দিনস্যান্তে সন্ধ্যাকালে চ মারণম্॥

দিবসের পূর্ব্বভাগে বশীকরণ, মধ্যভাগে বিদ্বেষণ ও উচ্চাটন, শেষভাগে শান্তি ও পুষ্টিকর্ম্ম এবং সন্ধ্যাকালে মারণকর্ম্ম করিবে॥

অথ ষট্‌কর্ম্মণাং লগ্ননিয়মমাহ।

কুর্য্যাচ্চ স্তম্ভনং কর্ম্ম হর্য্যক্ষে বৃশ্চিকোদয়ে। দ্বেষোচ্চাটাদিকং কর্ম্ম কুলীরে বা তুলোদয়ে। মেষকন্যাধনুর্মীনে বশ্যশান্তিকপৌষ্টিকম্। মারণোচ্চাটনে চাপৌ রিপুভেদবিনিগ্রহে॥

ষট্‌কর্ম্মের বিহিত লগ্ন কথিত হইতেছে। সিংহ কিম্বা বৃশ্চিক লগ্নে স্তম্ভন, কর্কট কিম্বা তুলালগ্নে বিদ্বেষণ ও উচ্চাটন; মেষ, কন্যা, ধনু অথবা মীন লগ্নে বশীকরণ, শান্তিকর্ম্ম ও পুষ্টিকর্ম্ম করিবে এবং মারণ, উচ্চাটন ও শত্রুনিবারণাদি কার্য্যেও মেষ, কন্যা, ধনু ও মীনলগ্ন প্রশস্ত॥

অথ ভূতোদয়ে ষট্‌কর্ম্মনিয়মো যথা।

জলং শান্তিবিধৌ শস্তং বশ্যে বহ্নিরুদীরিতঃ। স্তম্ভনে পৃথিবী শস্তা বিদ্বেষে ব্যোম কীর্ত্তিতম্। উচ্চাটনে স্মৃতো বায়ুর্ভূম্যগ্নির্মারণে মতঃ। তত্তদ্‌ভূতোদয়ে সম্যক্ তত্তন্মণ্ডলসংযুতম্। তত্তৎ কর্ম্মবিধাতব্যং মন্ত্রিণা নিশ্চিতাত্মনা॥

অনন্তর ষট্‌কর্ম্মের তত্ত্বনিয়ম কথিত হইতেছে। জলতত্ত্বের উদয়ে শান্তিকর্ম্ম, বহ্নিতত্ত্বের উদয়ে বশীকরণ, পৃথীতত্ত্বের উদয়ে স্তম্ভন, আকাশতত্ত্বের উদয়ে বিদ্বেষণ, বায়ুতত্ত্বের উদয়ে উচ্চাটন এবং পৃথ্বীতত্ত্ব অথবা বহ্নিতত্ত্বের উদয়ে মারণ কর্ম্ম করিবে। এইরূপে তত্ত্বের উদয় বিবেচনা করিয়া যে যে তত্ত্বোদয়ে যে যে কর্ম্ম উক্ত হইল, সেই সেই তত্ত্বোদয়ে সেই সেই কর্ম্ম করিবে। যে তত্ত্বের উদয়ে যে কার্য্য কর্ত্তব্য বলিয়া উক্ত হইল, সেই তত্ত্বের মণ্ডল করিয়া সেই কার্য্য করিতে হইবে॥

পরচক্রভয়াদৌ বা তীব্ররূপে মহাভয়ে।
ন কালনিয়মোঽগমঃ প্রয়োগাণাং কদাচন॥

শত্রু ভয় অথবা অন্য কোন প্রকার মহাভয় উপস্থিত হইলে তাহা নিবারণার্থ কার্য্য করিতে হইলে তাহাতে কালবিচার করিবে না। যখন এইরূপ বিপদ উপস্থিত দেখিবে, তখনই তাহার শান্তি কার্য্য করিবে॥

প্রতি নাসাপুটে বায়ু বহনকালে পঞ্চতত্ত্বের উদয় হয়। পঞ্চতত্ত্ব কিরূপে জানিবে তাহার নিয়ম কথিত হইতেছে। প্রথমে তত্ত্বের সংখ্যা নিরূপণ, দ্বিতীয়ে শ্বাসের সন্ধান, তৃতীয়ে স্বরের চিহ্ন, চতুর্থে বায়ুর গতি, পঞ্চমে বর্ণ, ষষ্ঠে তত্ত্বের উদয় স্থান, সপ্তমে সাধুর নিকট উপদেশ গ্রহণ, অষ্টমে গতির লক্ষণ জানিতে হইবে। প্রত্যুষকালে যত্নপূর্ব্বক বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারায় উভয় নাসাপুট ধারণ করিয়া তত্ত্বাদি জ্ঞাত হইবে।

অথ পৃথ্বীতত্ত্বের লক্ষণ।

নাসিকারন্ধ্রের ঠিক মধ্যস্থান দিয়া অর্থাৎ ঐ নাসিকার অন্য কোন পার্শ্বে না ঠেকিয়া শ্বাস বহন হইবে। ঐ শ্বাস মাপিলে দ্বাদশাঙ্গুলি পরিমাণে নির্গম হইবে। তৎকালে গলাতে মধুর রস উৎপত্তি হইবে। তৎকালে কেবল পীতবর্ণ মনে উদ্ভব কিম্বা কোন প্রকরণ করিলে পীতবর্ণ দর্শন হইবে। উত্তম দর্পণে নিশ্বাস নিক্ষেপ করিলে চতুঃষ্কোণ এবং পীতবর্ণ দৃষ্টি হইবে। জানুদেশে ইহার স্থিতি, আড়াই দণ্ডকাল মধ্যে ৫০ পল কাল এই অবস্থায় স্থিত থাকিবে।

জলতত্ত্বের লক্ষণ।

ইহার গতি অধোগামী অর্থাৎ নাসিকাপুটের নিম্নভাগে টেকিয়া শ্বাস বহন হইবে। শ্বাস মাপিলে পরিমাণে ১৬ অঙ্গুলি হইবে। গলাতে কষায় রস অনুভব হইবে। দর্পনে নিশ্বাস ত্যাগ করিলে অৰ্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ও শ্বেতবর্ণ দৃষ্ট হইবে। শ্বেতবর্ণ মনে উদয় কিম্বা কোন প্রকরণ করিলে শ্বেতবর্ণ দৃষ্ট হইবে। পাদান্তে ইহার স্থিতি ও আড়াই দণ্ড মধ্যে ৪০ পল কাল ঐরূপে স্থিতি হইবে। এই কার্য্যগুলি এস্থলে জলতত্ত্ব নামে প্রকাশ হইয়াছে।

অথ অগ্নিতত্ত্বের লক্ষণ।

উৰ্দ্ধগামী গতি অর্থাৎ নাসিকাপুটের উপরিভাগে ঠেকিয়া শ্বাস বহন হইবে। ঐ শ্বাস মাপিলে পরিমাণে চতুরঙ্গুলি হইবে। গলাতে তিক্ত রসের উদ্ভব হইবে। দর্পণে নিশ্বাস ত্যাগ করিলে ত্রিকোণাকার ও রক্তবর্ণ দৃষ্ট হইবে। আড়াই দণ্ড মধ্যে ৩০ পল ঐ ভাবে স্থিতি থাকিবে

এবং রক্তবর্ণ মনে উদয় হইবে এবং কোন প্রকরণ করিলে রক্তবর্ণ দৃষ্ট হইবে। স্কন্ধদেশে ইহার স্থিতি!

অক্ বায়ুতত্ত্বের লক্ষণ।

শ্বাস তির্য্যগামী অর্থাৎ নাসাপুট মধ্যে তির্য্যকরূপে পার্শ্বে ঠেকিয়া বহন হয়। ঐ বায়ু মাপিলে পরিমাণে ৮ অষ্টাঙ্গুল হইবে। গলাতে অম্বল রসের উৎপত্তি হইবে। দর্পণে শ্বাস নিক্ষেপ করিলে গোলাকৃতি ও শ্যামবর্ণ কিম্বা নীলবর্ণ দৃষ্ট হইবে। আড়াই দণ্ড মধ্যে ২০ পল ঐভাবে স্থিত থাকিবে।

অথ আকাশতত্ত্বের লক্ষণ।

সর্ব্বব্যাপী অর্থাৎ নাসাপুটে সর্ব্বস্থান দিয়া বায়ু নির্গম হয়। সর্ব্বগামী, সেজন্য ইহার পরিমাণ করা যায় না। গলাতে কটুরসের উদ্ভব হয়। দর্পণে নিশ্বাস নিক্ষেপ করিতে বিন্দু বিন্দু নানা রকমের বর্ণ দৃষ্ট হয়। মিশ্রিত বর্ণ মনে হয়। মস্তকে ইহার স্থিতি, আড়াই দণ্ডকাল মধ্যে দশ পল মাত্র স্থিতি হয়েন। এই তত্ত্ব সর্ব্বকার্য্যে নিষ্ফল, এজন্য এই তত্ত্ব বহনসময় কোন কার্য্য করিবেক না, কেবল যোগ সেবা কর্ত্তব্য। ইতি আকাশতত্ত্ব। পবনবিজয় স্বরোদয়।

অথ ষট্‌কর্ম্মদিঙ্‌নিয়মস্তু তন্ত্রান্তরে।

ইন্দ্রে স্তম্ভনমুচ্চাটমগ্নৌ সর্ব্বাভিচারকম্। যাম্যে রক্ষসি বিদ্বেষঃ শান্তির্ব্বারুণবায়বে। কুলোৎসাদং মরুদ্ভাগে যক্ষে কলহবিগ্রহৌ। কুর্ব্বীত নোদিতং কর্ম্ম যচ্চান্যদ্‌ব্রহ্মণঃ পদে। ব্রহ্মণঃ পদে ঐশান্যামিত্যর্থ॥

ষট্‌কর্ম্মের দিঙ্‌নিয়মপ্রমাণ যাহা অন্যান্য তন্ত্রে লিখিত আছে, তাহা কথিত হইতেছে। পূর্ব্বদিকে উচ্চাটন কার্য্য করিবে এবং সর্ব্বপ্রকার অভিচার কার্য্যে অগ্নিদিক্ প্রশস্ত। দক্ষিণদিকে ও নৈঋতে বিদ্বেষণ, পশ্চিমে ও বায়ুকোণে শান্তিকর্ম্ম করিবে। কুলোচ্ছেদে বায়ুকোণ ও কলহবিগ্রহাদিতে নৈঋতকোণ প্রশস্ত জানিবে। যে সকল কর্ম্ম অনুক্ত রহিল, সেই সকল কর্ম্ম ঈশানকোণে করিবে॥

অথ ষট্‌কর্ম্মণাং বর্ণভেদমাহ।

বশ্যে চাকর্ষণে ক্ষোভে রক্তবর্ণং বিচিন্তয়েৎ। নির্ব্বিষীকরণে শান্তৌ পুষ্টৌ চাপ্যায়নে

সিতম্। পীতং স্তম্ভনকার্য্যেষু ধূম্রমুচ্চাটনে স্মৃতম্। উন্মাদে শক্রগোপাভং কৃষ্ণবর্ণন্তু মারণে॥ শক্রগোপোঃরক্তবর্ণকীটবিশেষঃ।

বশীকরণ, আকর্ষণ ও ক্ষোভণ কার্য্যে দেবতাকে রক্তবর্ণ চিন্তা করিবে। বিষনিবারণ শান্তিকরণ ও পুষ্টিকার্য্যে শ্বেতবর্ণ, স্তম্ভনে পীতবর্ণ, উচ্চাটনে ধূম্রবর্ণ, উন্মাদকরণে রক্তবর্ণ, মারণকার্য্যে কৃষ্ণবর্ণ চিন্তা করিবে॥

অথ উত্থিতসুপ্তোপবিষ্টাদয়ঃ।

উত্থিতং মারণে ধ্যায়েৎ সুপ্তমুচ্চাটনে প্রভুম্।
উপবিষ্টং সুরেশানি সর্ব্বত্রৈবং বিচিন্তয়েৎ॥

মারণকার্য্যে দেবতাকে উত্থিত চিন্তা করিবে। উচ্চাটনে সুপ্ত এবং অন্যান্য কার্য্যে তত্তৎ কার্য্যোক্ত দেবতাকে উপবিষ্ট চিন্তা করিতে হইবে।

অথ ষট্‌কর্ম্মাণাং সাত্বিকাদৌ বর্ণবিশেষ চিন্তনম্।

আসীনং শ্বেতরূপন্তু সাত্বিকে সমুদাহৃতম্। রাজসে তু পীতবর্ণং রক্তং শ্যামমুদাহৃতং। যানমার্গস্থিতং তূর্ণং কৃষ্ণং তামস উচ্যতে॥

সাত্ত্বিক কার্য্যে উপবিষ্ট ও শ্বেতবর্ণ, রাজসকার্য্যে পীত, রক্ত, অথবা শ্যামবর্ণ এবং তামস কার্য্যে যানমার্গস্থিত ও কৃষ্ণবর্ণ চিন্তা করিবে।

সাত্বিকং মোক্ষকামানাং রাজসং রাজ্যমিচ্ছতাম্। তামসং শত্রুনাশার্থং সর্ব্বব্যাধিনিবারণম্। সর্ব্বোপদ্রবনাশার্থং তামসন্তু বিচিন্তয়েৎ।

মোক্ষকামী ব্যক্তি সাত্ত্বিক ও রাজ্যাভিলাষী রাজসকার্য্য করিবে। শত্রুনাশার্থ ও সর্ব্বরোগ নিবারণার্থ এবং সর্ব্বপ্রকার উপদ্রব শান্ত্যর্থ তামস কার্য্য করা কর্ত্তব্য।

ইতি বশীকরণে প্রথমাধ্যায় সমাপ্ত।

বশীকরণ।

দ্বিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যে কলিকালের রমণীগণ ধনহীন ভর্ত্তাকে পরিত্যাগ কবিবে। কলিকালের রমণীরা রমণীয় বস্তুতে স্পৃহাবতী ও স্বেচ্ছাচারিণী হইবে। তাহারা এককালে উভয় হস্তদ্বারা মস্তক কণ্ডুয়ণ করিতে করিতে গুরুজন ও ভর্ত্তার প্রতি অনাদর পূর্ব্বক তাহাদের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবে। তাহারা কখনও নিষ্ঠুর বাক্য ও মিথ্যাবাক্য বলিতে
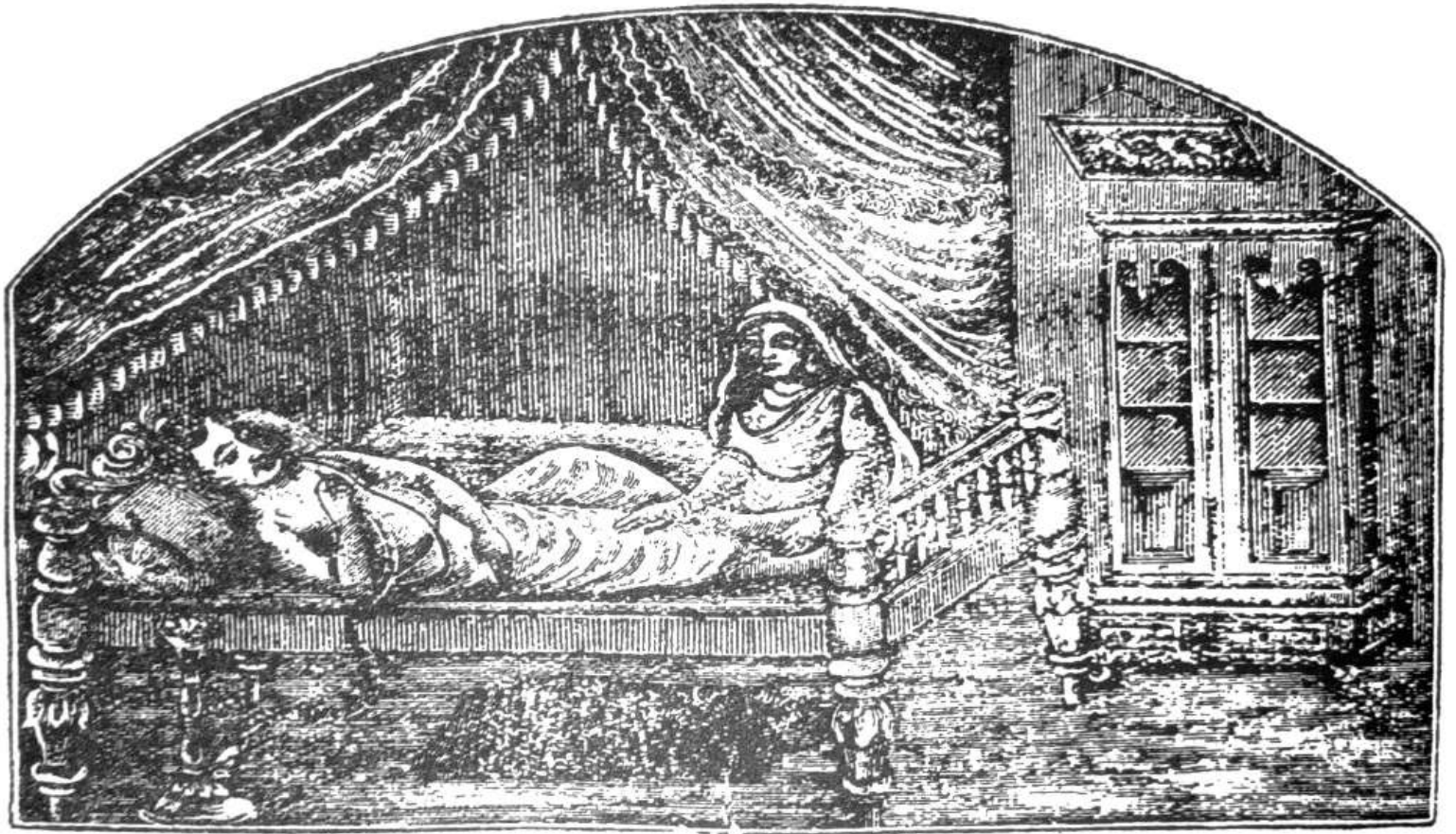
কুণ্ঠিত হইবে না। এবং পুরুষের প্রতি অসদ্ব্যবহার করিবে, এইক্ষণ সেই কলিকাল উপস্থিত, সেজন্য মন্ত্র ও প্রক্রিয়া দ্বারা স্ত্রীগণকে বশীভূত করিয়া রাখাই কর্ত্তব্য, যে সে বাক্যদ্বারা মনোদ্বারা, ও কর্ম্মদ্বারা পতিশুশ্রূষা করে। ঐ উপরের প্রতিকৃতিতে দেখিতে পাইবেন যে বশীকরণের প্রক্রিয়া ও মন্ত্র প্রভাবে এই কলিকালে কিরূপে ভার্য্যা কায়মনোবাক্যে ও ভক্তিভাবে তাহার স্বামীর পদসেবা করিতেছে।

দ্বিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ।

অথ বশীকরণম্।

অথ বক্ষ্যামি মন্ত্রাভ্যাং বশীকরণমুত্তমং। যেন বিজ্ঞানমাত্রেণ বশীকুর্য্যান্নরং স্ত্রিয়ং কৃতাঞ্জলিঃ শিখিশিখা বিভীত গিরিকর্ণিকা। চণ্ডালীসহিতাঃ পিষ্ট্বা পট্টে ক্ষীরপরিপ্লুতা। তেন সংলিপ্য পঙ্কেন পট্টবস্ত্রস্য বর্ত্তিকাং। কারয়িত্বাব্জসূত্রেণ পূর্ণগর্ভাং সুসুক্ষিতাং। একবর্ণাগবী-দুগ্ধকৃতাজ্যদীপপূরিতং। কজ্জলং খঞ্জুকে কার্য্যাং কজ্জলং নরসংকুলে। সংপূজ্য ভৈরবং দেবং চতুর্দ্দশ্যাং নিশাগমে। কজ্জলং পাতিতং গ্রাহ্যং তেন বশ্যং জগদ্ভবেৎ। নরঞ্চ বনিতা-ঞ্চৈব য মিচ্ছতি নরোত্তমং। অতঃ পরতরং বশ্যং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি। তাম্বিতং ভৈরবে তন্ত্রে গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ। ক্রূরে চ চুম্বকে দুষ্টে নিন্দকে চপলেষ্বপি। অস্য বশ্যপ্রভাবং হি বর্ণিতুং ন চ শক্যতে। দেবদেবেন দেবেভ্যো বশীকরণমুত্তমং। এতদ্‌যোগপ্রভাবেন ব্রহ্মাদ্যা মুনয়ঃ সুরাঃ॥

অনন্তর বশীকরণপদ্ধতি কথিত হইতেছে। এই প্রক্রিয়া বিজ্ঞানমাত্রে নর ও নারী উভয়কে বশীভূত করিতে পারে। লজ্জালুলতা, অপমার্গের জটা, বহেড়া, অপরাজিতা ও চাণ্ডালী (লতাবিশেষ) এই সকল একত্র করিয়া দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া কর্দ্দমবৎ করিবে। পরে এই কর্দ্দম-দ্বারা একখণ্ড পট্টবস্ত্র লেপন করিয়া তদ্দ্বারা বর্ত্তি (শৈলতা) প্রস্তুত করিবে। তাহা পদ্মনালের মধ্যগত সূত্রদ্বারা বেষ্টন্ন করিয়া রাখিবে। তৎপরে একবর্ণাগাভীর দুগ্ধ হইতে ঘৃত প্রস্তুত করিয়া সেই ঘৃতদ্বারা পূর্ব্বকৃতবর্ত্তি আদ্র করিয়া লইবে। অনন্তর ঐ বর্ত্তি প্রজ্বালিত করিয়া তাহার শিখায় কজ্জলপাত করিবে। চতুর্দ্দশীর রাত্রিতে ভৈরবের পূজা করিয়া তৎপরে কজ্জলপাত করা কর্ত্তব্য। এই কজ্জলদ্বারা স্ত্রী, পুরুষ এমন কি যাহাকে ইচ্ছা করা যায়, তাহাকে বশীভূত করিতে পারে। এইরূপ বশীকরণপ্রণালী কখন ছিল না, এবং ভবিষ্যতে হইবে না। ভৈরব-তন্ত্রে স্বয়ং মহাদেব এই বিধি বলিয়য়াছেন, ইহাকে যত্নপূর্ব্বক গোপন করিয়া রাখিবে। ক্রূর, অল্পবিদ্য, নিন্দক, ও চপল এই সকল ব্যক্তির নিকট এই বশীকরণপ্রভাব বর্ণন করিবে না। দেবদেব, দেবগণের সন্নিধানে এই বশীকরণ বলিয়াছেন।

অন্যাং বক্ষ্যে মহাবিদ্যাং মোহিনীং বশ্যকারিণীং। যস্যাঃ প্রভাবমাত্রেণ বশীকুর্য্যাজ্জনং

নরঃ। তারং প্রথমমুদ্ধৃত্য মায়াবীজমনন্তরং। মোহিনীপদমাদায় শেষে পাবক বল্লভাং। জ্ঞাত্বা মন্ত্রমিমং মন্ত্রী মন্ত্রং পঠতি সিদ্ধিদং। অনেন মন্ত্ররাজেন সংস্পৃশ্য জাপিতং যদা। দীয়তে চ জলং পুষ্পং দুকুলমুত্তমং ফলং। অষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা পাণৌ যস্য প্রদীয়তে। তে সর্ব্বে বশমায়ান্তি নাত্রকার্য্যা বিচারণা॥

অনন্তর অন্যপ্রকার বশীকরণ কথিত হইতেছে। এই বশীকরণ প্রভাবে ত্রিজগৎ বশীভূত হইয়া থাকে। ওঁ হ্রীঁ মোহিনী স্বাহা। সাধক এই মন্ত্র জপ করিবে। মন্ত্রসিদ্ধি হইলে চন্দন, পুষ্প, বস্ত্র অথবা কোন প্রকার উত্তম ফল উক্ত মন্ত্রে অষ্টোত্তরশত বার অভিমন্ত্রিত করিয়া যাহার হস্তে প্রদান করিবে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয় বশীভূত হইয়া থাকে॥

তারং চিটিদ্বয়ং পশ্চাচ্চাণ্ডালী তদনন্তরং। মহাপদাভ্যাং তাং ক্রয়াদমুকং মে ততঃ পরং বশমানয় ঠদ্বন্দ্বং চিটিমন্ত্র উদাহৃতঃ। সপ্তভির্দ্দিবসৈর্ভূপান্ বশয়েদ্বিধিনামুনা। বিলিখ্য তালপত্রে তৎ সাধ্যনামবিগর্ব্ভিতং। নিক্ষিপ্য ক্ষীরসংমিশ্রে জলে তৎ ক্বাথয়েন্নিশি। বশ্যো ভবতি সাধ্যস্তু নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥

ওঁ চিটি চিটি চাণ্ডালী মহাচাণ্ডালী অমুকং মে বশমানয় স্বাহা। এই মন্ত্র সপ্তদিবস জপ করিলে রাজাকে বশীভূত করিতে পারে। এবং এইমন্ত্র তালপত্রে লিখিয়া ঐ তালপত্র দুগ্ধমিশ্রিত জলে নিক্ষেপ করিয়া পাক করিবে। এই মন্ত্রমধ্যে যাহার নামের উল্লেখ থাকিবে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয় বশীভূত হইবে। মতান্তরে উক্ত মন্ত্র বিল্বকণ্টক দ্বারা তালপত্রে লিখিয়া দুগ্ধে পাক করিয়া ঐ তালপত্র তিনদিবস কর্দ্দম মধ্যে সংস্থাপণ করিবে। তিন দিবস পরে ঐ তালপত্র উঠাইয়া দুর্গোৎসব মণ্ডপদ্বারে প্রোথিত করিয়া রাখিবে। এইরূপ করিলে নিশ্চয়ই বশীকরণ হইয়া থাকে॥

তালপত্রে লিখিত্বৈনং ভদ্রকালীগৃহে খনেৎ।
বশ্যায় সর্ব্বজন্তূনাং প্রয়োগোঽয়মুদাহৃতঃ॥

ওঁ চিটি চিটি ইত্যাদি মন্ত্র বিল্বকণ্টকদ্বারা তালপত্রে লিখিবে। পরে ভদ্রকালীর পূজা করিয়া সেই গৃহে ঐ তালপত্র নিখনন করিয়া রাখিবে। ইহাতে সকল প্রাণীকে মোহিত করিতে পারা যায়॥

মূর্দ্ধ্নি ভালে কামকলা পতন্তী বিন্দুধারণাৎ।
যোনিমুদ্রাপ্রয়োগেন করোতি বশগং জগৎ॥

মস্তকে ও কপালে কামকলা মন্ত্র জপ করিয়া বিন্দুধারণ পূর্ব্বক যোনি মুদ্রা প্রয়োগ করিলে ত্রিজগৎ বশীভূত হয়॥

রেফহু কারয়োর্মধ্যে সর্বলোকং ততঃ পরং।
বশমানয় ঠদ্বন্দং পূজাং জপঞ্চ সাধকঃ॥

রং সর্ব্বলোকবশমানয় স্বাহা হুঁ এইমন্ত্র জপ ও উক্তমন্ত্রে পূজা করিলে অভিলষিত ব্যক্তিকে বশীভূত করিতে পারে॥

রাজমুখিপদাদ্রাজাভিমুখি বশ্যপূর্ব্বমুখি। ততশ্চ ভুবনেশী শ্রীকামান্ দেবিদেবি চ। তদন্তে চ মহাদেবি পদং পদমতঃ পরং। দেবাধিদেবীতি সর্ব্বজনস্য মুখং বশ্যং কুরু দ্বিঠঃ। প্রণবাদিরয়ং মন্ত্রঃ শ্রীবশ্যসংপদাবহঃ। ওঁ রাজমুখি রাজাভিমুখি বশ্যমুখি হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ দেবি দেবি মহাদেবি দেবাধিদেবি সর্ব্বজনস্য মুখং বশ্যং কুরু স্বাহা॥ মায়াহৃদোরথান্তে চ ব্রহ্ম-শ্রীরাজিতে ততঃ। প্রোক্তা রাজপূজিতেঽর্ণান্ জয়ে চ বিজয়ে চ। গৌরি গান্ধারি ত্রিভুবন-বশঙ্করীতি চ। সর্ব্বলোকান্তে বশঙ্করি চ সর্ব্বস্ত্রীপুরুষবশঙ্করি সুদুর্ঘোরাক্ষরাণি দীপ্যতঃ। মায়াদ্বিঠান্তকো মনুরেকাধিকষষ্টিবর্ণকঃ প্রোক্তঃ। মন্ত্রো যথা হ্রীঁ নমো ব্রহ্ম শ্রীরাজিতে রাজপূজিতে জয়ে বিজয়ে গৌরি গান্ধারি ত্রিভুবনবশঙ্করী সর্ব্বলোকবশঙ্করি সর্ব্বস্ত্রীপুরুষবশঙ্করি সুদুর্ঘোরে হ্রীং স্বাহা। অযুতং প্রজপেৎ। জুহুয়াদ্ঘৃতসংপ্লুতৈঃ পায়সৈর্দ্দশাংশেন। আরা-ধয়েত্ততদঙ্গৈর্মাতৃভির্দ্দিশোধিপৈর্নিশিতমনাঃ। তিলতণ্ডুলকৈর্লোমৈঃ স্বাদুযুক্তৈঃ ফলৈশ্চ মধুর-তরৈঃ। আজ্যৈররুণকুবলয়ৈস্ত্রিদিনং হবনং ক্রিয়াসু বশঙ্করী। নিত্যমাদিত্যগতাং দেবীং প্রতিপদ্য তন্মুখো জপ্যতে। অষ্টোত্তরশতমকস্মাদ্বশীকরোত্যচিরাৎ। বর্ণাদর্ব্বাঙ্ মন্ত্রী প্রযো-জয়েৎ। সাধ্যনামকর্ম্মযুতং প্রজপেদ্বা হবনবিধৌ বাঞ্ছিতসিদ্ধিপ্রদস্তদা মন্ত্রঃ। ঋষিরস্যান্সো নিবৃট্ছন্দো গৌরী চ দেবতা প্রোক্তা। স চতুর্দ্দশভিস্ততো দশভিরষ্টভি-স্ততোঽষ্টভি-র্দ্দশভি-রেকা-দশভির্মন্ত্রাক্ষরৈঃ ক্রমাদুচ্যতে ষড়ঙ্গবিধিঃ। ধ্যানম্—অমলশশিবিরাজন্মৌলিরাবদ্ধপাশা-ঙ্কুশরুচিরকরাব্জা বন্ধুজীবারুণাঙ্গী। অমরনিকরবন্দ্যা ত্র্যক্ষণা শোনবর্ণস্তবকুসুমযুতা স্যাৎ সম্পদে পার্ব্বতী বঃ॥

ওঁ রাজমুখি ইত্যাদি মুখং বশ্যং কুরু কুরু স্বাহা ইত্যন্ত মন্ত্র এবং হ্রীং নমো ব্রহ্মশ্রীরাজিতে ইত্যাদি সুদুর্ঘোরে হ্রীং ইত্যন্ত মন্ত্র দশসহস্র জপ করিবে। তৎপরে ঘৃতসংযুক্ত পায়সদ্বারা জপের দশাংশ হোম করিতে হইবে। হোমাবসানে অঙ্গদেবতা, অষ্টমাতৃকা ও দশদিক্‌পালের পূজা করিয়া পুনর্ব্বার স্বাদুযুক্ত তিলতণ্ডুল, মধুর ফল এবং ঘৃতযুক্ত রক্তপদ্মদ্বারা হোম করিবে। এইরূপ তিন দিবস হোম করিয়া সূর্য্যমণ্ডলাধিষ্ঠাত্রী দেবতার আরাধনাপূর্ব্বক সূর্য্যাভিমুখ হইয়া অষ্টোত্তরশত জপ করিবে। ইহাতে অচিরকালমধ্যে বশীকরণ সিদ্ধি হইয়া থাকে। মন্ত্রমধ্যে অভি-লষিত ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিয়া জপ ও হোম করিলে বাঞ্ছিতার্থ সিদ্ধি

হইয়া থাকে। এই মন্ত্রের অজঋষি, নিবৃট্ ছন্দ ও গৌরি দেবতা। করাঙ্গন্যাস এই—হ্রীং নমো ব্রহ্মশ্রীরাজিতে রাজপূজিতে অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। জয়ে বিজয়ে গৌরি গান্ধারি তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। ত্রিভুবন বশঙ্করি মধ্যমাভ্যাং বষট্ সর্ব্বলোকববঙ্করি অনামিকাভ্যাং হুঁ। সর্ব্বস্ত্রীপুরুষবশঙ্করি কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। সুদুর্ঘোরে হ্রীঁ স্বাহা করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এইরূপ হৃদয়াদিতে ন্যাস করিবে। দেবতার ধ্যান মূলে দৃষ্ট হইবে॥

মদ মদ পদমাদৌ **** দ্বিবারং তদনু চ পঠনীয়ং হ্রীঁ পদং তত্র পশ্চাৎ। বশয় পদযুতা স্যাৎ নামরূপাদিসংজ্ঞা ভবতি মদনমন্ত্রঃ স্বাহয়া সংযুতোঽয়ম্॥ কনকরচিতমূর্ত্তিঃ কুণ্ডলাকৃষ্টচাপো যুবতিহৃদয় মধ্যে নিশ্চলারোপিতাক্ষঃ। ইতি মনসি মনোজং চিন্তয়ন্ যো জপন্মে বশয়তি স সমস্তং ভূতলং মন্ত্রসিদ্ধিঃ॥ শতশতপরিজাপাৎ স্যাদয়ং সিদ্ধিদাতা দশশতকুসুমানাং লোহিতানাঞ্চ দানাৎ। ইহ তু সকলকার্য্যং বামহস্তেন কুর্য্যাৎ উপদিশতি সমস্তং জ্যোতিরীশঃ সমস্তাৎ॥ মদ মদ মাদয় মাদয় হ্রী বশয় অমুকং স্বাহা॥

মদ মদ মাদয় হ্রীঁ বশয় অমুকং স্বাহা। ইহার নাম মদন মন্ত্র। মদনের আকৃতি এইরূপ—স্বর্ণরচিত শরীর, আকর্ণাকৃষ্টধনুঃ এবং যুবতিগণের হৃদয়মধ্যে নিশ্চল অক্ষি আরোপিত করিয়া আছেন। যে ব্যক্তি এইরূপ মদনমূর্ত্তি মনে মনে চিন্তাকরত উক্ত মদনমন্ত্র দশসহস্র জপ করে, সেইব্যক্তি মন্ত্রসিদ্ধিবলে সমস্ত ভূতলকে বশীভূত করিতে পারে। দশসহস্র জপ করিয়া সহস্র রক্তপুষ্প প্রদান করিলে মন্ত্রসিদ্ধি হয়। এই প্রক্রিয়ার সমস্ত কার্য্য বামহস্তদ্বারা করিবে॥

চামুণ্ডে প্রথমং জয়েতি কথিতং সম্বোধনে মোহয় স্যাতবং বশমানয় ইত্যপি পদং সাধ্যং দ্বিতীয়ান্বিতম্। স্বাহান্তং প্রণবাদিরেষ কথিতৈস্তর্ব্বৈর্ম্মহামোহনো যন্মন্ত্রঃ কবিরাম্বসেবিতপদো নাম্নাদ্দ্বিতীয়োত্তরী॥ ধ্যানম্। দংষ্ট্রাকোটিবিশঙ্কটা সুবদনা সান্দ্রান্ধকারে স্থিত খট্বাঙ্গাসিনিগূঢ়দক্ষিণ করা বামেন পাশং শিরঃ। শ্যামা পিঙ্গলমূর্দ্ধজা ভয়করী শার্দ্দূলচর্ম্মাবৃতা চামুণ্ডা শববাহিনী জপবিধৌ ধ্যেয়া সদা সাধকৈঃ॥ লক্ষং জপ্ত্বা দশাংশং শুক্লতরুকুসুমৈর্ব্বহ্নিমধ্যে চ হোমঃ। বিধিনা সিদ্ধিং দদাতি। ওঁ চামুণ্ডে জয় চামুণ্ডে মোহয় বশমানায় অমুকং স্বাহা॥

ওঁ চামুণ্ডে জয় চামুণ্ডে মোদয় বশমানয় অমুকং স্বাহা। এই মন্ত্র লক্ষ জপ করিয়া শিরিষবৃক্ষ সমিধদ্বারা দশসহস্র হোম করিবে। দেবতার ধ্যান মূলে লিখিত আছে। বিধি পূর্ব্বক দেবতার পূজা করিয়া মন্ত্র জপ করিলে মন্ত্রসিদ্ধি হয়। এই মন্ত্রসিদ্ধি হইলে বশীকরণ হইয়া থাকে॥

ওঁ নমঃ কামায় সর্ব্বজনপ্রিয়ায় সর্ব্বজনসম্মোহনায় জ্বল জ্বল প্রজ্বালয় প্রজ্বালয় সর্ব্বজনস্য হৃদয়ং মম বশং কুরু কুরু স্বাহা। এতন্মন্ত্রজপাদেব বশীভবতি মানবঃ॥

ওঁ নমঃ কামায় সর্ব্বজনপ্রিয়ায় ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিলে বশীকরণ হইয়া থাকে॥

ওঁ নমো ভগবতী সূচিচাণ্ডালিনী নমঃ স্বাহা। এতন্মন্ত্রেণ মধুচ্ছিষ্টস্য পুত্তলিকাং কৃতাঞ্জলিং কৃতযুগপাদং অঙ্গপ্রত্যঙ্গসহিতং কৃত্বা তত্র সাধ্যস্য প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কৃত্বা এতন্মন্ত্রং জপন্ অঙ্গারেষু পুত্তলিকাং প্রতাপয়েৎ। ততঃ সাধ্যো বশ্যো ভবতি॥

ওঁ নমো ভগবতি সূচিচাণ্ডালিনি নমঃ স্বাহা, এই মন্ত্রে মধুচ্ছিষ্ট (মোম) দ্বারা অভিলষিত ব্যক্তির একটি প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ঐ প্রতিমূর্ত্তিকে কৃতাঞ্জলি, যুক্তপাদ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সহিত নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে অভিলষিত ব্যক্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে। তৎপরে ঐ পুত্তলিকার উপরি ওঁ নমো ভগবতি ইত্যাদি মন্ত্র জপ করতঃ অঙ্গারাগ্নিতে তাপিত করিবে। ইহাতে সেই অভিলষিত ব্যক্তি বশীভূত হইবে॥

অথ স্ত্রী-বশীকরণং।

রবিবারে গৃহীত্বা তু কৃষ্ণধুস্তূরপুষ্পকং। শাখাং লতাং গৃহীত্বা তু পত্রং মূলং তথৈব চ। পিষ্ট্বা কর্পূরসংযুক্তং কুঙ্কুমং রোচনং সমং। তিলকে স্ত্রীবশীকুর্য্যাদ্ যদি সাক্ষাদরুন্ধতী॥

রবিবারে কৃষ্ণধুতুরার পুষ্প, শাখা, লতা, পত্র ও মূল গ্রহণ করিয়া পেষণ করিবে। পরে তাহার সহিত কর্পূর, কুঙ্কুম ও গোরোচনা সংযুক্ত করিয়া কপালে তিলক করিবে। ইহাতে স্ত্রী বশীভূতা হইবে। এই বশীকরণে স্বয়ং অরুন্ধতীও বশ্যা হইবেন।

কাকজঙ্ঘাঞ্চ তগরং কুঙ্কুমং শুক্রশোণিতং। দত্ত্বা তু ভোজনে বালা শ্মশানে রুদিতে সদা॥ চিতাভস্ম বচা কুষ্ঠং তগরং কুসুমং সমং। চূর্ণং স্ত্রীশিরসি ক্ষিপ্ত্বা বশীকরণমুত্তমম্॥

চিতাভস্ম, বচ, কূড় ও তগরপুষ্প এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ কোন স্ত্রীর মস্তকে দিলে সেই রমণী তৎক্ষণাৎ বশীভূতা হয়॥

জিহ্বামলং দন্তমলং নাসাকর্ণমলং স্তুতা। তাম্বূলেন প্রদাতব্যং বশীকরণমদ্ভুতং॥ ভৌমবারে লবঙ্গঞ্চ——বিনিক্ষিপেৎ। বুধবারে সমুদ্ধৃত্য খানে পানে বশীভবেৎ। করপাদনখানাঞ্চ তত্তস্ম ক্রিয়তে নরঃ। খানে পানে প্রদাতব্যং বশীকরণমদ্ভুতং॥ শনিবারে গৃহীত্বা তু বনিতাপাংশুপাদজং। বামে পুত্তলিকাং কৃত্বা তৎকেশসংযুতং কৃতং॥ নীলবস্ত্রেণ সংবেষ্ট্য——সংযুতং——সিন্দূরলেপিতং কৃত্বা নিখনেদ্দ্বারবামকে। উল্লঙ্ঘ্য বশমায়াতি মানৈরপি ধনৈরপি যস্মৈ কস্মৈ ন দাতব্যং দেবানামপি দুর্লভং। ব্রহ্মদণ্ডী চিতাভস্ম যস্যাঙ্গে নিক্ষিপেন্নরঃ। বশীভবতি সা নারী নান্যথা শঙ্করোদিতং॥

ব্রহ্মদণ্ডী ও চিতাভস্ম যে নারীর অঙ্গে নিক্ষেপ করিবে, সেই নারী বশীভূতা হইবে এই কথা মহাদেব বলিয়াছেন।

পুগীফলং গৃহীত্বা তু চন্দ্রবারযুতে মৃগে। খণ্ডকং বীর্য্যসংযুক্তং তাম্বূলং বশ্যকারকং। তাম্বূলরসমধ্যে চ পিষ্ট্বা তালং মনঃশিলাঃ। ভৌমে তু তিলকং কৃত্বা বশীকুর্য্যাচ্চৈব যোষিতাং॥

পানের রসে হরিতাল ও মনঃশিলা পেষণ করিয়া মঙ্গলবারে ললাটে তিলক করিলে নারী বশীভূতা হইবে।

সিন্দূরকদলীকন্দং পেষয়েদ্ গুরুবাসরে।
অনেন তিলকং কৃত্বা সদ্যো নারী বশীভবেৎ॥

বৃহস্পতিবারে সিন্দুর ও কদলীমূল পেষণ করিয়া কপালে তিলক করিবে, এই তিলক দর্শনমাত্র নারী বশীভূতা হইবে॥

গোদন্তং নরদন্তঞ্চ পিষ্ট্বা তৈলেন পেষয়েৎ।
এভিস্তু তিলকং কৃত্বা কান্তাবশ্যকরং পরং॥

গরুরদন্ত ও মনুষ্যের দন্ত একত্র তৈলের সহিত পেষণ করিয়া কপালে তিলক দিলে কান্তা বশ্যা হয়॥

——গৃহীত্বা তু খানে পানে প্রদাপয়েৎ। বশী ভবতি সা নারী মন্ত্রেণ সিদ্ধ্যতি॥ স্ব——সংযুতং কুষ্ঠং ঘৃতং তাম্বূলবশ্যকৃৎ। জিহ্বামলং জাতীফলং তাম্বূলে বশ্যকারকং। উলূমাংসং গৃহীত্বা তু খানে পানে প্রদাপয়েৎ। সিদ্ধিযোগমিদং কথ্যং বিনা মন্ত্রেণ সিদ্ধ্যতি॥ যবচূর্ণং হরিদ্রা চ গোমূত্রং ঘৃতসর্ষপাঃ। তাম্বূলরসসংযুক্তমনেন বদ্ধয়েৎ সুধীঃ। মুখং ভবতি পদ্মাভং পাদৌ পদ্মদলোপমৌ। প্রিয়ো ভবতি সর্ব্বেষাং স্ত্রিষু রাজকুলেষু চ॥

যবচূর্ণ,, হরিদ্রা, গোমূত্র, ঘৃত শ্বেতসর্ষপ একত্র পেষণ করিয়া মুখে ম্রক্ষণ করিলে পদ্মের ন্যায় মুখকান্তি হয় এবং সেই পুরুষ স্ত্রীদিগের ও রাজকুলের প্রিয়পাত্র হয়॥

গোরোচনাং পদ্মপত্রং পেষয়েত্তিলকং কৃতং।
শনিবারে কৃতে যোগে বশীভবতি কামিনী॥

গোরাচনা ও পদ্মপত্র, পেষণ করিয়া শনিবারে কপালে তিলক করিলে স্ত্রী বশীভূতা হয়।

গৃহীত্বা মালতীপুষ্পং পট্টসূত্রেণ বর্ত্তিকা। ভৃগুবারে নৃকপালে এরণ্ডতৈলকজ্জলং কজ্জলং চাঞ্জয়েন্নেত্রং দৃষ্টিমাত্রং বশী ভবেৎ। বিনা মন্ত্রেণ সিদ্ধিঃ স্যান্নান্যথা শঙ্করোদিতং॥

মালতীপুষ্প ও পট্টসূত্রদ্বারা বর্ত্তিকা প্রস্তুত করিয়া এরণ্ডতৈলে প্রদীপ জ্বালিবে এই প্রদীপের শিখায় শুক্রবারে মনুষ্যের মস্তকের অস্থিতে কজ্জল পাত করিবে এই কজ্জলদ্বারা চক্ষু অঞ্জিত করিলে তাহাকে যে নারী দর্শন করিবে সেই নারী বশীভূতা হইবে।

মন্ত্রঃ। ওঁ নমঃ কামাক্ষ্যাদেবি অমুকীং মে বশং করী স্বাহা। অষ্টোত্তরশতজপেন সিদ্ধিঃ।

ওঁ নমঃ কামাখ্যাদেবি অমুকীং মে বশঙ্করী স্বাহা এই মন্ত্র অষ্টোত্তর-শতবার জপ করিলে সিদ্ধি হইবে; তৎপরে কার্য্য করা কর্ত্তব্য।

অপামার্গস্য কীলন্ত মূলমুৎসার্য্য ত্র্যঙ্গুলং। সপ্তাভিমন্ত্রিতং যস্য গৃহে ক্ষিপ্ত্বা বশীভবেৎ। ওঁ মদনকালদেবায় ফট্ স্বাহা। শতমষ্টোত্তরং জপ্ত্বা পূর্ব্বমেবাভবন্নরঃ। সিদ্ধো ভবতি তৎসত্যং তিলকং কুরুতে বশং॥

অপামার্গের মূল উত্তোলন করিয়া তাহার তিন অঙ্গুলিপরিমিত কীলক সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করিয়া যাহার গৃহমধ্যে নিক্ষেপ করা যায়, সেই ব্যক্তি বশ্য হইয়া থাকে। ওঁ মদন কামদেবায় ফট্ স্বাহা। এই মন্ত্র অষ্টো-ত্তরশতবার জপ করিয়া সিদ্ধ হইলে এই কার্য্য করিবে এবং অপামার্গের মূলদ্বারা কপালে তিলক করিলেও বশীকরণ হয়।

পুষ্যে রুদ্রজটামূলং মুখস্থং কারয়েদ্বুধঃ। তাম্বূলাদৌ প্রদাতব্যং বশ্যো ভবতি নিশ্চিতম্। তথৈব পাটলীমূলং তাম্বূলেন তু বশ্যকৃৎ॥

পুষ্যা নক্ষত্রে শিবজটার মূল উদ্ধৃত করিয়া মুখে রাখিবে। পরে ঐ মূল তাম্বূলের সহিত যে নারীকে দিবে, সেই নারী অবশ্য বশীভূতা হইবে, এইরূপ পারলীর মূল তাম্বূলের সহিত কোন কামিনীকে অর্পণ করিলে সেই কামিনী বশ্যা হয়।

পুষ্যে পুষ্পস্ত সংগৃহ্য ভরণ্যাং ফলকং তথা। শাখাঞ্চৈব বিশাখায়াং হস্তে পত্রং তথৈব চ। মূলে মূলং সমুদ্ধৃত্য কৃষ্ণোন্মত্তস্য তৎক্রমাৎ। পিষ্ট্বা কর্পূরসংযুক্তং কুঙ্কুমং রোচনং সমম্। তিলকং স্ত্রীবশং যাতি যদি সাক্ষাদরুন্ধতী॥

পুষ্যানক্ষত্রে পুষ্প, ভরণীনক্ষত্রে ফল, বিশাখা নক্ষত্রে শাখা, হস্তা-নক্ষত্রে পত্র, মূলা নক্ষত্রে মূল,—এইরূপে কৃষ্ণধুতুরার পুষ্প, ফল, শাখা, পত্র ও মূল উদ্ধৃত করিয়া ঐ সকল দ্রব্য একত্র কর্পূর, কুঙ্কুম ও গোরো-চনার সহিত সমভাগে পেষণ করিয়া যে ব্যক্তি কপালে তিলক করিবে, সেই ব্যক্তি যে স্ত্রীর প্রতি অভিলাষ করিবে, সেই স্ত্রী সাক্ষাৎ অরুন্ধতী-তুল্য হইলেও তাহার বশীভূত হইবে॥

কাকজঙ্ঘা বচা কুষ্ঠং শুক্রশোণিতমিশ্রিতম্। তদ্ধস্তে ভোজনে বালা শ্মশানে রোদতে সদা॥ ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় ওঁ চামুণ্ডে অমুকীং মে বশমানয় স্বাহা। উক্তযোগা-নাময়মেব মন্ত্রঃ॥

কাকজঙ্ঘা, বচ, কুড, স্বীয় শুক্র ও অভিলষিত কামিনীর শোণিত এই সকল একত্র করিয়া হস্তে বা ভোজন করিতে দিলে সেই কামিনী এইরূপ বশীভূত হয় যে, পুরুষ মরিলেও তাহার শ্মশানস্থানে গিয়া রোদন করে। ওঁ নমো ভগবতে ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা স্ত্রীবশীকরণের সমস্ত কার্য্য করিবে॥

প্রাতর্মুখস্ত প্রক্ষাল্য সপ্তবারাভিমন্ত্রিতম্। যস্য নাম্না পিবেত্তোয়ং সা স্ত্রী বশ্যা ভবেদ্ধ্রুবম্॥ ওঁ নমঃ ক্ষিপ্রকর্ম্মণি অমুকীং মে বশমানয় স্বাহা॥

প্রাতঃকালে মুখপ্রক্ষালন করিয়া সপ্তবার মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক যে স্ত্রীর নাম উল্লেখ করিয়া সপ্তগণ্ডূষ জল পান করিবে, সেই স্ত্রী নিশ্চয় বশ্যা হইবে। ওঁ নমঃ ক্ষিপ্রকর্ম্মণি অমুকীং মে বশমানয় স্বাহা, এই মন্ত্রদ্বারা জল পড়িয়া পান করিবে॥

কৃষ্ণাপরাজিতামূলং তাম্বুলেন সমাযুতম্। অবশ্যায়ৈ স্ত্রিয়ৈ দদ্যাৎ বশ্যা ভবতি নান্যথা। ওঁ হ্রূং স্বাহা। অনেনাভিমন্ত্র্য দদ্যাৎ।

কৃষ্ণ-অপরাজিতার মূল তাম্বুলের সহিত যে স্ত্রীকে দিবে, সেই স্ত্রী নিশ্চয় বশীভূতা হইবে। ইহার অন্যথা হইবে না। ওঁ হ্রূং স্বাহা, এই মন্ত্রে তাম্বূল অভিমন্ত্রিত করিয়া দিলেই কার্য্য সিদ্ধি হইবে।

সাধ্যসাধকনাম্না তু কৃত্বা সপ্তাভিমন্ত্রিতম্। দীয়তে কুসুমং যস্মৈ সা বশ্যা ভবতি ধ্রুবম্। সুসাধিতো হ্যয়ং মন্ত্র অবশ্যং ফলদায়কঃ। তস্মাদেতৎ প্রযত্নেন সাধয়েন্মন্ত্রমুত্তমম্॥ ওঁ হ্রুং স্বাহা॥

যাহাকে বশীভূতা করিতে হইবে, তাহার নাম ও যে ব্যক্তি বশীকরণ করিবে, তাহার নাম এই উভয় নাম উল্লেখপূর্ব্বক একটি পুষ্প সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করিয়া যে স্ত্রীর হস্তে দিবে, সেই স্ত্রী অবশ্য বশীভূতা হইবে। এই প্রকরণ সাধন করিলে নিশ্চয় কার্য্য সফল হয়। অতএব যত্নসহকারে এই কার্য্য করিবে। ওঁ হ্রুং স্বাহা এইমন্ত্রে পুষ্প পড়িয়া দিতে হইবে॥

বিশাখায়াস্তু বন্দাকং মঙ্গলস্য সমাহরং। হস্তে বদ্ধ তু কুরুতে বশতং বরযোষিতাম্। ওঁ পাতে বজ্রায় স্বাহা। অনেনাভিমন্ত্র্য বন্ধয়েৎ॥

বিশাখা নক্ষত্রে হরিদ্রা বৃক্ষের মূল আহরণ করিয়া হস্তে বন্ধন করিলে উত্তমা স্ত্রীকে বশীভূত করিতে পারে। ওঁ পাতে বজ্রায় স্বাহা এই মন্ত্রদ্বারা হরিদ্রার মূল অভিমন্ত্রিত করিয়া হস্তে বন্ধন করিতে হইবে॥

কৃষ্ণোৎপলং ময়ূরস্য চ পক্ষযুগ্মং মূলং তথা ভাগবতং শিতকাকজঙ্ঘয়া। যস্যাঃ শিরোগতমিদং বিহিতং বিচূর্ণং দাসী ভবেৎ ঝটিতি সা তরুণী নবীতম্॥

নীল উৎপল, দুইখানি ময়ূরের পাখা, ভাগবত মূল, শ্বেতবর্ণ কাকজঙ্ঘাবৃক্ষের মূল এই সকল চূর্ণ করিয়া যে স্ত্রীর মস্তকে দিবে সেই স্ত্রী দাসীর ন্যায় বশীভূতা হয়।

পুষ্যে রুদ্রজটামূলং মুখস্থং কারয়েদ্ বুধঃ।
তাম্বূলাদি প্রদাতব্যং বশ্যা ভবতি নিশ্চিতম্॥

পুষ্যা নক্ষত্রে শিবজটার মূল স্বয়ং মুখে ধারণ করিয়া ঐ মূল তাম্বুলের সহিত যে স্ত্রীকে দিবে, সেই স্ত্রী ঐ পুরুষের বশ্যা হইবে॥

তথৈব পাটলং মূলং তাম্বুলেন তু বশ্যকৃৎ। ত্রিপত্রভণ্টিকা মূলং পিষ্ট্বা গাত্রে তু সংক্ষিপেৎ। যস্যাঃ সা বশমায়াতি বিন্দুমাত্রেণ তৎক্ষণাৎ॥

পারলীর মূল তাম্বুলের সহিত দিলে বশীকরণ হয় এবং বিল্বপত্র ও তেঁতুলবৃক্ষের মূল একত্র পেষণ করিয়া যে স্ত্রীর গাত্রে প্রক্ষেপ করিবে সেই স্ত্রী তৎক্ষণাৎ বশীভূতা হইবে॥

নাগপুষ্পং প্রিয়ঙ্গুঞ্চ তগরং পদ্মকেশরম্। জটামাংসীং সমং নীত্ব চূর্ণয়েৎ মন্ত্রবিত্তমঃ।

সাঙ্গং ধূপয়েতে তেন ভজন্তে কামবৎ স্ত্রিয়ঃ॥ ওঁ মূলী মূলী মহামূলী সর্ব্বং সংক্ষোপয়েভ্যো-পত্রবেভ্যঃ স্বাহা॥ ধূপমন্ত্রঃ॥

নাগকেশর, প্রিয়ঙ্গু, তগর, পদ্মকেশর, জটামাংসী এই সকল সমভাগে লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক চূর্ণ করিবে। যে ব্যক্তি এই চূর্ণদ্বারা স্বীয় শরীরে ধূপ প্রদান করিবে, তাহাকে স্ত্রীগণ কামদেবের ন্যায় জ্ঞান করিয়া ভজনা করে। ওঁ মূলী মূলী ইত্যাদি মন্ত্রে ধূপ দিবে।

পানীয়স্যাঞ্জলীন্ সপ্ত দত্বা বিদ্যামিমাং জপেৎ। সালঙ্কারাং নরঃ কন্যাং লভতে নাত্র সংশয়ঃ। ওঁ বিশ্বাবসুর্নাম গন্ধর্ব্বঃ কন্যানামধিপতিঃ সুরূপাং সালঙ্কারাং দেহি মে নমস্তস্মৈ বিশ্বাবসবে স্বাহা।

সপ্ত অঞ্জলি জল প্রদান করিয়া ওঁ বিশ্বাবসু ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবে। এইরূপ জপে সালঙ্কারা কন্যা লাভ হয়॥

কন্যাগৃহে শালকাষ্ঠং ক্ষিপেদেকাদশাঙ্গুলম্। ঋক্ষে চ পূর্ব্বফল্গুণ্যাং যস্যাং কন্যাং প্রবচ্ছতি। গোরোচনাকুঙ্কুমাভ্যাং ভূর্জ্জে যস্যা নামাভিলিখ্য ঘৃতমধুমধ্যে স্থাপয়েৎ সা বশ্যা ভবতি॥

পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রে একাদশ অঙ্গুলি পরিমিত একখণ্ড শালকাষ্ঠ মন্ত্রপাট-পূর্ব্বক কন্যার গৃহে নিক্ষেপ করিলে সেই কন্যা বশীভূতা হয় এবং গোরো-চনা ও কুঙ্কুমদ্বারা যে স্ত্রীর নাম ভুর্জ্জপত্রে লিখিয়া ঘৃত ও মধু মধ্যে স্থাপন করিবে সেই স্ত্রী বশীভুতা হইবে।

পারাবতস্য হৃচ্চক্ষুঃ স্বরক্তং রোচনং তথা।
জিহ্বামলসমাযুক্তমঞ্জনে স্ত্রীবশীভবেৎ॥

পারাবতের হৃদয় ও চক্ষু এবং স্বীয় শরীরের রক্ত, গোরোচনা, জিহ্বার ময়লা এই সকল একত্রিত করিয়া অঞ্জন করিলে স্ত্রী বশীভূতা হয়।

রোচনং চিতিভস্মাপি নরতৈলং সশুক্রকং।
পিষ্টে পিষ্ট্বা প্রদাতব্যং সদ্যো বশ্যা পরস্ত্রিয়ঃ॥

গোরোচনা, চিতার ভস্ম, মনুষ্য তৈল এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া যে স্ত্রীকে প্রদান করা যায়, সেই স্ত্রী তৎক্ষণাৎ বশীভূতা হয়।

চিতিভস্ম বসা কুষ্ঠং তগরং কুঙ্কুমং সমং। চূর্ণং স্ত্রীশিরসি ক্ষিপ্ত্বা পুরুষস্য তু পাদয়োঃ। স্বদাসদাসতাং যাতি যাবজ্জীবং ন সংশয়ঃ ॥

চিতার ভস্ম, বসা (চর্ব্বি) কুড়, তগরকাষ্ঠ ও কুঙ্কুম এই সকল দ্রব সমপরিমাণে লইয়া চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ স্ত্রীর মস্তকে এবং পুরুষের পদে নিক্ষেপ করিলে সেই স্ত্রী ও সেই পুরুষ যাবজ্জীবন বশীকারকের দাস হইয়া থাকে।

উন্মত্তং মাতুলুঙ্গঞ্চ স্বরক্তং মলপঞ্চকং।
চেটিকা হৃদয়ঞ্চৈব ভক্ষে পানে স্ত্রীয়ো বশাঃ ॥

ধূস্তূর বীজ, ছোলঙ্গ নেবুর বীজ, জিহ্বামল, দন্তমল, চক্ষুঃমল কর্ণমল ও নাসামল, এই সকল একত্র করিয়া যে স্ত্রীকে ভক্ষণ করাইবে সেই স্ত্রী বশীভূতা হইয়া থাকে।

ত্রিংশৎ চনকবীজানি ষোড়শেন্দ্রযবাস্তথা। গোদন্তং নরদন্তঞ্চ পিষ্ট্বা তৈলেন লেপয়েৎ। ললাটে তিলকং কৃত্বা বশীকুর্য্যাত্তিলোত্তমাং ॥

ত্রিশটী ছোলা, ষোলটি ইন্দ্রযব, গোদন্ত ও নরদন্ত এই সকল তৈলের সহিত পেষণ করিয়া ললাটে তিলক করিবে, ইহাতে তিলোত্তমাকেও বশীভূতা করিতে পারা যায় অন্য স্ত্রীর আর কথা কি?

টঙ্কনং মধুযষ্টী চ রোচনং চিতিভস্ম চ।
কাকজিহ্বাসমং ক্ষৌদ্রং তিলকে স্ত্রীবশীভবেৎ ॥

সোহাগা, যষ্টিমধু, গোরোচনা, চিতার ভস্ম ও কাকজিহ্বা এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া একত্র মধুর সহিত তিলক করিলে স্ত্রীগণ বশীভূত হয়।

পুষ্যে পুষ্পঞ্চ সংগ্রাহ্যং ভরণ্যাস্তু ফলং তথা। শাখাঞ্চৈব বিশাখায়াং হস্তে পত্রং তথৈব চ। মূলে মূলং সমুদ্ধৃত্য কৃষ্ণোন্মত্তস্য চ ক্রমাৎ। পিষ্ট্বা কর্পূরসংযুক্তং কুঙ্কুমং রোচনং সমং। তিলকে স্ত্রী বশং যাতি যদি সাক্ষাদরুন্ধতী ॥

পুষ্যানক্ষত্রে কৃষ্ণধুস্তূরের পুষ্প, ভরণীনক্ষত্রে ফল, বিশাখানক্ষত্রে পত্র, মূলানক্ষত্রে মূল উদ্ধৃত করিয়া একত্র পেষণ করিয়া তাহার সহিত কুঙ্কুম, কর্পূর ও গোরোচনা মিশ্রিত করিয়া তিলক করিলে স্ত্রী বশীভূতা হয়, ইহাতে অরুন্ধতীও বশীভূতা হইয়া থাকেন।

কাকজঙ্ঘা বচা কুষ্ঠং বিল্বপত্রঞ্চ কুঙ্কুমং।
স্বরক্তসংযুতং ভালে তিলকং দারবশ্যকং॥

কাকজঙ্ঘা, বচ, কুড় বিল্বপত্র, কুঙ্কুম ও স্বীয়রক্ত একত্র করিয়া কপালে তিলক করিলে স্ত্রী বশীভূতা হয়।

কাকজঙ্ঘা বচা কুষ্ঠং শুক্রশোণিতসংযুতং।
দত্তে সা ভোজনে বালা শ্মশানে রুদতে সদা॥

কাকজঙ্ঘা, বচ, কুড়, * ও শোণিত এই সকল একত্র করিয়া যে স্ত্রীকে ভোজন করাইলে, সেই স্ত্রী এইরূপ বশীভূতা হয় যে, পুরুষের মৃত্যু হইলেও তাহার শ্মশানে গিয়া রোদন করিতে থাকে।

কর্লবিঙ্গশিরস্তুল্যং শ্বেতার্কস্য চ মূলকং।
মঞ্জিষ্ঠা খদিরং পানে দত্তে কান্তাং বশং নয়েৎ॥

চটক পক্ষীর মস্তক, শ্বেত আকন্দের মূল, মঞ্জিষ্ঠা ও খয়ের এই সকল যাহাকে পান করাইবে, সেই স্ত্রী বশীভূতা হয়।

সর্পত্বগ্বীজপূরঞ্চ তৈলমেরণ্ডজং সমং।
যোষিতামোহকৃদ্ধূপোরতিকালে প্রপূজয়েৎ॥

সর্পের খোলস, দাড়িম্বকাষ্ঠ ও এরণ্ডতৈল এই সকল সমপরিমাণে লইয়া ধূপপ্রদান করিলে স্ত্রী বশীভূতা হয়।

অশ্বিন্যাং গ্রাহয়েদ্ধীমান্ পলাশস্য চ ব্রধ্নকং।
করে বদ্ধা ভজেদ্যাস্তু নায়িকা বশগা ভবেৎ॥

অশ্বিনীনক্ষত্রে পলাশবৃক্ষের মূল সংগ্রহ করিয়া করে বন্ধন করিলে নায়িকা বশীভূতা হইয়া থাকে!

ওডুম্বরস্য ব্রধ্নস্তু মৃগশীর্ষে সমাহরেৎ।
হস্তে বদ্ধা স্পৃশেৎ কন্যাং সা বশ্যা ভবতি ক্ষণাৎ॥

যজ্ঞডুম্বরের মূল মৃগশিরা নক্ষত্রে আহরণ করিয়া হস্তে বন্ধন করিয়া যাহার অঙ্গে স্পর্শ করাইবে, সেই কামিনী বশীভূতা হয়।

শিরীষস্য ধনিষ্ঠায়াং ব্রধ্নমাদায় বন্ধয়েৎ।
করে বা ধাতকীব্রধ্নং স্বাতৌ রামাং বশং নয়েৎ।

ধনিষ্ঠানক্ষত্রে শিরীসবৃক্ষের মূল গ্রহণ করিয়া এবং স্বাতীনক্ষত্রে ধাতকী-মূল আনয়ন করিয়া, করে ধারণ করিলে নারীগণ বশীভূত হইয়া থাকে।

অশ্বিন্যাং গ্রাহয়েদ্ধীমান্ পলাশস্য চ ব্রধ্নকং ॥
করে বদ্ধা স্পৃশেদ্যাস্তু নায়িকাং সা বশা ভবেৎ ॥

অশ্বিনীনক্ষত্রে পলাশবৃক্ষের মূল গ্রহণ করিয়া স্বীয় করে ধারণপূর্ব্বক যে স্ত্রীকে স্পর্শ করাইবে, সেই স্ত্রী বশীভূতা হইয়া থাকে।

রেবত্যাং বটশুঙ্গঞ্চ হস্তে বদ্ধা বশং নয়েৎ।
মূলে বা বদরীব্রধ্নং ভোজনে স্ত্রী বশা ভবেৎ ॥

রেবতীনক্ষত্রে বটের কুঁড়ি আহরণ করিয়া হস্তে বন্ধন করিলে সকলকে বশীভূত করিতে পারে এবং মূলানক্ষত্রে বদরীমূল উত্তোলন করিয়া যে স্ত্রীকে ভোজন করাইবে, সেই স্ত্রী বশীভূতা হইবে।

স্বর্ণে তারপুষ্পমূলং ঘৃষ্ট্বা স্পৃষ্টে স্ত্রিয়োবশাঃ। এতান সর্ব্বপ্রয়োগাংশ্চ চণ্ডমন্ত্রেণ যোগয়েৎ। শতমষ্টোত্তরং জপ্ত্বা ততঃ সিদ্ধো ভবত্যলং ॥

স্বর্ণপাত্রে কুন্দবৃক্ষের মূল ঘর্ষণ করিয়া যে স্ত্রীর পৃষ্ঠদেশে দেওয়া যায়, সেই স্ত্রী নিশ্চয় বশীভূতা হইয়া থাকে। ইতিপূর্ব্বে যে সকল প্রক্রিয়া উক্ত হইল, তাহাতে চণ্ডমন্ত্র প্রয়োগ করিবে, অর্থাৎ প্রক্রিয়া করিবার পূর্ব্বে চণ্ডমন্ত্র অষ্টোত্তরশত জপ করিয়া সিদ্ধি হইলে তৎপরে কার্য্য করিবে।

মার্গশীর্ষে তু পূর্ণায়াং শিখিমূলং সমুদ্ধরেৎ। মন্ত্রেণ দাপয়েৎ স্ত্রীণাং ভোজনে স্ত্রীবশঙ্করং। মন্ত্রেণ চণ্ডমন্ত্রেণ ॥

অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমাতিথিতে অপামার্গের মূল উত্তোলন করিয়া যে স্ত্রীকে ভোজন করাইবে, সেই স্ত্রী বশীভূতা হইবে। এই কার্য্যেও চণ্ডমন্ত্র প্রয়োগ করিবে।

শ্বেতগুঞ্জাভবং মন্ত্রে মূলং পঞ্চমলান্বিতং।
ভক্ষ্যে পানে চ দাতব্যং বশ্যে বামাবশংকরম্ ॥

শ্বেত গুঞ্জার মূল এবং পঞ্চমল অর্থাৎ জিহ্বামল, দন্তমল, চক্ষুমল, কর্ণ-মল, ও নাসামল এই সকল একত্র করিয়া চণ্ডমন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক যে স্ত্রীকে ভোজন করান যায়, সেই স্ত্রী বশীভূতা হয় ॥

জিহ্বামলং দন্তমলং নাসাকর্ণমলং তথা। সুরাপানে প্রদাতব্যং বশীকরণমদ্ভুতং। ওঁ নমঃ শবারৈ নমঃ সবাস্থৈ চ অমুকীং মে বশমানয় স্বাহা ॥

স্বীয় জিহ্বামল, দন্তমল, নাসামল ও কর্ণমল এই সকল একত্র করিয়া ওঁ নমঃ সবায়ৈ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া সুরার সহিত যে স্ত্রীকে ভোজন করান যায়, সেই স্ত্রী নিশ্চয় বশীভূতা হইয়া থাকে।

বাট্যালকস্য মন্ত্রেণ পুষ্পং সপ্তাভিমন্ত্রিতং। ফলং বা দীয়তে বৈশ্যে সমাধ্বস্তকরং পরং। ওঁ নমো বাচাট পথ পথ হিটি দ্রাবহি স্বাহা ॥

ওঁ নমো বাচাট ইত্যাদি মন্ত্রে সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করিয়া বেড়েলার মূল অথবা ফল আহরণপূর্ব্বক যে স্ত্রীকে দেওয়া যায়, সেই স্ত্রী অবশ্য বশীভূতা হয়।

অপামার্গস্য মধ্যে তু চতুরঙ্গুলকীলকং। সপ্তাভিমন্ত্রিতং গ্রাহ্যং ক্ষিপেদ্বেশ্যাগৃহে বশা। ওঁ দ্রাবিণী স্বাহা ওঁ হমিলে স্বাহা ॥

অপামার্গ বৃক্ষের মধ্যভাগের চতুরঙ্গুলপরিমিত কাষ্ঠ ওঁ দ্রাবিণি স্বাহা ইত্যাদি মন্ত্রে সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করিয়া বেশ্যাগৃহে নিক্ষেপ করিলে সেই বেশ্যা বশীভূতা হয়।

উলূকনেত্রমাংসঞ্চ চন্দনঞ্চৈব রোচনং। কুঙ্কুমং মৎস্যতৈলঞ্চ দেহাভ্যঙ্গাদ্বশাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ওঁ হ্রীঁ হ্রী প্রং প্রং ফট্ নমঃ ॥

পেঁচকের চক্ষু ও মাংস, রক্তচন্দন, গোরোচনা, কুঙ্কুম এবং মৎস্যতৈল এই সকল একত্র করিয়া ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ ইত্যাদি মন্ত্রে স্বীয়শরীরে অভ্যঙ্গ করিলে স্ত্রীগণ বশীভূত করিতে পারে।

বিধিনা কৃকলাসস্য পাদং সংগৃহ্য দক্ষিণং। বেষ্টনে * * কালে তু মুখস্থং নায়িকা বশাঃ। তস্যৈব বামনেত্রেণ মধুতৈলেন চাঞ্জয়েৎ। তাং পশ্যতি নরোমত্তাং বামা সা তৎক্ষণাদ্বশা। ওঁ আনন্দ ব্রহ্মা স্বাহা ওঁ হ্রীং ক্লীং প্রাঃ কালি কপালি স্বাহা ॥

একটি কৃকলাসের দক্ষিণ পদ আনিয়া মুখে ধারণপূর্ব্বক যে, স্ত্রীর সহিত * * করিবে, সেই স্ত্রী বশীভূতা হইবে এবং কৃকলাসের বামনেত্র, মধু ও তৈল এই সকল একত্র করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন প্রদান পূর্ব্বক যে স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে, সেই স্ত্রী বশীভূতা হইবে। এই প্রক্রিয়াতে ওঁ আনন্দ ব্রহ্মা স্বাহা ইত্যাতি মন্ত্রে কার্য্য করিতে হইবে।

তৈস্তৈব দক্ষনেত্রঞ্চ সৌবীরং মধুনা সহ। অক্তিতাক্ষস্তু সা বশ্যা যা স্ত্রী রূপাভিগর্ব্বিতা ওঁ পুজিতায় স্বাহা ॥

কৃকলাসের দক্ষিণ চক্ষু, কাঁজি ও মধু, এই সকল একত্রে করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন প্রদানপূর্ব্বক যে স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে, সেই স্ত্রী বশীভূতা হইবে। এই প্রক্রিয়াতে ওঁ পূজিতায় স্বাহা এই মন্ত্রে কার্য্য করিবে।

ত্রিসন্ধ্যন্তু জপেন্মন্ত্রং সপ্তাহন্তু শতং শতং। সপ্তাহাৎ কামিনী মাসাম্মোহয়ত্যেব দর্শনাৎ। ওঁ নমঃ কামদেবায় সহকল সদদল সহযম সহালিমেবহ্রে ধুনন জনং মম দর্শনং উৎকণ্ঠিতং কুরু কুরু দক্ষদণ্ডধর কুসুমং বাণেন হন হন স্বাহা ॥

ওঁ নমঃ কামদেবায় ইত্যাদি মন্ত্র ত্রিসন্ধ্যা একশত করিয়া জপ করিবে, এইরূপে সপ্তাহ জপ করিলে যে নারী তাহাকে দর্শন করিবে, সেই নারী বশীভূতা হইবে ॥

কামাক্রান্তেন চিত্তেন নাম্না মন্ত্রং জপেন্নিশি। অবশ্যং কুরুতে বশ্যং প্রসন্নো বিশ্বচেটকঃ। ওঁ সহবল্লীং বল্লীং করবল্লীং কামপিশাচ অমুকীং কামং গ্রাহয় স্বপ্নেন মম রূপেণ নখৈর্ব্বিদারয় দ্রাবয় স্বেদেন বন্ধয় শ্রীঁ ফট্ ॥

রাত্রিকালে কামাক্রান্তচিত্তে যাহার নাম উল্লেখ করিয়া ওঁ সহবল্লীং ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবে, সেই ব্যক্তি অবশ্য বশীভূত হইবে।

চণ্ডমন্ত্রেণ হোমানি বশ্যার্থে কারয়েৎ সুধীঃ।
পূর্ব্বমেবাযুতে জপ্তে সিদ্ধিঃ স্যাদ্বশ্যকারকঃ ॥

বশীকরণ কার্য্যে চণ্ডমন্ত্রে কার্য্য করিতে হইবে। পূর্ব্বে দশসহস্র মন্ত্র জপ করিয়া পশ্চাৎ বশীকরণ কার্য্য করিবে। এইরূপে কার্য্য করিলে নিশ্চয় সিদ্ধি হইয়া থাকে।

লবণং তিলসংযুক্তং ক্ষীরমধ্বাজ্যসংযুতং।
সপ্তাহাদ্রূপহীনোঽপি বশীকুর্য্যাত্তিলোত্তমাং ॥

লবণ, তিল, দুগ্ধ, মধু, ও ঘৃত এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া সপ্তাহ পর্য্যন্ত হোম করিলে রূপহীন ব্যক্তিও তিলোত্তমাকে বশীভূত করিতে পারে।

রাজিকা লবণং ক্ষীরমধ্বাজ্যোন্মিশ্রিতং হুতং।
সপ্তাহেন বশং যাতি যা রামা রূপগর্ব্বিতা ॥

সর্ষপ, লবণ, দুগ্ধ, মধু, ঘৃত এই সকল একত্র করিয়া সপ্তাহপর্য্যন্ত হোম করিলে রূপগর্ব্বিতা নারীকেও বশীভূতা করিতে পারে।

অষ্টোত্তরশতং কাষ্ঠমেরণ্ডং চতুরঙ্গুলং। লবণং কটুতৈলঞ্চ ত্রিভিরেকত্র হোময়েৎ। অষ্টোত্তরশতং হুত্বা যন্নাম্না সা বশা ভবেৎ ॥

চতুরঙ্গুল পরিমিত এরণ্ডকাষ্ঠদ্বারা মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক কটুতৈল ও লবণের সহিত অষ্টোত্তরশত হোম করিবে, হোমকালে মন্ত্রে যাহার নাম উল্লেখ থাকিবে, সেই ব্যক্তি বশীভূত হইবে ॥

মহানিম্বস্য পুষ্পাণি ঘৃতেন সহ হোময়েৎ। সপ্তরাত্রে বশং যাতি যদি রামা মনোরমা। ওঁ হ্রীঁ রক্তচামুণ্ডে তুরু তুরু অমুকীং মে বশমানয় স্বাহা ॥

মহানিম্বের পুষ্প ঘৃত মিশ্রিত করিয়া প্রতিদিন অষ্টোত্তরশত হোম করিবে, এইরূপ সপ্তাহ হোম করিলে মনোরমা নারী বশীভূতা হয়। পূর্ব্বে যে সকল হোমের বিধান লিখিত হইল, তাহাতে ওঁ হ্রীঁ রক্তচামুণ্ডে ইত্যাদি মন্ত্রে কার্য্য করিবে।

গোমুণ্ডত্রিতয়ে চুল্যং কৃত্বা পশ্চান্নৃমুণ্ডকে। পাত্রে শালিস্তু তল্লাজাং চূর্ণয়েত্তদ্বহির্গতান্। পাত্রস্থন্তু পৃথক্চূর্ণং মূর্দ্ধ্নি ক্ষিপ্তে বশাঃ স্ত্রিয়ঃ। অন্তর্গতেন চূর্ণেন ক্ষিপ্তং বশ্যং নিবর্ত্ততে। সিদ্ধিযোগোহয়ংখ্যাতো বিনা মন্ত্রেণ সিদ্ধিদঃ ॥

তিনটি গোমুণ্ড আনিয়া তাহাদ্বারা চুল্লী প্রস্তুত করিয়া তাহাতে মনুষ্য-মস্তকের খুলীতে ধান দিয়া খৈ ভাজিবে। যে সকল খৈ খুলী হইতে বাহিরে পড়িবে, তাহা চূর্ণ করিয়া এক স্থানে রাখিবে এবং খুলীর মধ্যস্থিত খৈ চূর্ণ করিয়া অন্য একস্থানে সংস্থাপন করিবে। পরে বহির্গত খৈচূর্ণ যে স্ত্রীর মস্তকে দিবে, সেই স্ত্রী বশীভূতা হইবে এবং মধ্যগত খৈচূর্ণদ্বারা বশীকরণ নিবৃত্তি হয়। এই যোগে বিনামন্ত্রে কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে।

গর্দ্দভস্য শিরোমজ্জা পূরয়েন্নরপাত্রকে। ভৃঙ্গরাজরসৈর্ভাব্যা বর্ত্তিঃ কার্পাসতন্তুনা। সপ্তবারন্তু সা শুষ্কা মজ্জা পাত্রে প্রদীপ্যতে। কজ্জলং নরপাত্রে তু শনিবারে সমুদ্ধরেৎ। তেনাঞ্জয়েদ্বশীকুর্য্যাৎ কামিনীস্তু বিলোকনাৎ ॥

মনুষ্যমস্তকের মধ্যভাগ গর্দ্দভের মস্তকমধ্যগত মজ্জাদ্বারা পূর্ণ করিয়া তাহাতে ভৃঙ্গরাজের রসদ্বারা সপ্তাহপর্য্যন্ত ভাবনা দিবে ও শুষ্ক করিবে, অনন্তর কার্পাসতুলার শলিতা করিয়া ঐ মজ্জা পাত্রে দিয়া প্রদীপ জ্বালিবে

শনিবারে এই প্রদীপের শিথায় নরকপালে কজ্জলপাত করিয়া সেই কজ্জল-দ্বারা চক্ষু অঞ্জিত করিয়া যে নারীকে দর্শন করিবে, সেই নারী বশীভূতা হইয়া থাকে।

শিলা তালং স্ববীর্য্যঞ্চ অঙ্কোলতৈলমিশ্রিতং।
গজগণ্ডমদোন্মিশ্রং তিলকং স্ত্রীবশঙ্করং॥

মনঃশিলা, হরিতাল, স্বীয়বীর্য্য, আকোঁড়ফলের তৈল এবং হস্তীর গণ্ডের মদ এই সকল একত্রে মিশ্রিত করিয়া কপালে তিলক করিলে স্ত্রী বশীভূতা হইয়া থাকে।

মনঃশিলা প্রিয়ঙ্গুঞ্চ নাগকেশররোচনং।
অঞ্জিতাক্ষো নরো রামাং বশীকুর্য্যান্মনোরমাং॥

মনঃশিলা, প্রিয়ঙ্গু, নাগকেশরপুষ্প ও গোরোচনা এই সকল একত্র করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন করিলে মনোরমা কামিনীকে বশীভূত করিতে পারা যায়।

প্রিয়ঙ্গুঞ্চ বচা পত্রং রোচনাঞ্জনচন্দনং।
অঞ্জিতাক্ষো নরো রামাং দৃষ্ট্বা মোহয়তি ধ্রুবং॥

প্রিয়ঙ্গু, বচ, তেজপত্র, গোরোচনা, রসাঞ্জন ও রক্তচন্দন এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন করত যাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে, সেই নারী বশীভূতা হইবে॥

সোমরাজী রবেমূলং মূলং বা চক্রমর্দ্দজং।
কটিস্থং নরনার্য্যো বা পরস্পরবশঙ্করং॥

সোমরাজী, আকন্দমূল, অথবা চাকুন্দীয়ামূল কটীতে ধারণ করিলে স্ত্রী ও পুরুষ বশীভূত হইয়া থাকে॥

কৃষ্ণাষ্টমীচতুর্দ্দশ্যাং পীতধুস্তূরমূলকং। হেমতারপুটীকুষ্ঠং দেবদারুসমং সমং। চূর্ণং স্ত্রীণাং শিরঃক্ষিপ্তং পুংসো বাথ বশঙ্করং॥

কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী কিম্বা চতুর্দ্দশীতে উদ্ধৃত পীতধুতুরার মূল, কুড় ও দেবদারু এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া চূর্ণ করিবে, এইচূর্ণ স্ত্রীর কিম্বা পুরুষের মস্তকে নিক্ষেপ করিলে বশীকরণ হইয়া থাকে।

জলেন সহ ঘৃষ্টা তু সৌধামলকমঞ্জয়েৎ।
তিলকে বা কৃতে বশ্যং কুর্য্যাৎ স্ত্রীমণ্ডলং ক্ষণাৎ॥

জলের সহিত আমলকীবৃক্ষের মূল ঘর্ষণ করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন কিম্বা কপালে তিলক করিলে তৎক্ষণাৎ স্ত্রী অথবা পুরুষকে বশীভূত করিতে পারে॥

ইন্দ্রবারুণিকা-মূলং পুষ্যে নগ্নঃ সমুদ্ধরেৎ। কটুত্রয়ৈর্গবাং ক্ষীরৈঃ পিষ্টা তদ্বটকীকৃতং। চন্দনেন সমাযুক্তং তিলকং স্ত্রীবশং করং॥

রাখালশশার মূল পুষ্যানক্ষত্রে নগ্ন হইয়া উত্তোলন করিবে, পরে ঐ মূলের সহিত মরিচ, পিপ্পলী ও শুঁঠ এই সকল দ্রব্য গব্যদুগ্ধে একত্রে পেষণ করিয়া বটীকা করিবে। এই বটীকা ঘসিয়া রক্তচন্দনের সহিত কপালে তিলক করিলে স্ত্রীগণকে বশীভূত করিতে পারে।

বর্দ্ধটত্রগ্রবং স্বাত্যাং বদর্য্যাস্বনুরাধয়া।
ভূজং বা ধারয়েদ্ধস্তে পৃথক্ স্ত্রীবশ্যকারকৌ॥

স্বাতীনক্ষত্রে বড়বটীর মূল এবং অনুরাধা নক্ষত্রে বদরীমূল উদ্ধৃত করিয়া হস্তে ধারণ করিলে স্ত্রীগণকে বশীভূত করিতে পারা যায়।

উর্দ্ধপুষ্পী অধঃপুষ্পী লজ্জাগুগিরিকর্ণিকা। সপ্তাহং ভাবয়েচ্ছুক্রে পঞ্চাঙ্গমলসংযুতে। খানে পানে প্রদাতব্যং নারীবশ্যকরং পরং॥

উর্দ্ধপুষ্পী, অধঃপুষ্পী, (স্বনামপ্রসিদ্ধ দেশ-বিশেষজাত ঔষধি বিশেষ) লজ্জাবতী ও অপরাজিতা এই সকল বৃক্ষের পুষ্প আনিয়া সপ্তাহ পর্য্যন্ত স্বীয় * ভাবনা দিবে, পরে তাহার সহিত জিহ্বামল, দন্তমল, কর্ণমল ও নাসামল এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া যে নারীকে ভক্ষ্যদ্রব্য অথবা পানীয় জলের সহিত ভক্ষণ করাইবে, সেই নারীকে বশীভূত করিতে পারে॥

শ্বেতার্কং লাঙ্গলী বচা লজ্জালী বিষমুষ্টিকা। তুল্যং তুল্যং প্রচূর্ণ্যাথ শুনঃ স্তনপয়ঃপ্লুতং। ধুস্তূরফলমধ্যস্থমেকীকৃত্য প্রযোজয়েৎ। কামবাণমিদং খ্যাতং ভোজনে স্ত্রীবশঙ্করং। উক্তানাং সর্ব্বযোগানাং চণ্ডমন্ত্রেণ মন্ত্রণং। সিদ্ধিস্তি নাত্রসন্দেহঃ পূর্ব্বমেবাযুতে কিল॥

শ্বেত আকন্দ, লাঙ্গলীয়া, বচ এবং লজ্জাবতীমূল এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে চূর্ণ করিয়া কুক্কুরের দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিবে, পরে এই ঔষধ ধুতুরাফলের মধ্যে রাখিবে এই ঔষধ কামবাণস্বরূপ। যে স্ত্রীকে

এই ঔষধ দিবে সেই স্ত্রী বশীভূতা হইবে। পূর্ব্বোক্ত যোগ সকলে চণ্ডমন্ত্র প্রয়োগ করিবে। প্রথমে দশসহস্র চণ্ডমন্ত্র জপ করিয়া পরে কার্য্য করিলে নিশ্চয়ই সিদ্ধি হইয়া থাকে ॥

পানীয়স্যাঞ্জলীন্ সপ্ত দত্বা বিদ্যামিমাং জপেৎ॥ সালঙ্কারাং নরঃ কন্যাং লভতে মাসমাত্রতঃ। ওঁ বিশ্বাবসুর্নাম গন্ধর্ব্বঃ কণ্যাকানামধিপতিঃ সুরূপাং সালঙ্কারাং দেহি মে নমস্তস্মৈ বিশ্বাবসবে স্বাহা॥

সপ্তবার জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া ও বিশ্বাবসুর্নাম গন্ধর্ব্ব ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবে, এইরূপ একমাস জপ করিলে অভিলষিত কন্যা লাভ হয়। সি

উড্ডীশ।

ওঁ ক্লীং নমঃ। মন্ত্রেণানেন দেবেশি সপ্তাহং জপমাচরেৎ। রক্তবস্ত্রাবৃতা দেবী কুঙ্কুমাদিভিরর্চ্চিতা। সপ্তাহং জপমানস্তু আনয়েত্রিদশাঙ্গনাম্॥ ওঁ ক্রাং ক্রীং অঁঃ ক্লীং স্বাহা॥ ভুবনৈশ্বর্য্যাঃ পূর্ব্ববিধানেনাযুতং জপেৎ। একান্তস্থিত আকর্ষয়তি সশৈশবঃ সযৌবনাঃ সদলঙ্কারাঃ স্ত্রীঃ॥

ওঁ ক্লীং নমঃ। এই মন্ত্র সপ্তাহ জপ করিবে এবং এই মন্ত্রদ্বারা

রক্তবস্ত্রাবৃতা দেবীকে কুঙ্কুমাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। এই রূপে সপ্তাহ জপ করিলে ত্রিদশদিগের (দেবতাদিগের) অঙ্গনাকেও বশীভূত করিতে পারা যায়।

ওঁ ক্রাং ক্রীং আং ক্লীং স্বাহা! এই ভুবনেশ্বরীর মন্ত্র পূর্ব্ববিধানানুসারে অর্থাৎ উপরোক্ত পূজা করিয়া দশহাজার জপ করিলে সযৌবনা ও সালঙ্কারা স্ত্রীকে আনাযায়॥

ওঁ গোমধী গোমুখী অধঃসহ অযুতডাকিনী সভাগোপাঙ্গভূম্মৌ গচ্ছতু স্বাহা। অনেন রক্তকরবীরং ক্ষৌদ্রযুতং হুনেৎ বশকামঃ, লবণং হুনেৎ উন্মত্তাকৃষ্টিকামঃ, মধ্বাজ্যযুক্তং বিল্বপত্রং হুনেৎ প্রজাবৃদ্ধিকামঃ, জাতিপুষ্পং হুনেৎ অভিচারকর্ম্মনর্ম্মঃ, মহামাংসং ঘৃতযুক্তং হুনেৎ স্ত্রিয়মাকর্ষয়তি মহাধনপতিশ্চ ভবতি।

ওঁ গৌমধী গোমুখী অধঃসহ অযুত ডাকিনী সভাগোপঙ্গভূম্মৌ গচ্ছতু স্বাহা। এইমন্ত্রদ্বারা বশীকরণ কামনা করিয়া মধুমিশ্রিত করবীর পুষ্পে হোম করিবে। উন্মত্তের আকর্ষণ কামনা করিয়া লবণদ্বারা হোম করিবে। প্রজাবৃদ্ধি কামনায় মধুমিশ্রিত বিল্বপত্রের দ্বারা হোম করিবে। অভিচার কর্ম্মের জন্য জাতিপুষ্পদ্বারা হোম করিবে এবং ঘৃতযুক্ত মহামাংস দ্বারা হোম করিলে স্ত্রীলোককে আকর্ষণ করিতে পারিবে এবং মহাধনপতি হইবে।

ওঁ হ্রীঁ ক্লীঁ হুঁ অমুকং ঠ ঠঃ। অনেন সিদ্ধিকাষ্ঠময়ং কীলকং নবাঙ্গুলং সহস্রণাভিমন্ত্রিতং যস্য গৃহে নাম্না স্বগৃহে বা নিখনেৎ স বশ্যো ভবতি॥

ওঁ হ্রীঁ ক্লীঁ হুঁ অমুকং ঠ ঠঃ। সিদ্ধিকাষ্ঠদ্বারা নির্ম্মিত অষ্টাঙ্গুল পরিমিত কীলক অর্থাৎ কাঠির উপরে যাহার নামে উক্তমন্ত্র সহস্রবার জপ করিয়া যাহার ঘরের মধ্যে পুতিয়া রাখিবে সেইব্যক্তি বশ্য হইবে॥

ওঁ মাং অমুকং স্বাহা। অনেন উষ্ট্রকাস্থিময়ং কীলকং সপ্তাঙ্গুলং সহস্রাভিমন্ত্রিতং যস্য গৃহে নিখনেৎ স বশ্যো ভবতি।

সপ্তাঙ্গুল পরিমিত উটের হাড় লইয়া তাহার উপরে ওঁ মাং অমুকং স্বাহা। এইমন্ত্র সহস্রবার জপ করিয়া যাহার গৃহে পুতিয়া রাখিবে সেই লোক বশ্য হইবে॥

ওঁ কামাতুরা কামমেখলা বিলাসিনী নবমী অমুকং বশং কুরু ক্লীং নমঃ। অনেন স্বয়ং মধ্বাসবং সপ্তাভিমন্ত্রিতং ভুঞ্জীত সপ্তমে দিবসে স্ত্রী বা পুরুষো বাপি শতং দদাতি ধনং।

ওঁ কামাতুরা কামমেখলা বিলাসিনী নবমী অমুকং বশং কুরু ক্লীং নমঃ। এইমন্ত্র সাতবার পাঠ করিয়া মধু হইতে উৎপন্ন মদ্য স্বয়ং ভোজন করিলে ধনী স্ত্রী বা পুরুষ বশীভূত হইবে এবং শতপরিমিত ধন প্রদান করিবে॥

ওঁ রক্তচামুণ্ডে অমুকং মে বশমানয় স্বাহা। ওঁ হ্রীঁ হ্রৌঁ হুঁ ফট্। অযুতজপাৎ সিদ্ধিঃ॥

ওঁ রক্তচামুণ্ডে অমুকং মে বশমানয় স্বাহা। এইমন্ত্র যাহাকে বশীভূত করিতে হইবে তাহার নাম উল্লেখ করিয়া দশ হাজার জপ করিলে সে অবশ্য বশীভূত হইবে॥

ওঁ হ্রীঁ হ্রৌঁ হুং ফট্। এই মন্ত্র ও ঐরূপ দশ হাজারজপ করিলে সিদ্ধ হইবে উক্তমন্ত্র যাহার নাম উল্লেখ করিয়া জপ করিবে সেইব্যক্তি বশীভূত হইবে॥

প্রাতর্ম্মুখস্ত প্রক্ষাল্য সপ্তবারাভিমন্ত্রিতং। যস্য নাম্না পিবেত্তোয়ং সা বশ্যা ভবতি ধ্রুবম্। ওঁ ক্ষিপ্রকামিনী অমুকীং মে বশমানয় স্বাহা। শ্বেতাপরাজিতামূলং তাম্বূলেন সমন্বিতম্। অবশ্যায়ৈ স্ত্রিয়ৈ দদ্যাদ্বশ্যা ভবতি নান্যথা। ওঁ হ্রীঁ স্বাহা। অনেন মন্ত্রেণ দদ্যাৎ।

সাধ্যসাধকনামাত্তু কৃত্বা সপ্তাভিমন্ত্রিতম্। দীয়তে কুসুমং তস্যৈ সা বশ্যা ভবতি ধ্রুবম্॥ সুসাধিতোঽ হ্যয়ং মন্ত্রো স্ত্রী বশ্যা ভবতি ধ্রুবম্। সুসাধিতো মন্ত্রো হ্যয়ং নিশ্চিতং ফলদায়কঃ॥ তস্মাদেতৎ প্রযত্নেন সাধয়েন্মন্ত্রমুত্তমম্। ওঁ ক্রীঁ স্বাহা।

প্রাতঃকালে মুখপ্রক্ষালন করিয়া অভিলষিতা স্ত্রীর নাম উল্লেখ করিয়া এক গণ্ডূষ জল গ্রহণ করিবে, পরে তাহার উপরে "ওঁ ক্ষিপ্রকামিনী অমুকীং (উদ্দেশ্য স্ত্রীর নাম উল্লেখ করিবে) মে বশমানয় স্বাহা" এই মন্ত্র সাতবার পাঠ করিয়া ঐ গণ্ডূষ জল পান করিবে, এইরূপে প্রত্যহ সাতগণ্ডূষ জল পান করিলে অভিলষিত স্ত্রী বশীভূত হইবে॥

শ্বেত অপরাজিতার মূল পানের সহিত "ওঁ হ্রীং স্বাহা" এইমন্ত্র পাঠ-করিয়া অবশীভূতা কামিনীকে প্রদান করিলে, সেই স্ত্রী নিশ্চয়ই বশীভূতা হইবে॥

ওঁ কামাতুরা কামময়া কামযাপিনী অমুকং বশং কুরু কুরু। হ্রীং নমঃ। অনেন মন্ত্রেণ স্বীয়মাসনং সপ্তধাভিমন্ত্র্য ভুঞ্জীত সপ্তমদিবসে স্ত্রী বা পুরুষো বা বশং যাতি॥

ওঁ কামাতুরা কামময়া কামযাপিনী অমুকং বশং কুরু কুরু। হ্রীঁ নমঃ। এই মন্ত্র নিজের আসনের উপর সাতবার জপ করিয়া ঐ আসনে বসিয়া ভোজন করিবে। এইরূপ সাতদিবস যাহাকে অভিলাষ করিয়া ভোজন করিবে সেই স্ত্রী বা পুরুষ বশীভূত হইবে।

ওঁ হ্রীং অমুকীং বশমানয় প্রযচ্ছ প্রযচ্ছ ঠঃ ঠঃ। অনেন পাটকীকাষ্ঠময়ং পঞ্চাঙ্গুলকীলকং সহস্রাভিমন্ত্রিতং যস্যা নাম্না দেবতালয়ে নিখনেৎ তাং কন্যাং লভতে॥

পাঁচ অঙ্গুলি পরিমিত পাটকী কাষ্ঠের কীলক প্রস্তুত করিয়া তাহার উপরে "ওঁ হ্রীং অমুকীং বশমানয় প্রযচ্ছ প্রযচ্ছ ঠঃ ঠঃ"। এইমন্ত্র যাহার নাম উল্লেখ করিয়া হাজার বার জপ করিবে, পরে ঐ কীলক অভিলষিত কন্যার নামে দেবালয়ে পুঁতিয়া রাখিলে উক্ত কন্যা লাভ করিতে পারিবে॥

ওঁ হ্রীং হ্রীং নমঃ ॥ অনেন সপ্তাহমাসনে জপ্ত্বা ভোজনাদ্বশীকরণং।

ওঁ হ্রীং হ্রীং নমঃ। আসনে বসিয়া এইমন্ত্র জপ করিয়া আহার করিবে, এইরূপ সাত দিন ভোজন করিলে উদ্দেশ্য ব্যক্তি বশীভুত হইবে।

গোদন্তং হরিতালঞ্চ সংযুক্তং কাকজিহ্বয়া।
চূর্ণং কৃত্বা যস্য মূর্দ্ধ্নি দত্বা স বৈ বশী ভবেৎ ॥

গোদন্ত, হরিতাল ও কাকজিহ্বা একত্রে চূর্ণ করিয়া যাহার মস্তকে ফেলিয়া দিবে সেইব্যক্তি বশীভুত হইবে।

ওঁ চামুণ্ডে জয় জয় স্তম্ভয় মোহয় মোহয় সর্ব্বসত্বান্ নমঃ স্বাহা। অনেন মন্ত্রেণ পুষ্পমভিমন্ত্রিত যস্মৈ দীয়তে স বশ্যো ভবতি ॥

"ওঁ চামুণ্ডে জয় জয় স্তম্ভয় স্তম্ভয় মোহয় মোহয় সর্ব্ব সত্ত্বান্ নমঃ স্বাহা" এই মন্ত্র পুষ্পে পড়িয়া যাহাকে দিবে সে বশ্য হইবে।

ওঁ বশ্যমুখি ভবতি স্বাহা। ওঁ বশ্যমুখি রাজমুখি স্বাহা। অনেন মন্ত্রেণ সপ্তধা মুখং প্রক্ষালয়েৎ। সর্ব্বে জনা বশ্যা ভবন্তি।

"ওঁ বশ্যমুখি ভবতি স্বাহা" এই মন্ত্র দ্বারা সাতবার মুখ প্রক্ষালন করিয়া যাহাকে দেখিবে সে বশ্য হইবে।

"ওঁ রাজমুখি বশ্যমুখি স্বাহা" এই মন্ত্রদ্বারাও পূর্ব্বরূপ কার্য্য করিলে অভীষ্টসিদ্ধিলাভ হইবে।

রাজমুখি বশ্যমুখি স্বাহা। অনেন বামহস্তে তৈলং সংস্থাপ্য ত্রিধাভিমন্ত্র্য পুনর্ব্বি. পঠিত্বা মুখে কেশাদৌ বিলেপয়েৎ। প্রাতঃকালে শয্যায়াং স্থিত্বা সর্ব্বে বশ্যা ভবন্তি। ব্যাঘ্রোঽপি ন খ.৭তি।

প্রাতঃকালে বিছানায় বসিয়া বামহস্তে তৈল রাখিয়া তাহার উপর "রাজমুখি বশ্যমুখি স্বাহা" এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করিবে, পরে পুনর্ব্বার উক্ত মন্ত্র তিনবার পড়িয়া ঐ তৈল মুখ ও কেশাদিতে মর্দ্দন করিবে, পরে যাহাকে দেখিবে সেই ব্যক্তি বশীভূত হইবে। এমন কি ব্যাঘ্র পর্য্যন্ত তাহাকে দেখিয়া বশীভূত হইবে।

শ্বেতাপরাজিতামূলং চন্দ্রগ্রস্তে সমুদ্ধৃতং। অজিতা ক্ষৌমবস্ত্রেণ বশীকুর্য্যাৎ জগত্রয়ম্॥

শ্বেত অপরাজিতার মূল চন্দ্রগ্রহণের সময় উঠাইয়া রক্তবস্ত্রদ্বারা বেষ্টন করিয়া ধারণ করিলে ত্রিজগৎ বশীভূত হয়।

তন্মূলং রোচনাযুক্তং তিলকেন জগদ্বশম্॥ শিলারোচনা তন্মূলং বারিণা তিলকে কৃতে। সম্ভাষণেন সর্ব্বেষাং বশীকরণমুত্তমম্॥ স্বর্ণেন বেষ্টিতং কৃত্বা তেনৈব তিলকে কৃতে দৃষ্টিমাত্রং বশং যাতি নারী বা পুরুষোঽপি বা॥

শ্বেত অপরাজিতার মূল গোরোচনার সহিত পেষণ করিয়া তিলক করিলে জগৎ বশীভূত হয়।

মনঃশিলা, গোরোচনা ও শ্বেত অপরাজিতামূল জলে পেষণ করিয়া তিলক করিবে, পরে যাহার যাহার সহিত কথা বলিবে সেই সকল লোক বশীভূত হইবে।

স্বর্ণপাতে বেষ্টন করিয়া পূর্ব্বোক্ত বস্তু সকলদ্বারা তিলক করিলে দৃষ্টিমাত্র স্ত্রী বা পুরুষ সকলেই বশ্য হয়।

গ্রাহ্যং শুক্লত্রয়োদশ্যাং শ্বেতগুঞ্জীরমূলকং। স্বর্ণেন বেষ্টিতং কৃত্বা তেন ত্রৈলোক্যবশ্যকৃৎ॥ দৃষ্টি-.,ত্রং বশং যাতি নারী বা পুরুষোঽপি বা॥

শুক্ল ত্রয়োদশীতে শ্বেত গুঞ্জার মূল উদ্ধৃত করিয়া স্বর্ণপাত বেষ্টন করিয়া তিলক করিলে ত্রিলোক বশীভূত হইবে এবং দৃষ্টিমাত্র স্ত্রী বা পুরুষ সকলই বশ্য হইবে।

ওঁ বজ্রকিরণে! শিবে! রক্ষ ভদ্রে! সমাজং কুরু কুরু স্বাহা। ইমং মন্ত্রমুক্তযোগানাং সহস্রং জপ্ত্বা সিদ্ধিঃ।

ওঁ বজ্র কীরণে শিবে রক্ষ ভদ্রে সমাজং কুরু কুরু স্বাহা। এইমন্ত্র পূর্ব্বোক্ত বস্তু সকলের উপর সহস্রবার জপ করিয়া তিলক করিলে সিদ্ধ হইবে।

ওঁ নমঃ কটবিকটঘোররূপিণী স্বাহা॥ অনেন মন্ত্রেণ সপ্তাভিমন্ত্রিতং ভক্তপিণ্ডং যস্য নাম্না সপ্তাহং খাদয়েৎ স এবমেব বশ্যো ভবতি।

ওঁ নমঃ কট বিকট ঘোররূপিণী স্বাহা। এই মন্ত্র উক্ত অন্নের উপর সাতবার জপ করিয়া যাহাকে বশীভূত করিতে হইবে তাহার নাম উল্লেখ করিয়া ভোজন করিবে। এইরূপ সপ্তাহ ভোজন করিলে নিশ্চয়ই বশীভুত করিতে পারিবে।
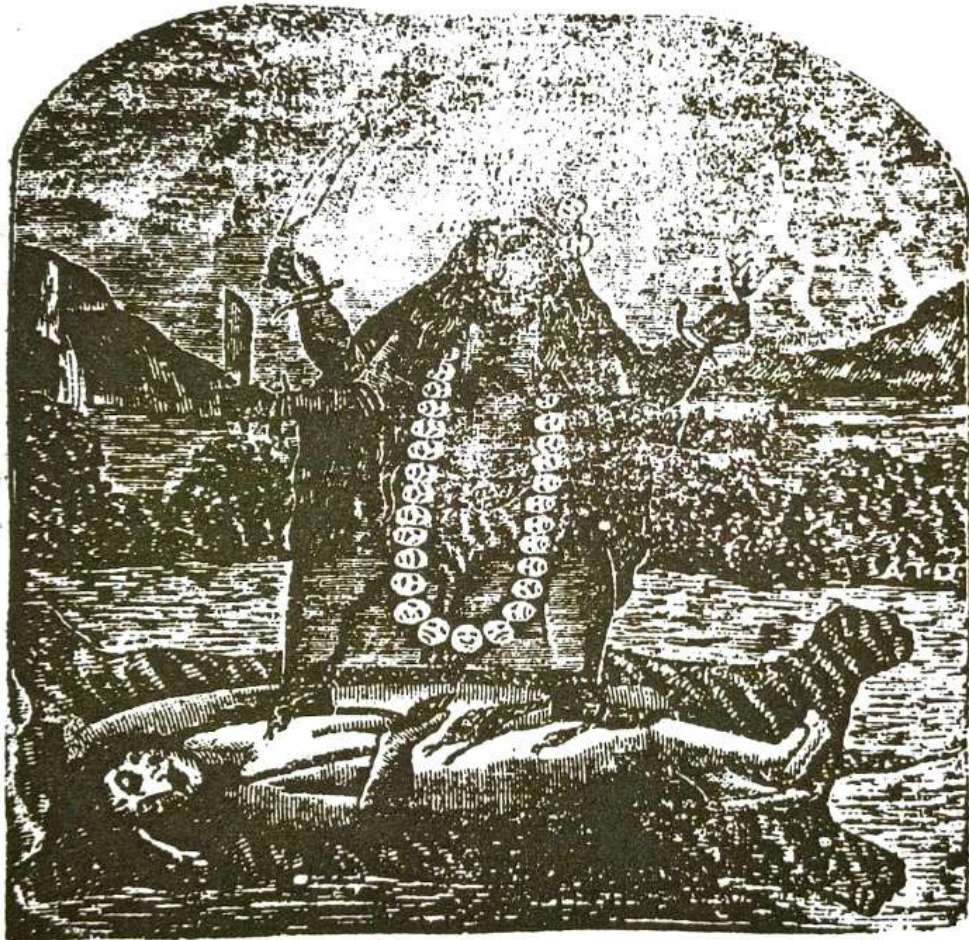
মন্ত্রেণামন্ত্রিতং কৃত্বা দণ্ডেন্দীবরমূলকম্। রোচনাভিস্তাম্রপাত্রে ঘৃষ্ট্বা নেত্রদ্বয়াঞ্জনাৎ। প্রিয়ো ভবতি সর্ব্বেষাং দৃষ্টিমাত্রে ন সংশয়ঃ॥

নিম্নলিখিত মন্ত্রদ্বারা দণ্ডেন্দীবরের মূলকে পূর্ব্বদিনে নিমন্ত্রিত করিয়া রাখিবে, পরে ঐ বস্তু গোরোচনার সহিত তাম্রপাত্রে ঘসিয়া নেত্রে অঞ্জন করিবে, তৎপরে তাহাকে যে দেখিবে সেই বশীভুত হইবে।

ওঁ পিঙ্গলায়ৈ নমঃ। অনেন মন্ত্রেণাষ্টবারাভিমন্ত্র্য উক্তযোগানাং সিদ্ধিঃ।

ওঁ পিঙ্গলাৈৈ নমঃ এই মন্ত্র আটবার পাঠ করিয়া উপরোক্ত কার্য্য করিলে সিদ্ধ হইবে।

রক্ত গৃধ্রোভয়ং নেত্রং পেচিকাকৃষ্ণকাকয়োঃ। কৃত্বা চ মধুনা লিপ্ত্বা বর্ত্তিং কজ্জলপাতনে। তেন নেত্রাঞ্জিতং কৃত্বা ত্রৈলোক্যং বশমানয়েৎ॥

রক্তশকুনেরচক্ষুদ্বয় এবং পেচক ও কৃষ্ণকাকেরচক্ষুদ্বয় মধুর সহিত একত্রে মিশাইয়া বাতি প্রস্তুত করিবে, পরে ঐ বাতি জ্বালিয়া কজ্জল-পাত করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিবে, তৎপরে তাহাকে দেখিলে ত্রিজগৎ বশীভূত হইবে।

দেবদালী চ সিদ্ধার্থং গুটিকাং কারয়েদ্বুধঃ মুখে নিঃক্ষিপ্য সর্ব্বেষাং প্রিয়ো ভবতি মানবঃ॥

দেবদালী ও সর্ষপ একত্র করিয়া গুটিকা করিবে ঐ গুটিকা মুখে ধারণ করিলে সকলের প্রিয় হইবে।

ভৃঙ্গমূলং মুখে ক্ষিপ্ত্বা সর্ব্বত্র পূজিতো ভবেৎ॥ রোহিণ্যাং বটবন্দাকং সংগৃহ্য বাধকং করে। বশ্যং করোতি সকলং বিশ্বামিত্রেণ ভাষিতং॥

ভৃঙ্গরাজের মূল মুখে করিলে সকলের পূজিত হইবে। বটবৃক্ষের বন্দাক (পরগাছা) রোহিণী নক্ষত্রে সংগ্রহ করিয়া করে বান্ধিলে তাহাকে দেখিয়া সকলই বশ্য হইবে।এই কথা বিশ্বামিত্রমুনি বলিয়াছেন।

কুঙ্কুমং তগরং কুষ্ঠং হরিতালং সমং স্মৃতম্। অনামিকয়া রক্তেন তিলকং সর্ব্ববশ্যকৃৎ॥

কুঙ্কুম, তগর, কুড়্, হরিতাল, এই কয়টী বস্তু সমভাগে গ্রহণ করিয়া অনামিকা রক্তদ্বারা তিলক করিলে সকলই বশ্য হইবে।

বিষ্ণুক্রান্তং শুভা শৃঙ্গী সুদণ্ডোৎপলরোচনাং। পিষ্ট্বা চ বটিকাং কৃত্বা তিলকং সর্ব্ববশ্যকৃৎ।

শ্বেত অপরাজিতা, কাঁকৃড়াশৃঙ্গ, দণ্ডোৎপল, ও গোরোচনা এই কয়টী বস্তু একত্র পেষণ করিয়া বটিকা করিবে, পরে তদ্দারা তিলক করিলে সকল বশীভূত হইবে।

পুষ্যোদ্ধৃতং শ্বেতভানুং মূলং মূত্রং সুপেষয়েৎ। বটিকাং কারয়েৎ তূর্ণং তিলকেন জগদ্বশম্।

শ্বেত আকন্দের মূল পুষ্যা নক্ষত্রে উঠাইয়া তাহাকে গোমুত্রে পেষণ করিয়া বটিকা করিবে, পরে তদ্দারা তিলক করিলে জগৎ বশীভূত হইবে।

অঙ্গারক্তেন তন্মূলং পুষ্যে সংপেষয়েদ্বুধঃ। কজ্জলং পাতয়িত্বা চ চক্ষুষি অঞ্জয়েন্নরঃ॥ ত্রৈলোক্যং বশতাং যাতি দৃষ্টিমাত্রং ন সংশয়ঃ॥

শ্বেত আকন্দের মূল পুষ্যানক্ষত্রে ছাগী রক্ত দ্বারা পেষণ করিয়া কজ্জল করিবে, পরে তদ্দ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন দিলে দৃষ্টিমাত্র ত্রিলোক বশীভূত হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

মূলন্তু শ্রবণেঋক্ষে'ঽপি পিণ্ডীতগরসম্ভবম্। সংগৃহ্য ধারয়েদ্বশ্যং কুরুতে নাত্র সংশয়ঃ॥

শ্রবণা নক্ষত্রে পিণ্ডীতগরের মূল সংগ্রহ করিয়া ধারণ করিলে সকলকে বশীভুত করিতে পারা যায়, ইহাতে সংশয় নাই।

কৃষ্ণাপরাজিতামূলং পুষ্যেণোদ্ধৃত্য চূর্ণয়েৎ। গোঘৃতেন সমালোড্য কজ্জলং ধারয়েদ্বুধঃ। তেনৈব চাঞ্জয়েন্নেত্রং বশীকুর্য্যাজ্জগত্রয়ম্।

কৃষ্ণাপরাজিতার মূল পুষ্যানক্ষত্রে উদ্ধৃত করিয়া চূর্ণ করিবে, তাহা গব্য ঘৃতদ্বারা আলোড়িত করিয়া কজ্জল করিবে, পরে তদ্দ্বারা অঞ্জন প্রস্তুত করিয়া চক্ষুতে দিলে দৃষ্টিমাত্র ত্রিজগৎ বশীভুত হইবে।

পুত্রজীবকপত্রঞ্চ তিলকং রোচনাযুতং। প্রিয়ো ভবতি সর্ব্বেষাং নরঃ কৃত্বা ললাটকে॥

জীবপুত্রিকার পাতা গোরোচনা সঙ্গে পেষণ করিয়া যে ব্যক্তি ললাটে তিলক করিবে সে সকলের প্রিয়পাত্র হইবে।

শ্বেতাপরাজিতা মূলং তথা শ্বেতজবার্কয়োঃ। নাসাগ্রে তিলকং কৃত্বা বশী কুর্য্যান্ন সংশয়ঃ॥

শ্বেত অপরাজিতার মূল, শ্বেত জবা, ও শ্বেত আকন্দের মূলদ্বারা নাসাগ্রে তিলক করিলে সকল বশীভুত হয় ইহাতে সন্দেহ নাই।

মঞ্জিষ্ঠাতোয়দবচাসিতভানুমূলৈঃ স্বাঙ্গোঽথ শোণিতযুতৈঃ সমকুষ্ঠকৈশ্চ। কৃত্বা ললাটফলকে তিলকং কৃতজ্ঞো লোকত্রয়ং বশয়তি ক্ষণমাত্রকেণ॥

মঞ্জিষ্ঠা, তোয়দ, বচ, শ্বেত আকন্দের মূল ও কুড় একত্র চূর্ণ করিয়া নিজের শরীরের রক্তদ্বারা তিলক করিলে ক্ষণকালের মধ্যে জগত্রয় বশীভূত হইবে।

কুম্ভজলঞ্চাম্বুজলঞ্চ মধুকং কৃতাঞ্জলিঞ্চ হব্যং সমং নিজশরীরমনেন সিক্তং। আলেপভক্ষণবিধৌ তিলকে সফলং যোগোঽয়মেব ভুবনানি বশীকরোতি॥

কলসের জল, বৃষ্টিজল, মধু, এবং ঘৃত, এই বস্তু সমভাগে মিশ্রিত

করিয়া সাধক কৃতাঞ্জলি হইয়া বসিয়া আপনার শরীরে সেচন করিবে। এবং এই সকল বস্তু নিজের শরীরে প্রলেপ দিবে, ঐ বস্তু দ্বারা তিলক করিবে। এই যোগদ্বারা ত্রিভুবন বশীভূত করিতে পারিবে।

মূলং জটা তগরমেষবিষাণিকাঞ্চ পঞ্চাঙ্গুলং নিজশরীরমলস্তথৈব। একীকৃতানি মধুনা চ দিনে কুজস্য কুর্ব্বন্তি বক্ত্রতিলকেন বশং জগন্তি॥

মূল জটামাংসী, তগর, ও পঞ্চাঙ্গুল পরিমিত মেষশৃঙ্গ, এবং নিজ শরীরের ময়লা এই সকল বস্তু মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া মঙ্গলবারে মুখে তিলক করিলে তাহাকে দেখিয়া সকলই বশীভূত হইবে।

ভৃঙ্গস্য পক্ষযুগলং পয়সা সংযুক্তং অনামিকারুধিরকর্ণমলং খবীজম্। এতানি লেপবিধিনাপ্যথ ভক্ষণাচ্চ কুর্ব্বন্তি বশ্যমখিলং জগদপ্যকস্মাৎ॥

ভ্রমরের পাখাদ্বয়, দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া, অনামিকার রক্ত ও কর্ণের মল এবং খবীজ তাহাতে প্রক্ষেপ করিবে, পরে ঐ বস্তুদ্বারা অঙ্গলেপন করিবে ইহাতে সমস্ত জগৎ বশীভূত হইবে।

তালীকুষ্ঠতগরৈঃ পরিলিপ্য বর্ত্তিং সিদ্ধার্থতৈলসহিতং কলপট্টবস্ত্রম্। পুংসঃ কপালফলকবিনিপাতিতঞ্চ তেনাঞ্জনেন বশতাং কিল যাতি লোকঃ॥

তালিশপত্র, কুড়, তগরকাষ্ঠ, এই সকল একত্র পেষণ করিয়া সর্ষপ তৈলে মিশাইয়া সুদৃঢ় পট্টবস্ত্রখণ্ডে ম্রক্ষণ করিয়া বর্ত্তি করিবে তৎপরে এই বর্ত্তি প্রজ্জ্বলিত করিয়া তাহার শিখায় মনুষ্যের কপালের অস্থিতে কজ্জল পাত করিয়া নেত্রাঞ্জন করিলে নিশ্চয় ত্রিজগৎ বশীভূত হয়।

গোরোচনাপদ্মপত্র প্রিয়ঙ্গু রক্তচন্দনম্। একীকৃত্যাঞ্জয়েন্নেত্রং যঃ পশ্যতি বশো ভবেৎ॥

গোরোচনা, পদ্মপত্র, প্রিয়ঙ্গু এবং রক্তচন্দন একত্রিত পেষণ করিয়া কজ্জল প্রস্তুত করিবে। সাধক ঐ কজ্জলদ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন করিবে। পরে তাহাকে যিনি দর্শন করিবেন তিনিই বশীভূত হইবেন।

বিশাখায়াস্তু বন্দাকমশোকস্য সমাহরেৎ। হস্তে বদ্ধা তু কুরুতে বশতাং বনযোষিতাং॥ ওঁ পাতে বজ্রায় স্বাহা। অনেনাভিমন্ত্র্য বন্ধয়েৎ। কৃষ্ণোৎপলং মধুকস্য চ পক্ষযুগ্মং মূলং তথা। তগরজং সিতকাকজঙ্ঘা। যস্যাঃ শিরোগতমিদং বিহিতং বিচূর্ণং দাসী ভবেজ্ঝটিতি সা তরুণী ন চিত্রম্

ওঁ পাতে বজ্রায় স্বাহা। এই মন্ত্র পড়িয়া বিশাখা নক্ষত্রে অশোক-

বৃক্ষের বন্দাক আহরণ করিয়া হাতে বাঁধিলে বনযোষিতও বশীভূত হইবে।

নীলোৎপল, মধুকরের পক্ষদ্বয়, তগরের মূল ও শ্বেত কাকজঙ্ঘা একত্রে চূর্ণ করিয়া যে স্ত্রীর মস্তকে নিক্ষেপ করিবে সেই যুবতী দাসী তুল্য হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি ?

হ্রীঁ মহাভৈরব শেষভুবনবাচি ত্রৈলোক্যার্থহৃতায়াং ক্রোঁ হ্রীঁ হুং ফট্। অনেন মন্ত্রেণা ষ্টোত্তরশতমভিমন্ত্র্য প্রদত্তেন বস্ত্রেণ বশো ভবেৎ।

বস্ত্রের উপরে হ্রীং মহাভৈরব শেষভুবন বাচি ত্রৈলোক্যার্থ হৃতায়াং ক্রোং হ্রীং হুং ফট্। এইমন্ত্র একশত আটবার জপ করিয়া ঐ বস্ত্র যাহাকে দিবে সে বশীভূত হইবে।

অনেন মন্ত্রিতং বস্ত্রমাচ্ছাদয়তি চেদসৌ তৎক্ষণাৎ স বশো ভূয়ান্নাত্র কার্য্যাবিচারণা॥ দীয়তে যদ্যন্যহস্তেন ত্রিরাত্রাদ্বশগো ভবেৎ। সদ্য এব স্বহস্তেন দত্তেন বশগো ভবেৎ॥

ঐ মন্ত্র বস্ত্রের উপর একশত আটবার জপ করিয়া যাহাকে ঐ বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিবে, সে তৎক্ষণাৎ বশীভূত হইবে॥

যদি অন্যের হস্ত দিয়া ঐ মন্ত্রপূত বস্ত্র দেওয়া যায় তাহা হইলে তিন দিনের পর বশীভূত হইবে এবং স্বহস্তে প্রদান করিলে সদ্যই বশীভূত হইবে।

ওঁ চামুণ্ডে জয় জয় স্তম্ভয় স্তম্ভয় সর্ব্বান্ দম দম স্বাহা॥ নিবর্ত্তিতনিত্যক্রিয়া অনেন মন্ত্রেণাষ্টোত্তরশতাভিমন্ত্রিতং পুষ্পং যস্মৈ দীয়তে স বশ্যো ভবতি॥ প্রাত্যর্থে।

একটী পুষ্পের উপর ওঁ চামুণ্ডে জয় জয় স্তম্ভয় স্তম্ভয় সর্ব্বান্ দম দম স্বাহা। এই মন্ত্র একশত আট বার জপ করিয়া যাহাকে প্রদান করিবে সে বশীভূত হইবে।

ওঁ কামদেব অমুকং বশমানয় স্বাহা অনেন মন্ত্রেণ পূর্ব্ববৎ পুষ্পদানং কুর্য্যাৎ।

উদ্দেশ্য ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিয়া একটী পুষ্পের উপর ওঁ কামদেব বশমানয় স্বাহা। এইমন্ত্র একশত আটবার জপ করিয়া উদ্দেশ্য ব্যক্তির হস্তে দিলে বশীভূত হইবে।

ওঁ হ্রীঁ রক্ষ চামুণ্ডে অমুকং মে বশমানয় স্বাহা। অয়ঞ্চণ্ডীমন্ত্রঃ। উক্ত যোগানাং সিদ্ধিঃ।

ওঁ হ্রীং রক্ষচামুণ্ডে অমুকং মে বশমানয় স্বাহা। এই চণ্ডীমন্ত্র যাহার নাম উল্লেখ করিয়া জপ করিবে সেই বশীভূত হইবে।

ওঁ চামুণ্ডে জয় জয়, স্তম্ভয় স্তম্ভয় মোহয় মোহয় সর্ব্বং মাং স্বাং দম দম স্বাহা ইমং মন্ত্রং একাদশবারং জপ্ত্বা পুষ্পমভিমন্ত্র্য যস্যৈ দীয়তে সা বশ্যা ভবতি ॥

ওঁ চামুণ্ডে জয় জয় ইত্যাদি মন্ত্র একাদশবার জপ করিয়া একটি পুষ্প পড়িয়া যে নারীর হস্তে দেওয়া যায় সেই নারী নিশ্চয়ই বশীভূতা হয় ॥

ওঁ কামদেব হস্তস্পর্শং উত্তমং কুরু কুরু স্বাহা। অনেন সপ্তাভিমন্ত্র্য যাং স্পৃশতি সা বশ্যা ভবতি ॥

ওঁ কামদেব হস্তং ইত্যাদিমন্ত্র সপ্তবার পাঠ করিয়া যে নারীকে স্পর্শ করা যায়, সেই নারী নিশ্চয় বশীভূতা হয়।

অপভাষাং প্রবক্ষ্যামি মন্ত্রং স্ত্রীবশীকরণং। যস্য ধারণমাত্রেণ শক্তিসাধনমুত্তমং। অচল ঘাটের নিচল পাণি তাহাতে উপজিল কালের বাঘিনী। কালের বাঘিনী বোলোম তোরে অমুকীর পাচপ্রাণচিত্ত আনিয়া দে মোরে। হরিণের রক্ত মাছের পিত্ত তৈল করিয়া পোড়াম অমুকীর পাচপ্রাণচিত্ত। মনেণানেন দেবেশি! ত্রিবারং সলিলং পিবেৎ॥ সর্ব্বং ত্যক্ত্বা চ সা নারী তস্য সঙ্গীভবেদ্ ধ্রুবম্।

অচলঘাটের নিচল পাণি ইত্যাদি অপভ্রংশ মন্ত্র স্ত্রীদিগের বশীকারক, এইমন্ত্র ধারণমাত্রে শক্তিসাধন হইয়া থাকে। এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া জল অভিমন্ত্রিত করিয়া সেই জল পান করিলে নারীগণ সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া সেই পুরুষের সঙ্গিনী হইয়া থাকে॥

মাতুলুঙ্গস্য মূলন্ত ধুস্তূরবীজকেন চ। পলাণ্ডুপুষ্পমাদায় সূক্ষ্মচূর্ণন্তু কারয়েৎ॥ যোঽস্য গন্ধং সমাঘ্রাতি স চ স্নেহেন পশ্যতি। দুন্দুভিং পটহাংশ্চৈবং শঙ্খাংশ্চৈব তু লেপয়েৎ॥ এব ভূতোপসৃষ্টানাং কুমারীণাং গৃহেষু চ। ভূপতেঃ সেব্যমানানাং তথাপৎ পাপজীবিনাং। ন চাগ্নির্দ্দহতে বেশ্ম যত্রৈব সোঽগদো ভবেৎ॥

ছোলঙ্গনেবুর মূল, ধুস্তূরবীজ ও পলাণ্ডু অর্থাৎ পঁ্যাজের ফুল, এই সকল একত্র করিয়া অতিসূক্ষ্ম চূর্ণ করিবে, এই চূর্ণ যাহাকে আঘ্রাণ করাইবে, সেই ব্যক্তি বশীভূত হইবে এবং উক্ত চূর্ণদ্বারা দুন্দুভি অর্থাৎ নাগারা, ঢাক ও শঙ্খ এই সকলের গাত্রে লেপন করিবে। অনন্তর কামিনী-গণের গৃহে ঐ দুন্দুভি প্রভৃতি বাদ্যের ধ্বনি করিলে তাহার শরীরে ভূতাদির দৃষ্টি থাকিলে তাহা দূর হয় এবং ঐসকল বাদ্যধ্বনি শুনিলে রাজরাণীও বশীভূতা হন। আর যে গৃহে এই ঔষধি থাকে, সেই গৃহে অগ্নির ভয়

থাকে না। এই কার্য্যে যে মন্ত্রসিদ্ধি করিয়া কার্য্য করিতে হইবে, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে। ঐ মন্ত্র সহস্রবার জপ করিলে অনুষ্ঠিত কার্য্য সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ বশীকরণাদি ব্যাপার সুসম্পন্ন হয়॥

অত্র মন্ত্রঃ। ওঁ রক্তচামুণ্ডে অমুকং মে বশমানয় হ্রীঁ হ্রীং হূঁ ফট্। অযুতং জপ্তব্যং॥

এই মন্ত্র দশ সহস্রবার জপ করিয়া সিদ্ধি হইলে উপরোক্ত কার্য্যসকল করিবে।

ওঁ নমোঽস্তু আদিত্যায় কিলি কিলি চিলি চিলি ধুমং লিহি যক্ষিণি মোদতে হি শাকিনি অনিরুদ্ধশূলপাণি স্বাহা। বর্ণাঃ ৪০। শিলাকৃতিকে মন্ত্রে। ওঁ নমো গুহাবাসিন্যৈ গুহপতি গুহিলে মনোজবো ওঁ এঁ ওঁ বিজ্রে নমঃ। শিলায়াঃ কৃতিঃ করলিখিতা খদিরানল-সন্তপ্তলিঙ্গা যতো নবযোষিতোঽপি আকর্ষণং। বর্ণাঃ ২৬। ওঁ নমঃ কপালরুদ্রায় সর্ব্ব-লোক বশঙ্করায় অনাথায়াপ্রতিহত বলবীর্য্যপরাক্রমপ্রভায় হা হা হে হে পচ পচ মারয় মারয় কপট কপট কাট সর্প কর্ম্মকরি অমুকং মে বশমানয় স্বাহা। অযুতজপাদ্বশীকরোতি॥

এই সকল মন্ত্র দশসহস্রবার জপ করিয়া সিদ্ধি হইলে বশীকরণকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে।

পারাবতস্য হৃদয়ং চক্ষুর্জ্জিহ্বা চ শোণিতং। অঞ্জনং রোচনযুতং বনিতাবশকৃৎপরং॥ তত্র মন্ত্রঃ। ওঁ নয় নয় মহারিণি নমো দেব্যৈ স্বাহা। একবিংশতি বারান্ পরিজপ্য সিদ্ধি-র্ভবতি॥

প্রকারান্তরে বশীকরণ কহিতেছেন, পারাবতের হৃদয়, চক্ষু, জিহ্বা, ও রক্ত গোরোচনাযুক্ত করিয়া অঞ্জন করিলে স্ত্রী বশীভূত হয়, ওঁ নয় নয় মহারিণি নমো দেব্যৈ স্বাহা এইমন্ত্র একবিংশতিবার জপ করিয়া এইকার্য্য করিবে।

কপালং মানুষং গৃহ্য কনকস্য ফলানি চ। কর্পূরং মধুসংযুক্তং নিঘৃষ্য তিলকেন চ। নারী বা পুরুষোঽনেন বশ্যো ভবতি নিত্যশঃ। এষ কাপালিকো যোগো বশিষ্ঠস্য শুভং মতং॥

মনুষ্যের কপালের অস্থি, ধুতুরার ফল, কর্পূর ও মধু এই সকল একত্র করিয়া যে ব্যক্তি স্বীয় কপালে তিলক করিবে। এই তিলক প্রভাবে স্ত্রী কিম্বা পুরুষ সকলেই তাহার বশীভূত হইবে। এই কাপালিক যোগ বশিষ্ঠমুনি বলিয়াছেন।

দিলে তৎক্ষণাৎ ঐ বৃক্ষ পুষ্পিত ও ফলিত হয়; নর এবং নারীর ত কথাই নাই এবং যাহার জিহ্বামূলে সপ্তাহ পর্য্যন্ত সৈন্ধবচূর্ণ দেওয়া যায়, সেইব্যক্তি তৎক্ষণাৎ বশীভূত হয়॥

অন্যপ্রকার।

গোপিত্তং সৈন্ধবঞ্চৈব বৃহতীফলমেব চ।
লেপমেতৎ প্রয়োক্তব্যং নরনারীবশঙ্করং॥

গোরোচনা, সৈন্ধব ও বৃহতীফল এই সকল একত্র পেষণ করিয়া যাহার অঙ্গে লেপন করিবে, সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ বশীভূত হইবে। এই প্রলেপ নর ও নারী উভয়ের বশীকারক।

অন্যপ্রকার।

বল্মীকমৃত্তিকয়া প্রতিকৃতিং কৃত্বা: ক্ষীরেণ স্নাপ্যাজ্যেন বিভজ্য তস্য লবণাহুতিমেকবিংশতিবারং জুহুয়াৎঃ ত্রিরাত্রেণ বশ্যো ভবতি। সপ্তরাত্রেণাথবা। দেবীঞ্চ গান্ধারীং যক্ষিণীং শুক্রস্যাপি পত্নীং বশমানয়তি॥

বল্মীকমৃত্তিকাদ্বারা অভিলষিত কামিনীর প্রতিমূর্ত্তি করিয়া ঐ প্রতিমূর্ত্তিকে দুগ্ধদ্বারা স্নান করাইয়া ঘৃতদ্বারা মার্জ্জন করিবে এবং রাত্রিকালে ঐ প্রতিমূর্ত্তির সমক্ষে লবণদ্বারা একবিংশতিবার হোম করিবে। ত্রিরাত্র বা সপ্তরাত্র পর্য্যন্ত এইরূপ করিলে সেই কামিনী বশীভূতা হয়। যদি গান্ধারী, যক্ষিণী কিম্বা শুক্রপত্নীকেও অভিলাষ করিয়া কেহ উক্তরূপ কার্য্য করে, তাহা হইলে গান্ধারীপ্রভৃতিকেও বশীভূত করিতে পারে।

অন্যপ্রকার।

উড্ডাতুঃ পক্ষিণো মলমাত্মনো রুধিরান্বিতং। স্ত্রীপুংসয়োঃ প্রদাতব্যং বশীকরণমুত্তমং॥ অত্র মন্ত্রঃ। ত্রিশূলিনে ত্রিনেত্রায় হিলি হিলি স্বাহা। বর্ণাঃ ১৪। সপ্তজপ্তেন সিদ্ধিঃ॥

উড্ডীয়মান পক্ষীর মলের সহিত স্বীয় শরীরের রক্তমিশ্রিত করিবে। এই মিশ্রিত দ্রব্য, স্ত্রী কিম্বা পুরুষ যাহাকে দিবে, সেই স্ত্রী ও পুরুষ বশীভূত হইবে। ত্রিশূলিনে ত্রিনেত্রায় হিলি হিলি স্বাহা। এই চতুর্দ্দশাক্ষর মন্ত্র সপ্তবার জপ করিয়া এই কার্য্য করিলে সিদ্ধি হইবে।

দিলে তৎক্ষণাৎ ঐ বৃক্ষ পুষ্পিত ও ফলিত হয়; নর এবং নারীর ত কথাই নাই এবং যাহার জিহ্বামূলে সপ্তাহ পর্য্যন্ত সৈন্ধবচূর্ণ দেওয়া যায়, সেইব্যক্তি তৎক্ষণাৎ বশীভূত হয়॥

অন্যপ্রকার।

গোপিত্তং সৈন্ধবঞ্চৈব বৃহতীফলমেব চ।
লেপমেতৎ প্রয়োক্তব্যং নরনারীবশঙ্করং॥

গোরোচনা, সৈন্ধব ও বৃহতীফল এই সকল একত্র পেষণ করিয়া যাহার অঙ্গে লেপন করিবে, সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ বশীভূত হইবে। এই প্রলেপ নর ও নারী উভয়ের বশীকারক।

অন্যপ্রকার।

বল্মীকমৃত্তিকয়া প্রতিকৃতিং কৃত্বা: ক্ষীরেণ স্নাপ্যাজ্যেন বিভজ্য তস্য লবণাহুতিমেকবিংশতিবারং জুহুয়াৎ: ত্রিরাত্রেণ বশ্যো ভবতি। সপ্তরাত্রেণাথবা। দেবীঞ্চ গান্ধারীং যক্ষিণীং শুক্রস্যাপি পত্নীং বশমানয়তি॥

বল্মীকমৃত্তিকাদ্বারা অভিলষিত কামিনীর প্রতিমূর্ত্তি করিয়া ঐ প্রতিমূর্ত্তিকে দুগ্ধদ্বারা স্নান করাইয়া ঘৃতদ্বারা মার্জ্জন করিবে এবং রাত্রিকালে ঐ প্রতিমূর্ত্তির সমক্ষে লবণদ্বারা একবিংশতিবার হোম করিবে। ত্রিরাত্র বা সপ্তরাত্র পর্য্যন্ত এইরূপ করিলে সেই কামিনী বশীভূতা হয়। যদি গান্ধারী, যক্ষিণী কিম্বা শুক্রপত্নীকেও অভিলাষ করিয়া কেহ উক্তরূপ কার্য্য করে, তাহা হইলে গান্ধারীপ্রভৃতিকেও বশীভূত করিতে পারে।

অন্যপ্রকার।

উদ্পাতুঃ পক্ষিণো মলমাত্মনো রুধিরান্বিতং। স্ত্রীপুংসয়োঃ প্রদাতব্যং বশীকরণমুত্তমং॥
অত্র মন্ত্রঃ। ত্রিশূলিনে ত্রিনেত্রায় হিলি হিলি স্বাহা। বর্ণাঃ ১৪। সপ্তজপেন সিদ্ধিঃ॥

উড্ডীয়মান পক্ষীর মলের সহিত স্বীয় শরীরের রক্তমিশ্রিত করিবে। এই মিশ্রিত দ্রব্য, স্ত্রী কিম্বা পুরুষ যাহাকে দিবে, সেই স্ত্রী ও পুরুষ বশীভূত হইবে। ত্রিশূলিনে ত্রিনেত্রায় হিলি হিলি স্বাহা। এই চতুর্দ্দশাক্ষর মন্ত্র সপ্তবার জপ করিয়া এই কার্য্য করিলে সিদ্ধি হইবে।

অন্যপ্রকার।

কৃষ্ণপক্ষচতুর্দ্দশ্যাং মৃতভস্ম তু গ্রাহয়েৎ। স্ত্রীণাঞ্চ মূর্দ্ধ্নি দাতব্যং বিদ্যয়া পরিজপ্তয়া। দহ্যতে মুহ্যতে নারী পচ্যতে শুষ্যতেপি চ। অঙ্গানি চৈব ভজ্যন্তে যদি তং ন সমাবিশেৎ॥ অত্র মন্ত্রঃ। ওঁ নমশ্চামুণ্ডে শ্মশানবাসিনি স্বাহা। বর্ণাঃ ১৪। সপ্তবারেণ প্রেরকঃ॥

কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীর নিশাকালে মৃত ভস্ম আনিয়া মন্ত্রজপপূর্ব্বক কোন স্ত্রীলোকের মস্তকে নিক্ষেপ করিলে ঐ স্ত্রীলোক বশীভূতা হয়। এইরূপ বশীকরণ করিলে যতদিন পর্য্যন্ত বশীকারক পুরুষের সহিত মিলিত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত সেই স্ত্রীলোকের শরীরে দাহ হয় এবং তাহার শরীর ক্রমে কৃশ হইতে থাকে ও কখন কখন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। ওঁ নমশ্চামুণ্ডে শ্মশানবাসিনি স্বাহা। এই চতুর্দ্দশাক্ষর মন্ত্র সপ্তবার জপ করিয়া এই কার্য্য করিবে।

অন্যপ্রকার।

শ্বেতার্কং রোচনাযুক্তং আত্মমূত্রেণ পেষয়েৎ।
ললাটে তিলকং কৃত্বা ত্রৈলোক্যং ক্ষোভয়েৎ ক্ষণাৎ।
দৃষ্টিমাত্রেণ তেনৈব সর্ব্বো ভবতি কিঙ্করঃ॥

শ্বেত আকন্দের মূল ও গোরোচনা, স্বীয়মূত্রের সহিত পেষণ করিয়া যে ব্যক্তি কপালে তিলক করিবে, সেই ব্যক্তি ত্রিভুবন বশ করিতে পারিবে। ঐ ব্যক্তি যাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে, তৎক্ষণাৎ সে দাসের ন্যায় বশীভূত হইবে।

অন্যপ্রকার।

শ্বেতার্কং চন্দনেনৈব রময়েৎ সহ লেপয়েৎ।
দীয়তে কস্যচিদ্বাপি পশ্চাদ্দাসো ভবিষ্যতি॥

শ্বেত আকন্দের মূল ও রক্তচন্দন একত্র পেষণ করিয়া যাহার অঙ্গে লেপন করিবে, সেই ব্যক্তি ভৃত্যের ন্যায় বশীভূত হইবে।

অন্যচ্চ।

মনঃশিলা-কুঙ্কুমসর্ষপাশ্চ বচা চ কুষ্ঠং সহ দেবদারু। রক্তঞ্চ রক্তং পলিতেন সার্দ্ধং প্রপেষয়েৎ সূক্ষ্মতরং মহান্তং॥ প্রস্নাতপূর্ব্বাভিমুখোপি ভূত্বা সংস্মৃত্য লক্ষ্মীঞ্চরুকেণ পূজ্য। ততঃ প্রকুর্য্যাৎ তিলকং ললাটে বামাচ্চ হস্তাচ্চতুরঙ্গুলীভিঃ॥ পুংদৃষ্টমাত্রেণ ভবেৎ স কান্তা-দাসাতিদাসশ্চ কিমত্র চিত্রং॥

মনঃশিলা, কুঙ্কুম, সর্ষপ, বচ, কুড়, দেবদারু, রক্তচন্দন ও স্বীয় শোণিত এই সকল উত্তমরূপে পেষণ করিবে; অনন্তর প্রাতঃস্নানাদিরদ্বারা শুদ্ধ হইয়া পূর্ব্বাভিমুখে বসিয়া লক্ষ্মীদেবীর অর্চ্চনা করিয়া কপালে তিলক ও বাম হস্তে লেপন করিবে। কোন নারী এইরূপ করিয়া যে পুরুষের প্রতি দৃষ্টি করিবে, সেই পুরুষ তৎক্ষণাৎ দাসাতিদাস হইয়া বশীভূত হইবে।

সর্ব্বসাধারণমন্ত্রঃ।

ওঁ এং হ্রীং হ্রীং শ্রীং ফট্ স্বাহা। অনেন মন্ত্রেণ সর্ব্বযোগানভিমন্ত্র্য সিদ্ধিঃ। ইতি শ্রীসিদ্ধখণ্ডে তন্ত্রসারে ইন্দ্রজালতন্ত্রং॥

কৃতোপবাসো মন্ত্রী তু পুষ্যে কৃষ্ণাষ্টমীযুতে। পুষ্পধূপবলিং দত্ত্বা ঘৃতেনৈব তু দীপয়েৎ। দত্ত্বা মন্ত্রং জপেত্তত্র অষ্টাধিকসহস্রকং। ওঁ শ্বেতবর্ণে সিতপর্ব্বতবাসিনি অপ্রতিহিতে মম কার্য্যং কুরু কুরু ঠঃ ঠঃ স্বাহা। শ্বেতগুঞ্জাফলং গ্রাহ্যং তৎস্থানাম্মৃত্তিকাযুতং। ঘৃতেন লেপয়েৎ সর্ব্বং নবপাত্রে তু শোভনে। ক্ষিপ্ত্বা কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যামষ্টম্যাং ভূবি বিক্ষিপেৎ। সমন্ত্রেণোদকেনৈব সিঞ্চ্যান্নিত্যং ফলাবধি। ওঁ শ্বেতবর্ণে সিতবাসিনি শ্বেতপর্ব্বতনিবাসিনি সর্ব্বকার্য্যাণি কুরু কুরু অপ্রতিহিতে নমো নমঃ স্বাহা। পুনঃ পুষ্যে শুচির্ভূত্বা সোপবাসো জিতেন্দ্রিয়ঃ। ধূপদীপোপহারাদ্যৈর্ন্যাসং কৃত্বা সমুদ্ধরেৎ। ওঁ শ্বেতহৃদয়ায় নমঃ। ওঁ পদ্মমুখে শিরসে স্বাহা। ওঁ নমঃ সর্ব্বজ্ঞানময়ে শিখায় বষট্। ওঁ নমঃ সর্ব্বশক্তিমত্যৈ কবচায় হুঁ। ওঁ নমঃ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ পরমন্ত্রভেদেন অস্ত্রায় ফট্। সর্ব্বাণ্যঙ্গানি নমোন্তাদীনি। ইতি ন্যাসং কৃত্বা ততো মূলমন্ত্রেণোৎপাটয়েৎ। ওঁ নমো ভগবতি হ্রীঁ শ্বেতবাসে নমো নমঃ স্বাহা। অস্য চ মূলমন্ত্রস্য পূর্ব্বমেবাযুতং জপেৎ। দশাংশং হবনং কুর্য্যাৎ তিলদূর্ব্বাঘৃতপ্লুতং।

এবং কৃত্বা সমুদ্ধৃত্য গুঞ্জামূলং সুসিদ্ধিদং। তন্মূলং চন্দনঃ শ্বেতং লেপঃ স্যাদ্বশ্যকারকঃ। তন্মূলং মধুনা যুক্তং লেপঃ সর্ব্বত্র বশ্যকৃৎ ॥

পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীতিথিতে সাধক উপবাসী থাকিয়া পুষ্প, ধূপ, বলি ও ঘৃত প্রদীপ প্রদানপূর্ব্বক ও শ্বেতবর্ণে ইত্যাদি মন্ত্র অষ্টাধিক সহস্রবার জপ করিবে, তৎপরে শ্বেতগুঞ্জাফল ও সেই স্থানের মৃত্তিকা আহরণ করিয়া ঐ ফল ঘৃতদ্বারা লেপন করিবে। তৎপরে ঐ বীজ ও মৃত্তিকা একটী উত্তম নূতন পাত্রে নিক্ষেপ করিয়া কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী বা অষ্টমীতিথিতে মৃত্তিকামধ্যে পুতিয়া রাখিবে। অনন্তর যাবৎকাল ঐ বীজ হইতে বৃক্ষ জন্মিয়া ফল না জন্মে, তাবৎকাল ওঁ শ্বেতবর্ণে সিত-বাসিনী ইত্যাদি মন্ত্রে জলসেক করিবে। ঐ বৃক্ষের ফল হইলে পুনর্ব্বার পুষ্যানক্ষত্রে শুচি ও উপবাসী থাকিয়া ধূপাদি উপহার প্রদান পূর্ব্বক ওঁ শ্বেতহৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে ন্যাস করিয়া ওঁ নমো ভগবতী ইত্যাদি মূলমন্ত্রে ঐ শ্বেতগুঞ্জার মূল উৎপাটন করিবে। এই প্রক্রিয়ার পূর্ব্বে ওঁ নমঃ ভগবতী ইত্যাদি মূলমন্ত্র দশসহস্র জপ এবং ঘৃত মিশ্রিত তিল ও শ্বেত দুর্ব্বাদ্বারা সহস্র হোম করিতে হইবে। উক্ত শ্বেতগুঞ্জার মূল ও শ্বেত-চন্দন একত্র পেষণ করিয়া অঙ্গে লেপন করিলে বশীকরণ হয় এবং উক্ত মূল মধুর সহিত পেষণ করিয়া লেপন করিলেও সর্ব্বজন বশ্য হয়।

পলার্দ্ধস্বর্ণেন রজতেন বা সাধ্যস্য প্রতিমাং কৃত্বা সার্দ্ধহস্তং গর্ত্তং কৃত্বা হরিতালহরিদ্রাচূর্ণকং পলার্দ্ধং তত্র নিক্ষিপ্য রক্তাসনে তত্র উপবিশ্য চতুর্দ্দিক্ষু পতাকা নিবিশ্য তিলপূর্ণঘটং অধঃ কৃত্বা ংস্থাপ্য প্রাণান্ প্রতিষ্ঠাং কৃত্বা পূর্ব্বাস্যে প্রবালমালয়া দশসহস্রজপেন প্রয়োগার্হো ভবেৎ।

অথ মন্ত্রম্। প্রণবং পূর্ব্বমুচ্চার্য্য মায়াবীজং দ্বিতীয়কম্। কান্তং স্বল্লাকিনীযুক্তং বাম-কর্ণেন্দুভূষিতম্। ততো রক্তপদং ক্রয়াৎ চামুণ্ডে তদনন্তরম্। সাধ্যনাম ততোঽন্যস্য বশ-মানয় তৎপরম্। বহ্নিজায়াবধির্মন্ত্রং জপেদ্দশসহস্রকম্ ॥

অর্দ্ধপল শোণা অথবা তৎপরিমাণ রূপা দ্বারা অভিলষিত স্ত্রীর প্রতি-কৃতি নির্ম্মাণ করিবে; তৎপর ১॥ দেড় হাত পরিমাণ একটী গর্ত্ত করিয়া ঐ গর্ত্তে অর্দ্ধপল হরিতাল চূর্ণ ও হরিদ্রাচূর্ণ নিক্ষেপ করিবে, পরে তাহার উপরে রক্তবর্ণ আসন পাতিয়া বসিবে এবং ঐ গর্ত্তের চারিদিকে পতাকা পুতিবে, এবং একটী তিলপূর্ণ ঘট অধোমুখ করিয়া স্থাপন করিবে, পরে

পূর্ব্বমুখ হইয়া ঐ প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রবাল মালাদ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্র দশহাজার জপ করিবে।

উপরের লিখিত বচন হইতে ওঁ হ্রীং হূং রক্তচামুণ্ডে অমুকং মে বশমানয় স্বাহা এই মন্ত্র উদ্ধার করিয়া উপরোক্ত কার্য্য করিলে সিদ্ধ হইবে।

অথান্যৎ। চামুণ্ডে মোহয় মোহয় অমুকং বশমানয় স্বাহা। প্রাতঃ স্নাত্বা হবিষ্যাশী জিতেন্দ্রিয়ঃ শুচির্ভূত্বা প্রাতঃকালমারভ্য মধ্যন্দিনাবধি জপসমাপ্তের্দশাংশাদিক্রমেণ হোমাদীংশ্চ কারয়েৎ। জাতিপুষ্পৈর্হোমেন বশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ। কামতুল্যশ্চ নারীণাং রিপুণাং শমনোপমঃ। যাবজ্জীবনপর্য্যন্তং স্মরণঞ্চ প্রজায়তে॥

ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক পূর্ব্বদিনে হবিষ্য করিয়া থাকিবে, পরদিনে প্রাতে স্নান করিয়া শুচি হইয়া চামুণ্ডে মোহয় মোহয় অভিলষিত স্ত্রীর নাম উচ্চারণ করিয়া বশমানয় স্বাহা, এই মন্ত্র প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্নপর্য্যন্ত যত পরিমিত জপ করিতে পারিবে, তাহা করিবে এবং তৎসংখ্যানুসারে দশাংশ ভাগ করিয়া জাতিপুষ্প দ্বারা হোম করিবে, এবং হোমের দশ ভাগের একভাগ তর্পণ করিবে, ঐ তর্পণের দশ ভাগের একভাগ অভিষেক করিবে। তৎপরে ঐ অভিষেকের দশভাগের একভাগ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। এইরূপ কার্য্য করিলে অভিলষিত স্ত্রী বশীভূত হইয়া ঐ সাধককে কামদেবের মত দেখিবে, ও শত্রুগণ যমের ন্যায় ভয় করিবে, এবং ঐ স্ত্রী ও শত্রুগণ যাবজ্জীবন শরণাগত হইয়া থাকিবে।

অন্যচ্চ। শ্বেতাপরাজিতামূলং পেষয়েদ্ রোচনাযুতম্। শতেন মন্ত্রিতং কৃত্বা তিলকং কারয়েত্ততঃ। * * * * বশয়েন্নাত্র সন্দেহঃ॥

প্রকারান্তরম্। মৃগশীর্ষে তু সংগ্রাহ্যং সুরক্তকরবীরকম্। নবাঙ্গুলং কীলকং তং সপ্তবারাভিমন্ত্রিতম্। যস্য নাম্না খনেদ্ ভূমৌ স বশ্যো ভবতি ধ্রুবম্॥

ওঁ হুঁ হুঁ স্বাহা। তত্তৎস্থানে যথাসংখ্যমনুক্তে ত্বযুতং জপেৎ॥

মৃগশিরানক্ষত্রে রক্তকরবীর নবাঙ্গুল পরিমাণে একটী কীলক প্রস্তুত করিয়া ওঁ হুং হুং স্বাহা এই মন্ত্রে মন্ত্রিত করিয়া যাহার নামে মৃত্তিকামধ্যে পুতিয়া রাখিবে, সেই স্ত্রী বশীভূত হইবে।

ওঁ নমঃ সর্ব্বসত্ত্বেভ্যো নমঃ সিদ্ধিং কুরু কুরু স্বাহা। সপ্তাভিমন্ত্রিতং কৃত্বা করবীরস্য পুষ্পকং। স্ত্রীণামগ্রে ভ্রাময়েচ্চ ক্ষণাদ্বৈ সা বশা ভবেৎ॥ ব্রহ্মদণ্ডীবচাপত্রং মধুনা সহ

পেষয়েৎ। অঙ্গলেপাচ্চ বনিতা নান্যং ভর্ত্তারমিচ্ছতি॥ ব্রহ্মদণ্ডীশিখা বক্ত্রে ক্ষিপ্ত্বা শুক্রস্য স্তম্ভনং। মূলং জয়ন্ত্যা বক্ত্রস্থং ব্যবহারে জয়প্রদং॥ ভৃঙ্গরাজস্য মূলন্তু পিষ্টং শুক্রেণ সংযুতং। অক্ষিণী চাঞ্জয়িত্বা তু বশীকুর্য্যান্নরং কিল॥ অপরাজিতাশিখাস্তু নীলোৎপলসমন্বিতাং। তাম্বূলেন প্রদানাচ্চ বশীকরণমুত্তমং॥

"ওঁ নমঃ সর্ব্বসত্ত্বেভ্যঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে করবীপুষ্প সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করিয়া স্ত্রীর সমক্ষে পরিভ্রামিত করিলে তৎক্ষণাৎ সেই স্ত্রী বশীভূতা হয়। ব্রহ্মদণ্ডী, বচ ও নিম্বপত্র এই সকল দ্রব্য মধুর সহিত পেষণ করিয়া যে ব্যক্তি অঙ্গে লেপন করে, তাহার স্ত্রী অন্য ভর্ত্তা অভিলাষ করে না। ব্রহ্মদণ্ডীবৃক্ষের মূল মুখে ধারণ করিলে শুক্রস্তম্ভন হয় এবং জয়ন্তীমূল মুখে ধারণ করিলে ব্যবহারে জয়লাভ হইয়া থাকে। ভৃঙ্গরাজের মূল স্বীয় শুক্রের সহিত পেষণ করিয়া চক্ষুর্দ্বয় অঞ্জিত করিলে সকল মনুষ্য বশীভূত করিতে পারে। অপরাজিতার মূল ও নীলোৎপল এই উভয় দ্রব্য তাম্বূলের সহিত প্রদান করিলে উত্তম বশীকরণ হইয়া থাকে।

অঙ্গুষ্ঠে চ পদে গুল্‌ফে জানৌ চ জঘনে তথা। নাভৌ বক্ষসি কুক্ষৌ চ কক্ষে কণ্ঠে কপোলকে॥ ওষ্ঠে নেত্রে ললাটে চ মূর্দ্ধ্নি চন্দ্রকলা স্থিতাঃ। স্ত্রীণাং পক্ষে সিতে কৃষ্ণে উর্দ্ধাধঃ সংস্থিতা নৃণাং॥

বামাঙ্গে দক্ষিণাঙ্গে চ ক্রমাদ্রুদ্রদ্রবাদিকৃৎ। চতুঃষষ্টিকলাঃ প্রোক্তাঃ কামশাস্ত্রে বশীকরাঃ। আলিঙ্গনাদ্যা নারীণাং কুমারীণাং বশীকরাঃ॥

অঙ্গুষ্ঠ, পদ, গুল্‌ফ, জানু, জঙ্ঘা, বক্ষ, কুক্ষি, কক্ষ, কণ্ঠ, কপোল, ওষ্ঠ, নেত্র, ললাট ও মস্তক এই সকল স্থানে চন্দ্রকলা অবস্থিতি করে। শুক্লপক্ষে স্ত্রীর উর্দ্ধভাগে এবং কৃষ্ণপক্ষে অধোভাগে, শুক্লপক্ষে পুরুষের অধোভাগে এবং কৃষ্ণপক্ষে উর্দ্ধভাগে কলা থাকে।

স্ত্রীর বামাঙ্গে এবং পুরুষের দক্ষিণাঙ্গে কাম বাস করে, সুতরাং সেই সেই অঙ্গে আলিঙ্গনাদি করিলে দ্রবীভূত হয়। কামশাস্ত্রে বশীকারক চতুঃষষ্টি কলা আছে। কুমারীগণের পক্ষে আলিঙ্গনাদি বশীকারক।

শুণ্ঠী, পিপ্পলী, মরিচ, চন্দন ও অগুরু গোদুগ্ধে বাটিয়া তিলক করিলে সে স্ত্রী বশ হয়।

বামনহাঁটির মূল, চিতাভস্ম, চণ্ডালকেশ ও ব্রাহ্মণকেশ বাটিয়া * * * * দিলে, সে স্ত্রীর বশ হয়।

ডানিপলাশের মূল ও কুড় বাটিয়া গুবাকসহ দিলে, সে স্ত্রীর বশ হয়।

পুষ্যানক্ষত্রে সূর্য্যগ্রহণে আকন্দের মূল তুলিয়া বাটিয়া গুবাকসহ দিলে, সে স্ত্রীর বশ হয়।

কালাগমা, কুড়িয়ার মূল ও কুর্ব্বেণের পাতা বাটিয়া কুঙ্কুমসহ স্বীয় রক্ত দিয়া যে স্ত্রীর নামে আপনার কপালে তিলক করে সে স্ত্রী বশ হয়।

যবক্ষার, যষ্টিমধু, কালগিমা চিতাভস্ম বাটিয়া মধু ও গোরোচনাসহ আপন কপালে তিলক করিলে, সে স্ত্রী বশ হয়।

পুষ্যানক্ষত্রে কর্কটরাশিতে চন্দ্রগ্রহণে শালপাণির মূল আনিয়া বাটিয়া মুখে মাখিয়া স্ত্রীলোককে ছুঁইলে, সে স্ত্রী বশ হয়।

গাইপ্রসবকালে বাছুরের মুখ বাহির হইলে, একখানি হরিদ্রা বাছুরের মুখে ভরিয়া আল্‌গোছে বাছুর ধরিয়া কোলে করিয়া গেলে, সে হরিদ্রা লইয়া যে স্ত্রীকে ছিটা দেয়, সে স্ত্রী বশ হয়।

উরগু কুক্কুরের দক্ষিণপাঁজরের হাড়, শনিমঙ্গলবারে যে স্ত্রীর নামে মন্ত্রিত করে, সে স্ত্রী শীঘ্র আইসে, পাছু পাছু যায় ও বশ হয়।

বামনহাঁটির মূল ও বটের পাতা বাটিয়া মধুসহ যে স্ত্রীর নামে আপন অঙ্গে লেপন করিলে সে বশ হয়।

গোরোচনা মহাদেবি! ঋতুশোণিতভাবিতা। তৎকৃতং তিলকং যস্য স নরো যং নিরীক্ষতে। তঞ্চ সর্ব্ববশং কুর্য্যান্নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥

গোরোচনা ঋতুশোণিতে ভাবনা দিয়া যে ব্যক্তি কপালে তিলক করিয়া যাহাকে দর্শন করিবে, সে ব্যক্তি তাহাকে সর্ব্বপ্রকারে বশীভূত করিতে পারে, ইহার অন্যথা হয় না।

শাবরোক্ত বশীকরণে ফুলপড়া মন্ত্র।

ওঁ আদেশ গুরুকোঁ কাঁউরুদেশ কামাখ্যাদেবী তঁহা বৈঠে ইস্‌মাইল যোগী, ইস্‌মাইল যোগীকি আঙ্গ ফুলকীবারী, ফুলচুলম্পারে নোনাচামারী, ফুল হসে ফুল ফুল বিগসে, ফুলপর বীর নরসিংহ বসে, যো লেই ফুলকী বিস, কবহুঁ ন ছোড়ে মেরা আস, মেরী ভক্তি গুরুকী শক্তি ফুরো মন্ত্রঃ ঈশ্বরবাচা॥

অথ বালিকা-বশীকরণে সিন্দূর কজ্জলপড়া মন্ত্রঃ।

ওঁ আদেশ গুরুকোং সিন্দূরকাজলং মুহু আগে, বালিকা কুমারী ক্ষটকটা জাই অটকটা জো আবে, শ্রীমহাদেব গুরু তেরী আজ্ঞা লাগে, মেরী ভক্তি গুরুকী শক্তি পুরো মন্ত্রঃ ঈশ্বরো বাচা।

অথ বশমন্ত্রঃ।

ওঁ নমঃ কুলফুলকী বারী, রাণী চৌষট্টি নারী, দেখেৰী পারী, মাই সিংহশক্তি তুহা বীজে ফুল স্থয়ে দাস হমারী।

ওঁ কাঁউরূপ দেশতে আহিলি চণ্ডী, তে দীন্দ বেলকী খণ্ডী বেলকী খণ্ডী মুঙ্গলা বৌহ বন্ধ তোর সিংহ দুয়ার, পৈসৌ শক্র করৌ বিলার, মোহি সিদ্ধি, গুরুকো পাউ।

ওঁ মোহিনী মোহিনী তেই মোহিনী বড়া ভাব তৈলে মোহিসি গাংউ, চন্দ্রমোহিলোং সূর্য্য মোহিলোং হাট মোহিলে উপবন মোহিলে উপালা মোহিলে ট একবচন হোই হে সবোবচন গাঁউ, শ্রীমহাদেবকী আজ্ঞা॥

মোহিনী তিনি প জাউ, পহিলেহ মোহো রাজা প্রজা পাছে মোহহ সাগরোগরাউ মোংহুং মেরী সিদ্ধিগুরুকী পাউ জান॥

ওঁ ধার ধার বপ্রধার, রাণী বন্ধো তীনি চার, নসৈ ইননপরি হৈই যাও রক্ষা করহি শ্রী-গোরক্ষস্ত॥

অথ বশীকরণ মন্ত্রঃ। ওঁ চল চল অমুকং বশমানয় হুঁ ফট্, আগচ্ছ আগচ্ছ হুঁ হুঁ ওঁ।

অথবশী ফুলপড়া মন্ত্রঃ। ওঁ আদেশ গুরুকোং কাংউরুদেশ চণ্ডিকা অম্বিকা দেবী উহথো ইস্মাইল্ যোগো ইস্মাইল, যোগিনে লগাই কুলকী বারী ফুলবী লোনাচামারী একফুল হসে একফুল বিগসে জোলেই ফুলকা বাস উসকা জীব ফিরহ মেরা পাশ, মেরী ভক্তি গুরুকি শক্তি-ফুরো মন্ত্র ঈশ্বর উবাচ। ওঁ পং বাঘ বান্ধো বাধি অষ্টোত্তর সোকলা বাংধো হাব চোরমুখ বান্ধে যাভমলে আকাশ বাংধাং মুহুংকারে ডেঙ্ককরে জ মহাদেবকী আজ্ঞা ফুরে সতী সীতাকী আন্ হনুমন্ত জতীকী আন লক্ষণক কুবেরকী আন শ্রীরামচন্দ্রকী আন চৌষট্যোগিনীকী আন আঠারহ ভৈরববনস্পতিকী আন বাচা চারেং কুবাচা করেতো কুম্ভীনরকমে পরে মেরী ভক্তিগুরুকী শক্তি কুরো মন্ত্রঃ ঈশ্বরী বাচা॥

ওঁ কুস্তিল কুন্তল লূক্ ফুরস্ত গিরী ফৃক্ ফুলকী মোসি ওঁ ওঁ কুতী লুকা ফুরস্ত বিলী পিলী দিকিতি লূক্ ফুরস্ত। ওঁ হ্রীঁ কুস্তিল কুন্তল লূক্ ফুরস্ত গিরী ফূক্ ফুলকী মোসি ওঁ ওঁ কুতী লূকা ফুরস্ত বিলী পিলী দিকিতি লূক্ ফুরস্ত। ইত্যাদি পুনরেক মন্ত্রঃ॥

ইতি শ্রীরসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত বশাকরণে
দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয়ঃ অধ্যায়ঃ।

অথ রাজ বশীকরণ ।

কুঙ্কুমঞ্চন্দনঞ্চৈব রোচনং শশিমিশ্রিতম্। গবাং ক্ষীরেণ তিলকং রাজবশ্যকরং পরম্ ॥

ওঁ হ্রীঁ সঃ অমুকং মে বশমানয় স্বাহা। পূর্ব্ববৎ স : ২ং জপ্ত্বা অনেন মন্ত্রেণ সপ্তাভি-মন্ত্রিতং তিলকং কুর্য্যাৎ।

কুঙ্কুম, চন্দন, গোরোচনা, ও কর্পূর একত্রে গোদুগ্ধসহ মিশ্রিত করিয়া তিলক করিলে রাজাকে বশীভূত করা যায়, তাহার মন্ত্র "ওঁ হ্রীঁ সঃ অমুকং মে বশমানয় স্বাহা।" এই মন্ত্রে সহস্রবার জপ করিয়া ঐ বস্তুদ্বারা তিলক করিয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইলে তদ্দর্শনে রাজা বশীভূত হইবে।

প্রকান্তরে বশীকরণ।

শ্বেতাপরাজিতা-মূলং পিষ্টং রোচনয়া যুতম্।
যং পশ্যেত্তিলকেনৈব বশীকুর্য্যাৎ নৃপালয়ে ॥

শ্বেত অপরাজিতার মূল পেষণ করিয়া গোরচনার সহিত মিশ্রিত করিয়া তিলক করিবে, পরে রাজগৃহে যাইয়া যাহাকে দর্শন করিবে, তাহাকেই বশীকরণ করিতে পারিবে।

বর্গাণাং প্রথমং বর্ণং অন্তস্থানাং তথৈব চ। ওঁকারশিরসঞ্চাপি ওঁ কারশিরসন্ততঃ। অন্তে ভাগে চ রেফঞ্চ দত্বা মন্ত্রং সমুদ্ধরেৎ। নিরামিষান্নং ভুক্ত্বা চ জপ্তব্যো মন্ত্র উত্তমঃ॥ ক্রোঁং য্রোং। অনেন মন্ত্রেণ। অসাধ্যমপি রাজানং পুত্রপৌত্রান্ সবান্ধবান্। যেহস্য গোত্রসমুৎ-পন্নাঃ পশবো যে চ সর্ব্বতঃ। তে সর্ব্বে বশতাং যান্তি সহস্রার্দ্ধস্য জাপনাৎ। সমাসাদ চ স্পৃষ্ট্বা চ গৃহীত্বা নাম তস্য বৈ। ইত্যাদিকং সর্ব্বমন্ত্রং গ্রাহ্যং ভক্ত্যা গুরোস্তথা। সিধ্যন্তি সর্ব্বকার্য্যাণি নান্যথা সিদ্ধিভাগ্ ভবেৎ ॥

নিরামিষ ভোজন করিয়া উপরের লিখিত বচনদ্বারা ক্রোঁং য্রোং এই মন্ত্র উদ্ধার করিবে, পরে ঐ মন্ত্র অর্দ্ধসহস্র জপ করিলে। রাজা ও তাঁহার পুত্র, বন্ধু, বান্ধব ও স্বগোত্র এবং তাঁহার পশু প্রভৃতি সর্ব্বসমেত বশীভূত করিতে পারিবে। যাহাকে যাহাকে বশীকরিবে তাহার নাম উল্লেখ করিয়া এবং গুরুর প্রতি ভক্তি করিয়া কার্য্য করিলে সিদ্ধ হইবে।

অন্যপ্রকার।

চম্পকস্য চ বন্দাকং করে বদ্ধা প্রযত্নতঃ। সংগৃহ্য ভরণীঋক্ষে পুষ্যে বা সুবিধানতঃ। রাজানং তৎক্ষণাদেব মনুষ্যো বশমানয়েৎ॥ করে সুদর্শনামূলং বদ্ধা রাজ-প্রিয়ো ভবেৎ॥

চম্পক বৃক্ষের বন্দাক অর্থাৎ পরগাছা ভরণীনক্ষত্রে বা পুষ্যানক্ষত্রে সংগ্রহ করিয়া ধারণ করিলে তখনই রাজাকে বশীভূত করিতে পারিবে। আর সুদর্শনার মুল হাতে বান্ধিলে রাজার প্রিয় হইবে।
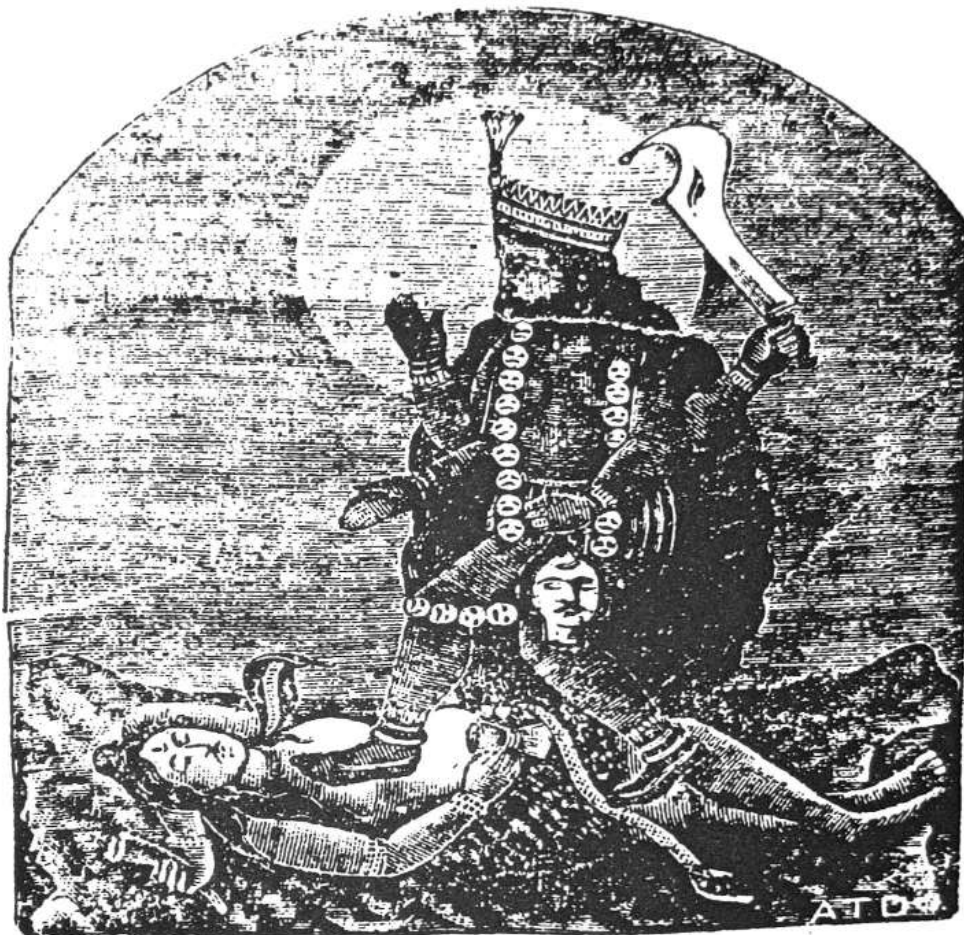
ওঁ হ্রীং বরবস কালী হ্রীং স্বাহা। অনেন শমীসমিধাং ঘৃতাক্তানাং অযুতৈকং হনেৎ তদা রাজা বরদো ভবতি। পঞ্চ গ্রামান্ দদাতি।

ওঁ হ্রীং বরবশ কালী হ্রীং স্বাহা। এইমন্ত্রদ্বারা ঘৃতযুক্ত শমীবৃক্ষ (শাঁইগাছের) শমীধদ্বারা হাজার হোম করিবে, তাহা হইলে রাজা অভীষ্টবর প্রদান করিবেন এবং অতিরিক্ত পাঁচখানা গ্রামও প্রদান করিবেন॥

কুঙ্কুমং চন্দনঞ্চৈব কর্পূরং তুলসীদলং।
গবাং ক্ষীরেণ তিলকং রাজবশ্যকরং পরং॥

মহাদেব বলিতেছেন—কুঙ্কুম, রক্তচন্দন, কর্পূর ও তুলসীপত্র এই

সকল দ্রব্য গব্যদুগ্ধে পেষণ করিয়া কপালে তিলক করিলে রাজাকে বশীভূত করিতে পারা যায়।

করে সুদর্শনামূলং বদ্ধা রাজপ্রিয়ো ভবেৎ। হরিতালমশ্বগন্ধা কর্পূরঞ্চ মনঃশিলা। অজাক্ষীরেণ তিলকং রাজবশ্যকরং পরং ॥

হস্তে শ্বেতবেড়েলার মূল বন্ধন করিলে রাজার প্রিয়পাত্র হইতে পারে, এবং হরিতাল, অশ্বগন্ধা, কর্পূর ও মনঃশিলা এই সকল দ্রব্য ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া কপালে তিলক করিলে রাজা বশীভূত হয়।

গৃহীত্বা সুদর্শনামূলং পুষ্যানক্ষত্রবাসরে। কর্পূরং তুলসীপত্রং পেষয়েল্লিপ্তবস্ত্রকে। বিষ্ণুক্রান্তানি বীজানি তৈলং প্রজ্বাল্য দীপকে। কজ্জলং পাতয়েদ্রাত্রৌ শুচিপূর্ব্বঃ সমাহিতঃ। কজ্জলং চাঞ্জয়েন্নেত্রং রাজবশ্যকরং পরং। চক্রবর্ত্তির্ভবেদ্বশ্যশ্চান্যলোকেষু কা কথা ॥

পুষ্যানক্ষত্রে শ্বেতবেড়েলার মূল আনিয়া সেই মূল এবং কর্পূর ও তুলসীপত্র এই সকল দ্রব্য একত্রে পেষণ করিয়া বস্ত্রখণ্ডে লেপন করিয়া অপরাজিতাবীজের তৈলদ্বারা বর্ত্তিকা প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তিকা প্রজ্জ্বলিত করিয়া রাত্রিতে শুচি হইয়া সেই দীপশিখায় কজ্জলপাত করিবে, এই কজ্জলদ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন করিলে রাজা বশীভূত হয়।

অথ রাজবশীকরণ।

কুঙ্কুমং চন্দনঞ্চৈব রোচনং শশিমিশ্রিতম্। গবাং ক্ষীরেণ তিলকং রাজবশ্যকরং পরং। ওঁ ক্লীঁ সঃ অমুকং মে বশ কুরু কুরু স্বাহা ॥ পূর্ব্বমেব সহস্রং জপ্ত্বা অনেন তিলকং রাজবশ্যকরং পরম্।

কুঙ্কুম (জাফরান্) জয়িত্রী, গোরোচনা ও কর্পূর এই কয়টি বস্তু সমভাগে চূর্ণ করিয়া গোদুগ্ধে মিশ্রিত করিবে। তৎপরে ঐ বস্তু দ্বারায় তিলক করিয়া রাজার সমীপে উপস্থিত হইলে রাজা বশীভূত হইবেন।

চক্রমর্দ্দস্য মূলন্তু হস্তর্ক্ষে তু সমুদ্ধরেৎ। রাজদ্বারে ভবেৎ পূজ্যো হস্তে বদ্ধা চ বাদজিৎ। ওঁ সুদর্শনায় হুঁ ফট্ স্বাহা। পূর্ব্বমেব সহস্রজপে সিদ্ধিঃ ॥

হস্তানক্ষত্রে চাকুলীয়ার মূল উদ্ধৃত করিয়া হস্তে ধারণ করিলে সেই ব্যক্তি রাজদ্বারে পূজনীয় হয় এবং বিবাদে জয়লাভ করে। এই প্রক্রিয়ার পূর্ব্বে ওঁ সুদর্শনায় হুঁ ফট্ স্বাহা, এই মন্ত্র সহস্র জপ করিয়া সিদ্ধি হইলে কার্য্য করিবে।

পূর্ব্বমেবাযুতং জপ্ত্বা চণ্ডমন্ত্রস্য সিদ্ধয়ে। ততো হ্যৌষধযোগায় কুরু সপ্তাভিমন্ত্রিতং। সিধ্যন্তি সর্ব্বকর্ম্মাণি পূর্ব্বমেব প্রভাবতঃ। ওঁ হ্রীঁ রক্তচামুণ্ডে কুরু কুরু অমুকং মে বশমানয় স্বাহা। অয়ং চণ্ডমন্ত্রঃ সর্ব্বসিদ্ধো ভবতি।

যে স্থলে চণ্ড মন্ত্রদ্বারা কার্য্য করিতে হইবে, সেই স্থলে মন্ত্র সিদ্ধির নিমিত্তে প্রথমতঃ ওঁ হ্রীঁ রক্তচামুণ্ডে ইত্যাদি মন্ত্র সহস্র জপ করিবে, পরে ঔষধাদি গ্রহণ ও প্রয়োগকালেও উক্ত মন্ত্রে সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করিয়া কার্য্য করিবে। এইরূপ করিলে সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ হইয়া থাকে।

উত্তরায়াং সমাদায় প্রাতরশ্বত্থব্রধ্নকং।
করে বদ্ধা তু সর্ব্বত্র রাজদ্বারে জয়াবহং॥

উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া কিম্বা উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে প্রাতঃকালে অশ্বত্থবৃক্ষের মূল উদ্ধৃত করিয়া হস্তে ধারণ করিলে রাজদ্বারে এবং অন্যান্য সকল স্থানে জয়লাভ করিতে পারে।

ধাত্রীব্রধ্নং ভরণ্যান্তু বিশাখামাম্রব্রধ্নকং। পূর্ব্বফল্গুনীনক্ষত্রে গ্রাহ্যং দাড়িম্বব্রধ্নকং। করে বদ্ধা ভবেদ্বশ্যো যদি রাজা পুরন্দরঃ॥

ভরণীনক্ষত্রে আমলকীবৃক্ষের মূল, বিশাখানক্ষত্রে আম্র বৃক্ষের মূল, এবং পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রে দাড়িম্ববৃক্ষের মূল গ্রহণ করিয়া হস্তে ধারণ করিলে দেবরাজ ইন্দ্রও তাহার প্রতি বশীভূত হন।

অশ্লেষায়াং গৃহীত্বা তু নাগকেশরব্রধ্নকং।
করে বদ্ধা ভবেদ্বশ্যো যো রাজা পৃথিবীপতিঃ॥

অশ্লেষানক্ষত্রে নাগকেশরের মূল গ্রহণ করিয়া করে বন্ধন করিলে পৃথিবীর অধিপতি রাজাও বশীভূত হইয়া থাকেন।

নিম্বষ্যাঙ্কোলতৈলেন রক্তমণ্ডলমূলবং। সপ্তাভিমন্ত্রিতং কৃত্বা তিলকং রাজবশ্যকৃৎ। উক্তযোগানাং চণ্ডমন্ত্রেণ সিদ্ধিঃ।

রক্তোৎপলের মূল আকোঁড় ফলের তৈলে ঘর্ষণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত চণ্ডমন্ত্রে সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করিয়া কপালে তিলক করিলে রাজা বশীভূত হন। পূর্ব্বে যে সকল প্রক্রিয়া কথিত হইল, তৎসমুদয় পূর্ব্বকথিত চণ্ডমন্ত্রদ্বারা করিতে হইবে।

হোময়েৎ কটুতৈলেন রক্তচন্দনরাজিকাং।
সহস্রাহুতিমাত্রেণ রাজানং বশমানয়েৎ ॥

কটু তৈলের সহিত রক্তচন্দন ও শ্বেত সর্ষপের সহস্র হোম করিলে তৎক্ষণাৎ রাজাকে বশীভূত করিতে পারা যায়।

সর্ষপং ছাগরক্তেন হুত্বা রাত্রৌ স্বকে গৃহে।
সংখ্যা চ পূর্ব্ববদ্বশ্যো রাজা ভবতি নান্যথা ॥

রাত্রিকালে স্বীয় গৃহে ছাগরক্তের সহিত শ্বেত সর্ষপদ্বারা সহস্র হোম করিবে, ইহাতে নিশ্চয় রাজা বশীভূত হইয়া থাকে।

মধুনা তস্য পুষ্পস্তু রাত্রৌ হুত্বা চ পূর্ব্ববৎ।
চক্রবর্ত্তী ভবেদ্বশ্যশ্চণ্ডমন্ত্রপ্রভাবতঃ ॥

রাত্রিকালে মধুর সহিত সর্ষপপুষ্পদ্বারা সহস্র হোম করিলে চণ্ডমন্ত্রপ্রভাবে সসাগরাধরার অধীশ্বরও তৎক্ষণাৎ তাহার বশীভূত হইয়া থাকে। ইতি পূর্ব্বে যে সকল হোমের কথা লিখিত হইল, পূর্ব্বোক্ত চণ্ডমন্ত্রে ঐ সকল হোম করিতে হইবে।

বৃহন্নীলতন্ত্রম্।

অথান্যৎ সংপ্রবক্ষ্যামি বশীকরণমুত্তমম্। যে চ বিজ্ঞানমাত্রেণ মন্ত্রাঃ সিধ্যন্তি তৎক্ষণাৎ। প্রতিমাং কারয়েদ্দেবি পলেন রজতস্য চ ॥ পলার্দ্ধেন মহেশানি সাধ্যস্য প্রতিমাং শিবে। হরিতালং পলার্দ্ধঞ্চ হরিদ্রাচূর্ণকং তথা। গর্ত্তং কৃত্বা সার্দ্ধহস্তং তত্র নিক্ষিপ্য সুন্দরি। রক্তাসনং তত্র দত্ত্বা বসেত্তদ্গতমানসঃ। চতুর্দ্দিক্ষু মহেশানি পতাকাং বিনিবেশয়েৎ। রক্তাসনে চোপবিশ্য পূর্ব্বাস্যো জপমাচরেৎ। পূজায়ানিয়মং দেবি জানীহি নগনন্দিনি। তিলপূর্ণং ঘটং তত্র স্থাপয়েত্তত্র দেশিকঃ। তাম্রপাত্রং ততোঽন্যস্য প্রতিষ্ঠামাচরেত্ততঃ। প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্রেণ প্রাণান্ সংস্থাপয়েদ্বুধঃ। অধঃ কৃত্বা পূজয়িত্বা প্রবালমালয়া জপেৎ। দশসাহস্রজপ্যেন প্রয়োগার্হো ভবেত্ততঃ। প্রণবং পূর্ব্বমুচ্চার্য্য মায়াবীজং দ্বিতীয়কম্ ॥ কান্তঞ্চ লাকিনীযুক্তং বামকর্ণেন্দুভূষিতম্। ততোরক্তপদং ব্রূয়াচ্চামুণ্ডে তদনন্তরম্। সাধ্যনাম ততো ন্যস্য বশমানয় তৎপরম্। বহ্নিজায়াবধির্মন্ত্রো জপেদ্দশসহস্রকম্। দশাংশাদিপ্রমাণেন হোমাদীংশ্চ সমাচরেৎ। প্রাতঃ স্নাত্বা শুচির্ভূত্বা হবিষ্যাশী জিতেন্দ্রিয়ঃ। প্রাতঃকালং সমারভ্য জপেন্মধ্যং দিনাবধি। জপে সমাপ্তে দেবেশি হুনেদ্দিনে দিনে শুভে। জাতীপুষ্পস্য হোমেন বশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ। বপুরমিশ্রিতৈস্তোয়ৈস্তর্পয়েৎ পরদেবতাম্। পূর্ব্বং প্রণবমুদ্ধৃত্য চামুণ্ডাং প্রবদেত্ততঃ। তর্পয়াম্যগ্নিজায়ান্তং মন্ত্রং জানীহি ভৈরবী। অনেনৈব বিধানেন সন্তর্প্য পরদেবতাম্। সিদ্ধিপ্রয়োগো দেবেশি জায়তে নাত্র সংশয়ঃ। অভিষেকং ততঃ কুর্য্যাদ্ ভৈরবি প্রাণবল্লভে।

প্রণবঞ্চ মহেশানি চামুণ্ডাং তদনন্তরম্। অভিষিঞ্চামি তৎপশ্চাৎ হৃদন্তে নাভিষিঞ্চয়েৎ। তদ্দশাংশেন দেবেশি ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েত্তদা। এবং কৃতে মহেশানি বশীকরণমুত্তমম্। জায়তে নাত্র সন্দেহঃ সত্যং সুরগণার্চ্চিতে। কামতুল্যশ্চ নারীণাং রিপূণাং শমনোপমঃ। যাবজ্জীবিতপর্য্যন্তং স্মরবাণ ইবেশ্বরি। জায়তে নাত্র সন্দেহঃ সত্যং সুরগণার্চ্চিতে। শ্বেতাপরাজিতামূলং পেষয়েদ্রোচনাযুতম্। শতেনামন্ত্রিতং কৃত্বা তিলকং কারয়েত্ততঃ। বশয়েন্নাত্র সন্দেহঃ সত্যং সত্যং মহেশরি। চন্দ্রসূর্য্যৌ যদি বৃথা তদা নিষ্ফলভাগ্ ভবেৎ। রক্তবস্ত্রেণ চামুণ্ডাং তোষয়েদ্বহুযত্নতঃ। সুবর্ণদক্ষিণা দেয়া বিত্তানুসারতঃ প্রিয়ে। আদ্যন্তে মহতীং পূজাং কুর্য্যাত্তস্যা বরাননে। পঞ্চদিনপ্রয়োগেণ রাজানং বশমানয়েৎ॥

এই বচনের অনুবাদ এই বশীকরণ পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডের ৭৫ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে, ইহার মধ্যে প্রভেদ এই যে, উক্ত ৭৫ পৃষ্ঠায় ঐ বচনের অনুবাদে যেস্থলে একটী তিলপূর্ণ ঘট গর্ত্তমধ্যে অধঃমুখ করিয়া স্থাপন করিবে লিখিত আছে, সেই স্থলে ঐ তিলপূর্ণ ঘটকে সেই দিকে স্থাপন করিবে লিখিত হইয়াছে।

সর্ব্বজন বশীকরণ।

একচিত্তস্থিতো মন্ত্রী মন্ত্রং জপ্ত্বাযুতদ্বয়ং।
ততঃ ক্ষোভয়তে লোকান্ দর্শনাদেব সাধকঃ॥

সিদ্ধনাগার্জ্জুনোক্ত সর্ব্বজনবশীকরণ কথিত হইতেছে। সাধক স্থিরচিত্ত হইয়া দুই অযুত অর্থাৎ বিংশতিসহস্র মন্ত্র জপ করিয়া প্রক্রিয়া করিবে। এই বশীকরণকার্য্য করিলে তাহাকে দর্শনামাত্র ত্রিভুবন ক্ষুব্ধ হইয়া থাকে।

বিদারীবটমূলস্তু জলেন সহ ঘর্ষয়েৎ।
বিভূত্যা সংযুতং মন্ত্রী তিলকং লোকবশ্যকৃৎ॥

ভূমিকুষ্মাণ্ড ও বটবৃক্ষের মূল জলের সহিত ঘর্ষণ করিয়া বিভূতির সহিত কপালে তিলক করিবে। উক্তরূপ তিলকধারী পুরুষকে দর্শন করিলে ত্রিলোক বশ্য হয়॥

পুষ্যে পুণর্নবামূলং রুদ্রদন্তীয়মূলিকা। খববীজং তথা বদ্ধা করে সপ্তাভিমন্ত্রিতং পূজ্যো ভবতি সর্ব্বত্র মন্ত্রমত্রৈব কথ্যতে। ওঁ ঐঁ পুরং ক্ষোভয় ভগবতি গম্ভীরয় ব্লুং স্বাহা। এতন্মন্ত্রমযুতদ্বয়ং জপ্ত্বা সিদ্ধো ভবতি।

পুষ্যানক্ষত্রে পুনর্নবার মূল ও রুদ্রদন্তীর মূল উত্তোলন করিয়া এই

দুই মূলের সহিত যববীজ হস্তে বন্ধন করিবে, বন্ধনকালে ওঁ ঐঁ পুরং ক্ষোভয় ইত্যাদি মন্ত্রে সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করিয়া লইতে হইবে এবং এই সকল প্রক্রিয়ার পূর্ব্বে উক্ত মন্ত্র বিংশতিসহস্র বার জপ করিয়া সিদ্ধি হইলে কার্য্য করিবে। এই সাধনদ্বারা সাধক সর্ব্বত্র পূজ্য হয়।

উদ্‌ভ্রান্তপত্রং মঞ্জিষ্ঠাং ককুভং তগরং সমং।
খানে পানে তথা স্পর্শে দত্তে বশ্যং ভবত্যলং॥

বাতোৎক্ষিপ্তপত্র, মঞ্জিষ্ঠা, অর্জ্জুনবৃক্ষ ও তগরকাষ্ঠ এই সকল দ্রব্য সমভাগে যাহাকে * ও * করাইবে কিম্বা যাহার অঙ্গে স্পর্শ করাইবে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয় বশীভূত হইবে।

সিংহীমূলং হরেৎ পুষ্যে কট্যাং বদ্ধা জগৎপ্রিয়ঃ।
নিশি কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং মহানীলীং শ্মশানতঃ।
উদ্ধৃত্য নরতৈলেন অঞ্জনে লোকবশ্যকৃৎ॥

পুষ্যানক্ষত্রে কণ্টকারীর মূল উত্তোলন করিয়া কটীতে বন্ধন করিলে সেই ব্যক্তি সকলের প্রিয়পাত্র হয় এবং কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীর রাত্রিতে শ্মশানস্থিত মহানীল বৃক্ষের মূল উদ্ধৃত করিয়া নরতৈলদ্বারা অঞ্জন করিলে জগৎ বশীভূত করিতে পারা যায়।

তন্মূলং স্বস্য শুক্রেণ অঞ্জনে লোকবশ্যকৃৎ।
তন্মূলং বন্ধয়েদ্ধস্তে সর্ব্বলোক-প্রিয়ো ভবেৎ॥

শ্মশানোৎপন্ন মহানীলবৃক্ষের মূল ও স্বীয় শুক্র একত্র পেষণ করিয়া অঞ্জন করিলে বশীকরণ করিতে পারা যায় এবং উক্ত মূল হস্তে বন্ধন করিলে সেই ব্যক্তি সর্ব্বলোকপ্রিয় হয়।

চন্দ্রপুষ্যে সমুদ্ধৃত্য ব্রহ্মদণ্ডীয়মূলকং।
ভোজয়েৎ সর্ব্বসত্ত্বানাং বশীকরণমদ্ভুতং॥

পুষ্যানক্ষত্রে ইড়ানাড়ী বহন সময়ে ব্রহ্মদণ্ডীর মূল উদ্ধৃত করিয়া ভক্ষণ করাইলে সর্ব্বপ্রাণীকে বশীভূত করিতে পারে।

উলূকহৃদয়ং তুল্যং কুমারীরোচনং সুধীঃ।
অঞ্জনং রোচনে বশ্যমানয়েদ্ভুবনত্রয়ং॥

ওঁ নমো মহাযক্ষিণি অমুকং মে বশমানয় স্বাহা। অস্য মন্ত্রস্য পূর্ব্বমেবাযুতং জপ্ত্বা। উদ্‌ভ্রান্তপত্রাদিসর্ব্বে যোগাঃ কর্ত্তব্যাঃ॥ শতবারমভিমন্ত্র্য সিদ্ধা ভবন্তি॥

পেঁচকের হৃদয়, ঘৃতকুমারী ও গোরোচনা, এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া চক্ষুতে অঞ্জন করিলে ত্রিভুবন বশ্য করিতে পারা যায়। ওঁ নমো মহাযক্ষিণি ইত্যাদি মন্ত্র দশ সহস্র জপ করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়াসকল করিতে হইবে।

সর্ব্বেষামেব মন্ত্রাণাং মন্ত্রধ্যানং পৃথক্ পৃথক্।
উক্তস্থানে যথাসংখ্যমনুক্তেত্বযুতং জপেৎ॥

মন্ত্র সকলের জপসংখ্যা পৃথক্ পৃথক্ জানিবে। যে মন্ত্রের যেরূপ সংখ্যা উক্ত আছে, সেই মন্ত্র তৎসংখ্যায় জপ করিবে, আর যেস্থলে কোন সংখ্যা উক্ত নাই, সেইস্থলে এক অযুত অর্থাৎ দশসহস্র জপ জানিবে।

মৃগশীর্ষে তু সংগ্রাহ্যং সুরক্তকরবীরকং। নবাঙ্গুলং কীলকন্তু সপ্তবারাভিমন্ত্রিতং। যস্য নাম্না খনেদ্ভূমৌ স বশ্যো ভবতি ধ্রুবং। ওঁ ঐঁ স্বাহা প্রথমমযুতজপঃ॥

মৃগশিরানক্ষত্রে রক্তকরবীর মূল উদ্ধৃত করিয়া তাহার নবাঙ্গুলপরিমিত কীলক ওঁ ঐঁ স্বাহা এই মন্ত্রে সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করিয়া যাহার নাম উল্লেখপূর্ব্বক ভূমিতে নিখনন করিবে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয় বশ্য হইবে। ওঁ ঐঁ স্বাহা, এই মন্ত্র প্রথমে দশ সহস্রবার জপ করিয়া সিদ্ধ হইলে এই কার্য্য করিবে।

অপামার্গস্য কীলন্তু মূলমুৎসার্য্য ত্র্যঙ্গুলং। সপ্তাভিমন্ত্রিতং যস্য গৃহে ক্ষিপ্ত্বা বশী ভবেৎ। ও মদনকামদেবায় ফট্ স্বাহা। শতমষ্টোত্তরং জপ্ত্বা পূর্ব্বমেবাভবন্নরঃ। সিদ্ধো ভবতি তৎসত্যং তিলকং কুরুতে বশং॥

অপামার্গের মূল উত্তোলন করিয়া তাহার তিন অঙ্গুল পরিমিত কীলক সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করিয়া যাহার গৃহমধ্যে নিক্ষেপ করা যায়, সেই ব্যক্তি বশ্য হইবে। ওঁ মদন কামদেবায় ফট্ স্বাহা। এই মন্ত্র অষ্টোত্তরশতবার জপ করিয়া সিদ্ধ হইলে এই কার্য্য করিবে এবং অপামার্গের মূলদ্বারা কপালে তিলক করিলে বশীকরণ হয়।

স্বয়ম্ভুকুসুমং বস্ত্রে গৃহীত্বা ত্রিপথে দহেৎ। শনিভৌমস্য বারে বা তদ্ভস্মতিলকং কৃতং। বশং নয়তি রাজানমন্যলোকেষু কা কথা। ওঁ নমো ভৈরবীতরে আজ্ঞাকালে কমলমুখে রাজমোহনে প্রজাবশীকরণে স্ত্রীপুরুষরঞ্জনি লোকবশ্যমোহনি মে সোহং ওঁ গুরুপ্রসাদেন॥

স্বয়ম্ভুকুসুম বস্ত্রমধ্যে গ্রহণ করিয়া ত্রিপথের মধ্যস্থানে শনি কিম্বা

মঙ্গলবারে দগ্ধ করিবে। তৎপরে ঐ বস্ত্রদগ্ধ ভস্মদ্বারা কপালে তিলক করিবে। ইহাতে রাজাও বশীভূত হন, অন্যের আর কথা কি। ওঁ নমো ভগবতি ইত্যাদি মন্ত্রে উক্তকার্য্য করিবে।

রাত্রৌ কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং লাঙ্গলীমূলমুদ্ধরেৎ। শ্বেতচ্ছগলিকাগর্ভে শয্যায়াং নরতৈলকং। ক্ষৌদ্রকালকসংযুক্তং তিলকং সর্ব্ববশ্যকৃৎ॥

কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীর রাত্রিতে ইষলাঙ্গলিয়াবৃক্ষের মূল, নরতৈল, মধু ও হরিতাল এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া কপালে তিলক করিলে সর্ব্ব-লোককে বশীভূত করিতে পারা যায়।

অজমোদস্য মূলেন তুরগীগর্ভশয্যয়া। হরিতালঞ্চ সংপিষ্য গুটিকা মুখমধ্যগা। যদযস্মাদ্ যাচতে বস্তু তত্তদেব দদাত্যসৌ॥ ওঁ অম্মকর্ণেশ্বরি দুর্ব্বলে আইকেশিকজটাকলাপে। ঢক্কার ফেৎকারিণি স্বাহা॥

যমানীবৃক্ষের মূল ও হরিতাল একত্র পেষণ করিয়া গুটিকা করিবে, ঐ গুটিকা মুখমধ্যে রাখিয়া যাহার যাহার নিকট যে যে দ্রব্য প্রার্থনা করিবে, সেই সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ সেই সেই দ্রব্য প্রদান করিয়া থাকে। ওঁ অম্মকর্ণেশ্বরি ইত্যাদি মন্ত্রে উক্ত কার্য্য করিবে।

বটপত্রং ময়ূরশিখয়াতুল্যং তিলকং লোকবশ্যকৃৎ। বিষ্ণুক্রান্তা ভৃঙ্গরাজং রোচনং সহদেবিকা। শ্বেতাপরাজিতামূলং কন্যাহস্তে প্রলেপয়েৎ। বারিণা তিলকং কুর্য্যাৎ সর্ব্বলোক-বশঙ্করং॥

বটপত্র ও ময়ূরশিখা তুল্য পরিমাণে লইয়া তিলক করিলে সর্ব্বলোক বশীভূত হয় এবং কৃষ্ণাপরাজিতা, ভৃঙ্গরাজের মূল, গোরোচনা, বেড়েলা ও শ্বেতাপরাজিতার মূল এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া অবিবাহিত কন্যার হস্তে লেপন করিবে। তৎপরে ঐ লিপ্তবস্তু জলের সহিত ঘর্ষণ করিয়া তিলক করিলে সর্ব্বলোক বশীভূত হইবে।

রক্তাশ্বমারপুষ্পঞ্চ কুষ্ঠঞ্চ শ্বেতসর্ষপং। শ্বেতার্কমূলং তগরং শ্বেতগুঞ্জা চ বারুণী। কৃষ্ণাষ্টম্যাং পুষ্যযুক্তং চতুর্দ্দশ্যাঃ তথাবিধং। পেষয়েৎ কন্যকাহস্তে তিলকং সর্ব্ববশ্যকৃৎ॥

রক্তকরবীরপুষ্প, কুড়, শ্বেতসর্ষপ, শ্বেত আকন্দের মূল, তগব শ্বেতগুঞ্জা ও রাখালসসার মূল এই সকল দ্রব্য পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী অথবা চতুর্দ্দশী তিথিতে একত্র কন্যার হস্তে পেষণ করিবে। তৎপরে ঐ পিষ্টদ্রব্যদ্বারা তিলক করিবে, ইহাতে সর্ব্বলোক বশীভূত হয়।

অপামার্গস্য মূলন্তু পেষয়েদ্রোচনেন তু। ললাটে তিলকং কৃত্বা বশীকুর্য্যাজ্জগত্রয়ং। ওঁ নমো বরজালিনি সর্ব্বলোকবশঙ্করী স্বাহা। অয়ং মন্ত্র উক্তযোগানাং। অষ্টোত্তরসহস্রজপাৎ সিদ্ধিঃ॥

অপামার্গের মূল ও গোরোচনা একত্র পেষণ করিয়া কপালে তিলক করিলে ত্রিজগৎ বশীভূত করিতে পারা যায়। ওঁ নমো বরজালিনি ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ব্বোক্ত কার্য্য সকল করিতে হইবে।

উলূকচক্ষুরাদায় গোরোচনসমন্বিতং।
বারিণা সহ দাতব্যং পানাদ্বশ্যকরং পরং॥

পেঁচকের চক্ষু আনিয়া তাহার সহিত গোরোচনা মিশ্রিত করিয়া যাহাকে জলের সহিত * করিতে দিবে, সেই ব্যক্তি বশীভূত হইবে।

উলূকস্য তু কর্ণৌ দ্বৌ চটকস্য বিলোচনং। তচ্চূর্ণং তিলকে পানে ভক্ষণে গন্ধপুষ্পয়োঃ। ক্ষিপেদ্বা মস্তকে যস্য স বশ্যো জায়তেঽচিরাৎ॥

পেঁচকের দুই কর্ণ এবং চটকপক্ষীর চক্ষু এই দুই দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণদ্বারা কপালে তিলক করিলে জগৎ বশীভূত করিতে পারে। আর এই চূর্ণ কোন ব্যক্তির * ও * * সহিত প্রদান করিলে অথবা গন্ধদ্রব্য ও পুষ্পের সহিত আঘ্রাণ করাইলে কিম্বা কোন ব্যক্তির মস্তকে অর্পণ করিলে সেই সেই ব্যক্তি বশীভূত হইয়া থাকে।

মাংসং গ্রাহ্যমুলূকস্য কুঙ্কুমাগুরুচন্দনং। গোরোচনসমং পিষ্টং ভক্ষে পানে জগদ্বশং। স্ত্রিয়ো বা পুরুষো বাপি সহস্রজপনাদ্ভবেৎ। ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ হ্রঃ হ্মঃ হ্রেঃ ফট্ নমঃ॥

পেঁচকের মাংস, কুঙ্কুম, অগুরু, রক্তচন্দন ও গোরোচনা এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে একত্র পেষণ করিয়া * * * প্রদান করিলে ত্রিজগৎ বশীভূত হয়। ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ ইত্যাদি মন্ত্র সহস্র জপ করিয়া এই কার্য্য করিবে, ইহাতে স্ত্রী কিম্বা পুরুষ সকলেই বশ্য হইয়া থাকে।

কৃতোপবাসো গৃহ্নীয়াৎ সমূলাঞ্চেন্দ্রবারুণীং। উত্তরাভিমুখেনৈব কুটয়েত্তদুদূখলে। তৎকল্কং ত্রিকটুং তুল্যমজামূত্রেণ পেষয়েৎ। ছায়াশুষ্কাং বটীং কুর্য্যাৎ সা বটী রক্তচন্দনং। ঘৃষ্ট্বাথ স্বাম্বুনীং লিপ্ত্বা তয়া স্পৃষ্টে জগদ্বশং॥

পূর্ব্বদিবস উপবাসী থাকিয়া রাখালসসার মূল উত্তোলন করিবে, পরে উত্তরাভিমুখী হইয়া উদূখলে ঐ মূল কুট্টিত করিবে। অনন্তর ঐ কল্ক ও

ত্রিকটু অর্থাৎ মরিচ, পিপুল ও শুঁঠ তুল্যপরিমাণে লইয়া ছাগমূত্রে পেষণ পূর্ব্বক ছায়াতে শুষ্ক করিয়া বটী করিবে। তৎপরে ঐ বটীকা ও রক্তচন্দন একত্র ঘর্ষণ করিয়া স্বীয় অঙ্গুলীতে লেপনপূর্ব্বক ঐ অঙ্গুলীদ্বারা যাহাকে স্পর্শ করিবে, সেই ব্যক্তি বশীভূত হইবে। এই বশীকার্য্যে ত্রিজগৎ বশ্য হয়।

সা বটী দেবদারুঞ্চ তুল্যঞ্চ সিতচন্দনং।
জলে ঘৃষ্ট্বা বিলেপায় দত্তং যস্য ভবেদ্বশঃ॥

পূর্ব্বোক্ত বটী, দেবদারু ও শ্বেতচন্দন তুল্যপরিমাণে লইয়া একত্র জলে ঘর্ষণ করিয়া যাহাকে অঙ্গে লেপনার্থ প্রদান করা যায়, সেই ব্যক্তি বশীভূত হইয়া থাকে।

সা বটী রোচনং তুল্যং কৃত্বা তোয়েন পেষয়েৎ। অনেন তিলকং কৃত্বা সর্ব্বত্র বিজয়ী ভবেৎ। ওঁ নমঃ শচী ইন্দ্রাণী সর্ব্ববশঙ্করী সর্ব্বার্থসাধিনী স্বাহা। অস্য সহস্রে জপ্তে পূর্ব্বযোগসিদ্ধিঃ॥

পূর্ব্বকৃত বটী ও গোরোচনা এই দুই দ্রব্য তুল্যপরিমাণে লইয়া জলের সহিত পেষণ করিয়া কপালে তিলক করিলে সেই ব্যক্তি সর্ব্বত্র জয়লাভ করিতে পারে। ওঁ নমঃ শচী ইন্দ্রাণী ইত্যাদি মন্ত্র সহস্র জপ করিয়া পূর্ব্বোক্ত যোগ সকল করিলে সিদ্ধি হইবে।

কৃষ্ণপক্ষচতুর্দ্দশ্যামষ্টম্যাং বা উপযোষিতঃ। বলিং দত্ত্বা সমুদ্ধৃত্য সহদেবীং সুচূর্ণয়েৎ। তাম্বূলেন তু তচ্চূর্ণং যোজ্যং বশ্যকরং পরং॥

কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী কিম্বা অষ্টমী তিথিতে উপবাসী থাকিয়া দেবতাকে বলিপ্রদানপূর্ব্বক বেড়েলার মূল উত্তোলন করিয়া চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ যাহাকে তাম্বূলের সহিত * * দিবে, সেই ব্যক্তি বশীভূত হইবে।

রোচনাসহদেবীভ্যাং তিলকো বশ্যকারকঃ।
মনঃশিলা চ তন্মূলমঞ্জয়েৎ সর্ব্ববশ্যকৃৎ।

গোরোচনা ও বেড়েলা একত্র পেষণ করিয়া তিলক করিলে সমস্ত লোক বশীভূত করিতে পারে এবং মনঃশিলা ও বেড়েলার মূল একত্র পেষণ করিয়া অঞ্জন করিলে সর্ব্বলোক বশ্য হয়।

সপ্তাহং তাম্বূলস্যান্তং সহদেবীং প্রয়োজয়েৎ।
রাজা বশ্যমবাপ্নোতি সর্ব্বলোকেষু কা কথা॥

বেড়েলার মূল সপ্তাহপর্য্যন্ত তাম্বূলের সহিত প্রয়োগ করিলে রাজাও বশীভূত হয়, অন্য লোকের আর কথা কি ? ।

শিরসা ধারয়েচ্চূর্ণং সর্ব্বত্র বশ্যকৃৎ। মুখে ক্ষিপ্ত্বাথ তন্মূলং কট্যাং বদ্ধা চ কাময়েৎ। যা নারী সা ভবেদ্বশ্যা মন্ত্রযোগেন নান্যথা। ওঁ নমো ভগবতি মাতঙ্গেশ্বরি সর্ব্বমুখরঞ্জনি সর্ব্বেষাং মহামায়ে মাতঙ্গি কুমারিকে লেপে লঘু লঘু বশং কুরু কুরু স্বাহা। সহস্রজপ্তে উক্ত যোগানাং সিদ্ধিঃ॥

বেড়েলার মূল চূর্ণ করিয়া মস্তকে ধারণ করিলে, সর্ব্বলোক বশ্য করিতে পারে এবং ঐ মূল মুখে নিক্ষেপ অথবা কটীতে বন্ধন করিলে, নারী বশীভূতা হয়। ওঁ নমো ভগবতি ইত্যাদি মন্ত্র সহস্র জপ করিয়া উক্ত প্রক্রিয়া সকল করিলে কার্য্য সিদ্ধ হয়।

সুনির্ব্বাতচিতাঙ্গারং শৃগালরুধিরৈঃ সহ।
যস্যৈব শিরসি ক্ষিপ্তং স বশ্যো ভবতি ধ্রুবং॥

শ্মশানের অঙ্গার ও শৃগালের রক্ত একত্র করিয়া যাহার মস্তকে নিক্ষেপ করা যায় সেই ব্যক্তি নিশ্চয় বশীভূত হয়।

শিখিপিত্তঞ্চ গোরম্ভা মোহিনী রোচনী শিখা।
পেষয়েৎ কন্যকাহস্তাৎ স্পর্শে পানে জগদ্বশং॥

ময়ূরের পিত্ত, গোরম্ভা, জাতিপুষ্প ও গোরোচনা, এই সকল দ্রব্য একত্র অবিবাহিতকন্যাদ্বারা পেষণ করাইয়া স্পর্শ করাইলে বা * * জগৎ বশ্য করিতে পারা যায়।

শ্বেতাপরাজিতামূলং চন্দ্রগ্রহণ-উদ্ধৃতং।
অঙ্কিতাক্ষো নরস্তেন তিলকো লোকবশ্যকৃৎ॥

চন্দ্রগ্রহণকালে শ্বেত অপরাজিতার মূল আহরণ করিয়া তদ্দ্বারা অঞ্জন করিয়া কপালে তিলক করিলে সর্ব্বজন বশ্য হয়।

মেঘনাদস্য মূলন্তু বক্ত্রস্থং বশ্যকারকং।
পরবাদী ভবেন্মূকোঽথবা যাতি দিগন্তরং॥

কাঁটানটিয়ার মুল মুখে রাখিলে বশীকরণ করিতে পারা যায় এবং প্রতিবাদী মূক হয়, অথবা দিগন্তরে পলায়ন করে।

গ্রাহ্যং কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং শ্বেতগুঞ্জীয়মূলকং।
তাম্বূলেন প্রদাতব্যং সর্ব্বলোকবশঙ্করং॥

কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীতিথিতে শ্বেতগুঞ্জার মূল উদ্ধৃত করিয়া তাম্বূলের সহিত যাহাকে দেওয়া যায়, সেই ব্যক্তি বশীভূত হয়। এই প্রক্রিয়াদ্বারা সর্ব্বজনকে বশ্য করা যাইতে পারে।

শিলারোচনতন্মূলং বারিণা তিলকে কৃতে।
সম্ভাষণেন সর্ব্বেষাং বশীকরণমুত্তমং॥

মনঃশিলা, গোরোচনা ও শ্বেতাপরাজিতার মূল এই তিন দ্রব্য জলের সহিত পেষণ করিয়া কপালে তিলক করিয়া যাহার সহিত আলাপ করা যায় সেই ব্যক্তি বশ্য হয়।

স্বর্ণবেষ্টিততন্মূলং সমুদ্রং কারয়েদ্বুধঃ।
তদ্বাক্যাদ্বশমায়াতি প্রাণৈরপি ধনৈরপি॥

স্বর্ণবেষ্টিত শ্বেতাপরাজিতার মূল মুদ্রামধ্যগত করিয়া যে ব্যক্তি ধারণ করে তাহার বাক্যে সকল লোক বশীভূত হয়।

চর্ব্বয়িত্বা তু তন্মূলং তেনৈব তিলকং কৃতং। দৃষ্টমাত্রে বশং যাতি নারী বা পুরুষোঽপি বা। ওঁ বজ্রকিরণে শিবে রক্ষ রক্ষ ভগবতি মমাদি অমৃতং কুরু কুরু স্বাহা। উক্তযোগানাং সহস্রজপে সিদ্ধিঃ॥

শ্বেতাপরাজিতার মূল চর্ব্বণ করিয়া তদ্দ্বারা তিলক করিবে। নারী কিম্বা নর উক্ত তিলকধারী ব্যক্তিকে দর্শনমাত্র বশীভূত হয়। ওঁ বজ্র-কিরণে ইত্যাদি মন্ত্র সহস্র জপ করিয়া সিদ্ধ হইলে পূর্ব্বোক্ত কার্য্য সকল করিবে।

কৃতোপবাসো মন্ত্রী তু পুষ্যে কৃষ্ণাষ্টমীযুতে। পুষ্পধূপবলিং দত্ত্বা ঘৃতেনৈব তু দীপয়েৎ। দত্ত্বা মন্ত্রং জপেত্তত্র অষ্টাধিকসহস্রকং। ওঁ শ্বেতবর্ণে সিতপর্ব্বতবাসিনি অপ্রতিহতে মম কার্য্যং কুরু কুরু ঠঃ ঠঃ স্বাহা। শ্বেতগুঞ্জাফলং গ্রাহ্যং তৎস্থানান্মৃত্তিকাযুতং। ঘৃতেন লেপয়েৎ সর্ব্বং নরপাত্রে তু শোভনে। ক্ষিপ্ত্বা কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যামষ্টম্যাং ভুবি বিক্ষিপেৎ। সমন্ত্রেণোদকেনৈব সিঞ্চ্যান্নিত্যং ফলাবধি। ওঁ শ্বেতবর্ণে সিতবাসিনি শ্বেতপর্ব্বতনিবাসিনি সর্ব্বকার্য্যাণি কুরু কুরু অপ্রতিহতে নমো নমঃ স্বাহা। ইতি সেচনমন্ত্রঃ॥

পুনঃ পুষ্যে শুচির্ভূত্বা সোপবাসো জিতেন্দ্রিয়ঃ। ধূপদীপোপহারৈর্ন্যাসং কৃত্বা সমুদ্ধরেৎ। ওঁ শ্বেতহৃদয়ায় নমঃ। ওঁ পদ্মমুখে শিরসে স্বাহা। ওঁ নমঃ সর্ব্বজ্ঞানময়ে শিখায়ৈ বষট্। ওঁ

নমঃ সর্ব্বশক্তিমতৈ কবচায় হুঁ। ওঁ নমঃ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ পরমন্ত্র ভেদনে অস্ত্রায় ফট্। সর্ব্বাণ্যঙ্গানি নমোন্তাদীনি। ইতি ন্যাসং কৃত্বা ততো মূলমন্ত্রেণোৎপাটয়েৎ। ওঁ নমো ভগবতি হ্রীঁ শ্বেতবাসে নমো নমঃ স্বাহা। অস্য চ মূলমন্ত্রস্য পূর্ব্বমেবাযুতং জপেৎ। দশাংশং হবনং কুর্য্যাৎ তিলদূর্ব্বাঘৃতপ্লুতং। এবং কৃত্বা সমুদ্ধৃতা গুঞ্জামূলং সুসিদ্ধিদং। তন্মূলং চন্দনং শ্বেতং লেপঃ স্যাদ্বশ্যকারকঃ। তন্মূলং মধুনা যুক্তং লেপঃ সর্ব্বত্র বশ্যকৃৎ॥

পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীতিথিতে সাধক উপবাসী থাকিয়া পুষ্প, ধূপ, বলি ও ঘৃত প্রদীপ প্রদানপূর্ব্বক ওঁ শ্বেতবর্ণে ইত্যাদি মন্ত্র অষ্টাধিক সহস্রবার জপ করিবে, তৎপরে শ্বেতগুঞ্জাফল ও সেই স্থানের মৃত্তিকা আহরণ করিয়া ঐ ফল ঘৃতদ্বারা লেপন করিবে। তৎপরে ঐ বীজ ও মৃত্তিকা উত্তম একটী নূতন পাত্রে নিক্ষেপ করিয়া কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী কিম্বা অষ্টমীতিথিতে মৃত্তিকামধ্যে পুতিয়া রাখিবে। অনন্তর যাবৎকাল ঐ বীজ হইতে বৃক্ষ জন্মিয়া ফল না জন্মে, তাবৎকাল ওঁ শ্বেতবর্ণে সিতবাসিনি ইত্যাদি মন্ত্রে জলসেক করিবে। ঐ বৃক্ষের ফল হইলে পুনর্ব্বার পুষ্যানক্ষত্রে শুচিপূর্ব্বক উপবাসী থাকিয়া ধূপাদি উপহার প্রদানপূর্ব্বক ওঁ শ্বেতহৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে ন্যাস করিয়া ওঁ নমো ভগবতি ইত্যাদি মূলমন্ত্রে ঐ শ্বেতগুঞ্জার মূল উৎপাটন করিবে। এই প্রক্রিয়ার পূর্ব্বে ওঁ নমো ভগবতি ইত্যাদি মূলমন্ত্র দশ সহস্র জপ এবং ঘৃতমিশ্রিত তিল ও শ্বেতদূর্ব্বাদ্বারা সহস্র হোম করিতে হইবে। উক্ত শ্বেতগুঞ্জার মূল ও শ্বেতচন্দন একত্র পেষণ করিয়া অঙ্গে লেপন করিলে বশীকরণ হয় এবং উক্ত মূল মধুর সহিত পেষণ করিয়া লেপন করিলেও সর্ব্বজন বশ্য হয়।

মনঃশিলা চ তন্মূলং বারিণা শ্বেতচন্দনং।
ঘৃষ্ট্বা তত্তিলকং কুর্য্যাৎ সর্ব্বলোকবশঙ্করং॥

মনঃশিলা, পূর্ব্বরূপ শ্বেতগুঞ্জার মূল ও শ্বেতচন্দন এই তিন দ্রব্য একত্র জলের সহিত ঘর্ষণ করিয়া কপালে তিলক করিলে সর্ব্বলোক বশীভূত হয়।

তন্মূলং সর্ষপং শ্বেতং প্রিয়ঙ্গু চ সমং সমং। চূর্ণিতং মস্তকে যস্য ক্ষিপ্তং বশ্যকরং পরং। ওঁ নমঃ শ্বেতগাত্রে সর্ব্বলোকবশঙ্করি দুষ্টান্ বশং কুরু কুরু মে বশমানয় স্বাহা। উক্ত যোগানামষ্টোত্তরশতজপ্তে সিদ্ধিঃ॥

পূর্ব্বরূপ শ্বেতগুঞ্জার মূল, শ্বেতসর্ষপ ও প্রিয়ঙ্গু এই তিন দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া চূর্ণ করিয়া সেই চূর্ণ যাহার মস্তকে নিক্ষেপ করা যায়, সেই

ব্যক্তি বশীভূত হয়। ওঁ নমঃ শ্বেতগাত্রে ইত্যাদি মন্ত্র অষ্টোত্তরশত জপ করিয়া সিদ্ধ হইলে পূর্ব্বোক্ত কার্য্য সকল করিবে।

বাসামূলং প্রিয়ঙ্গুঞ্চ কুষ্ঠৈলা নাগকেশরং। শ্বেতসর্ষপসংযুক্তো ধূপঃ সর্ব্ববশঙ্করঃ। ওঁ কামিনি মাধবি মাধবি নমঃ। অনেন ধূপমভিমন্ত্রয়েৎ। অথানেন মন্ত্রেণ শতমভিমন্ত্রিতং পুষ্পং যস্য দীয়তে যস্য নাম্না নিত্যং সপ্তগ্রামমন্নং ভুজ্যতে সপ্তদিনেন স বশ্যো ভবতি। ওঁ কটং কটে ঘোররূপিণি ঠঃ ঠঃ। অস্য মন্ত্রস্য উক্ত সিদ্ধিশ্চ পূর্ব্বমন্ত্রবৎ॥

বাসকের মূল, প্রিয়ঙ্গু, কুড়, এলাচী, নাগকেশর ও শ্বেতসর্ষপ এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া যাহার অঙ্গে ধূপ প্রদান করা যায়, সেই ব্যক্তি বশ্য হইয়া থাকে। ওঁ কামিনি মাধবি ইত্যাদি মন্ত্রে ধূপ অভিমন্ত্রিত করিয়া লইতে হইবে এবং উক্ত মন্ত্রে শতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া একটী পুষ্প যাহাকে দেওয়া যায়, সেই ব্যক্তি বশীভূত হয়। অথবা উক্ত মন্ত্রে অন্ন অভিমন্ত্রিত করিয়া যাহার নাম উল্লেখপূর্ব্বক সপ্তাহপর্য্যন্ত প্রতিদিন ৭ সাত গ্রাস করিয়া ভোজন করা যায়, সেই ব্যক্তি নিশ্চয় বশীভূত হইয়া থাকে। ওঁ কটং কটে ইত্যাদি মন্ত্র এই প্রক্রিয়ার পূর্ব্বে সহস্রবার জপ করিয়া কার্য্য করিলে কার্য্যের সফলতা হইয়া থাকে।

ওঁ ঘণ্টাকর্ণায় নমঃ। অস্য পূর্ব্বমেবাযুতং জপ্ত্বা ততোহনেন মন্ত্রেণ পাষাণং সপ্তাভিমন্ত্রিতং কৃত্বা পত্তনে বা গ্রামে বা ক্ষিপেৎ তেন পাষাণেন বৃক্ষং তাড়য়েৎ। গ্রামমধ্যে অপ্রার্থিতং সুখভোগং প্রাপ্নোতি॥

ওঁ ঘণ্টাকর্ণায় নমঃ এই মন্ত্র প্রথমে দশ সহস্র জপ করিয়া তৎপরে উক্ত মন্ত্রে একখণ্ড পাষাণ সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করিয়া যে গ্রামে যে পুরী মধ্যে নিক্ষেপ করা যায় অথবা গ্রামমধ্যগত কোন বৃক্ষে তাড়ন করা যায়, সেই গ্রামে বা পুরীমধ্যে অপ্রার্থিত সুখভোগ লাভ হয়।

কন্দকাধো জপেল্লক্ষদ্বয়ং মন্ত্রস্য সাধকঃ। ঘৃতাক্তৈর্গুগ্গুলৈর্হোমৈর্দ্দেবী সৌভাগ্যদায়িনী। ত্রৈলোক্যং বশমায়াতি স্পৃষ্টমাত্রে ন সংশয়ঃ। ক্লীঁ জনকে স্বাহা॥

সাধক ক্লীঁ জনকে স্বাহা, এই মন্ত্র দুই লক্ষ জপ করিয়া ঘৃতাক্ত গুগ্-গুলদ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবে। এইরূপ জপ হোম করিলে দেবী সৌভাগ্য প্রদান করেন এবং স্পর্শমাত্রে সাধক ত্রিভুবন বশীভূত করিতে পারে।

যক্ষমন্ত্রেণ সংতাড্য সপ্তধা ক্ষীরভূরুহং। তৎকাষ্ঠৈশ্চৈব সংপ্রাপ্যেকবিংশতিমন্ত্রিতং। ধান্-

যেদ্দক্ষিণে কর্ণে অন্নমপ্রার্থিতং লভেৎ। ওঁ মহাযক্ষ সনাধিপতয়ে মানিভদ্রায় অপ্রার্থিতমন্নং দেহি মে দেহি স্বাহা ॥

ওঁ মহাযক্ষসেনাধিপতয়ে ইত্যাদি যক্ষমন্ত্রে ক্ষীরিবৃক্ষকে সপ্তবার তাড়ন করিয়া উক্ত মন্ত্রে একবিংশতিবার অভিমন্ত্রিত করিয়া সেই বৃক্ষের কাষ্ঠ গ্রহণ করিবে। পরে ঐ কাষ্ঠ দক্ষিণ কর্ণে ধারণ করিলে অপ্রার্থিত অন্নলাভ হয়।

অশ্বত্থবৃক্ষমারূঢ়ঃ পূর্ব্বমেবাযুতং জপেৎ। করবীরকপুষ্পঞ্চ সপ্তমন্ত্রাভিমন্ত্রিতং। তৎপুষ্পং দীয়তে যস্য স বশ্যস্তৎক্ষণাদ্ভবেৎ। ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় সিদ্ধরূপিণে শিখিবন্ধ সর্ব্বেষাং শিবমস্তু শিবমস্তু হন হন রক্ষ রক্ষ সর্ব্বভূতেভ্যশ্চ নমঃ ॥

অশ্বত্থবৃক্ষে আরোহণ করিয়া ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় ইত্যাদি মন্ত্রে দশসহস্র জপ করিবে, তৎপরে একটী করবীপুষ্প উক্ত মন্ত্রে সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করিয়া যাহাকে দেওয়া যায়, সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ বশীভুত হইয়া থাকে।

বাসোপিধায় কৌসুম্ভং রাত্রৌ মন্ত্রাযুতং জপেৎ। নরনারীনরেন্দ্রাণাং সততং ক্ষোভকারকঃ। ওঁ নমো ভূতনাথায় ষং ভূপাল বশং কুরু কুরু ভুবন ক্ষোভক ক্ষোভয় ক্ষেং ব্লীং ব্লীং ব্লুং স্বাহা ॥

কষায়িত বস্ত্র পরিধান করিয়া রাত্রিকালে ওঁ নমো ভূতনাথায় ইত্যাদি মন্ত্র দশ সহস্র জপ করিবে, ইহাতে নর ও নারী সকলে ক্ষোভিত হয়।

রাত্রৌ দশসহস্রাণি জপ্তব্যং পদ্মকেশরৈঃ। সিতামধুপয়োমিশ্রৈঃ কৃতহোমোদশাংশতঃ। রঞ্জকশ্চেষ্টতে লোকান্ দর্শনস্তুপ্তিকারকঃ। ওঁ ঐঁ অমুকং রঞ্জয় হ্রীঁ স্বাহা ॥

রাত্রিকালে ওঁ ঐঁ অমুকং রঞ্জয় হ্রীং স্বাহা। এই মন্ত্রে দশ সহস্র জপ করিবে, তৎপরে শর্করা, মধু ও দুগ্ধমিশ্রিত পদ্মকেশরদ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবে, ইহাতে সকল লোককে অনুরক্ত করিতে পারে এবং তাহাকে দর্শন-করিলে সকল লোকের সন্তোষ জন্মে।

ভুক্ত্বোচ্ছিষ্টো জপেন্মন্ত্রী পূর্ব্বমেবাযুতং ততঃ। একান্তে স্মরণান্মন্ত্রী তত্রৈবায়াতি ভোজনং। ওঁ উচ্ছিষ্টচাণ্ডালি বাগ্বাদিনি রাজমোহনি প্রজামোহন স্ত্রীমোহন আন্ আন্ বে বে বায়ু বায়ু উচ্ছিষ্টচাণ্ডালি সত্যবাদিনি কী শক্তি ফুরৈ ॥

সাধক ভোজন করিয়া উচ্ছিষ্টমুখে ওঁ উচ্ছিষ্টচাণ্ডালি ইত্যাদি মন্ত্র দশ সহস্র জপ করিবে, অনন্তর কোন নির্জ্জনস্থানে বসিয়া উক্ত মন্ত্রে দ্রব্য

স্মরণ করিবে। ইহাতে তৎক্ষণাৎ সাধকের নিকট বিবিধ ভোজনীয় দ্রব্য উপস্থিত হইবে।

মন্ত্রলক্ষমিদং জপ্ত্বা ভূতনাথঃ প্রসিধ্যতি। খং ভূপাতালভূতানি স্মরণাৎ কুরুতে বশং ওঁ নমো ভূতনাথায় সমস্তভুবনভূতানি সাধয় হং॥

ওঁ নমো ভূতনাথায় ইত্যাদি মন্ত্র লক্ষ জপ করিলে সাধকের প্রতি ভূতনাথ অর্থাৎ মহাদেব প্রসন্ন হন। এবং ঐ সাধক যাহাকে স্মরণ করে, সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ বশীভূত হইয়া থাকে।

অথ পুরুষ বশীকরণ।

ওঁ হ্রীং ক্লীং লৌহভঞ্জকিনী স্বাহা॥ অনেন পূর্ব্বং পঞ্চোপচারং সান্নং শরাবং পূরয়িত্বা চতুষ্পথে বলিং দদ্যাৎ॥ ততো জপং কুর্য্যাৎ। বার্ষিকং শতং সহস্রাণি বিংশতিসহস্রং বা জপেৎ। ততঃ সিধ্যতি। যত্র ক্ষিপ্যতে লিখিত্বা গৃহে স বশ্যো ভবতি পুরুষঃ॥

ওঁ ঐঁ ক্লীঁ লৌহভঞ্জকিনী স্বাহা। এইমন্ত্র দ্বারা অগ্রে পঞ্চোপচার অর্থাৎ গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য এবং অন্নদ্বারা সরাতে পূর্ণ

করিয়া পূজা করিয়া চৌমাথা রাস্তায় রাখিয়া আসিবে। পরে এক-বৎসর কাল, শত, সহস্র কিংবা বিশহাজার উক্তমন্ত্র জপ করিবে, পরে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। পরে উক্তমন্ত্র লিখিয়া যাহার গৃহে ফেলিয়া দিবে সেই বশীভূত হইবে ॥

অথ সর্ব্বজন বশীকরণ।

ওঁ হ্রীঁ খিখিলী স্বাহা।

ওঁ হ্রীঁ খিখিলী স্বাহা। এইমন্ত্রে জপ করিলে সর্ব্বজন বশীভূত হইবে।

অথ সপরিবার বশীকরণ।

ওঁ মাহেশ্বর্য্যৈ নমঃ। অনেন কদম্বকাষ্ঠময়ং কীলকং চতুরঙ্গুলং সহস্রেণাভিমন্ত্রিতং যস্য গৃহে নিখনেৎ স সমস্তপরিবারসহিতো বশ্যো ভবতি।

ওঁ মাহেশ্বর্য্যৈ নমঃ। এইমন্ত্র চতুরঙ্গুলি পরিমিত কদম্বকাষ্ঠের কাঠীর উপরে সহস্রবার পাঠ করিয়া যাহার গৃহে পুতিয়া রাখিবে, সেই ব্যক্তি সপরিবারে বশ হইবে।

অথ যাবজ্জীবন বশ্যপ্রকরণ।

ওঁ তং তাং তিং তীং তুং তূং তেং তৈং তোং তৌং তং তঃ। ক্রীঁ ক্রীং কুরু কুরু স্বাহা। অনেন বেত্রকাষ্ঠসমিধং ঘৃতমধুলিপ্তাং সহস্রৈকং জুহুয়াৎ। স শরীরেণোপস্থিতো ভবতি। যাবজ্জীবো বশ্যো ভবতি।

ওঁ তং তাং তিং তীং তুং তূং তেং তৈং তোং তৌং তং তঃ ক্রীং ক্রীং কুরু কুরু স্বাহা। বেতকাষ্ঠের সমীধ ঘৃত ও মধুমিশ্রিত করিয়া যাহার নামে এই মন্ত্রে হোম করিবে, সেই ব্যক্তি সশরীরে সাধকের নিকটে উপস্থিত হইবে এবং যাবজ্জীবন বশীভূত হইয়া থাকিবে ॥

অথ লোক বশীকরণ।

ভূতবর্ব্বটমূলঞ্চ জলেন সহ ঘর্ষয়েৎ। বিভূত্যাং সংযুতং মন্ত্রং তিলকং লোকবশ্যকৃৎ পুষ্যে পুনর্নবামূলং করে সপ্তাভিমন্ত্রিতং। বদ্ধা সর্ব্বত্র পূজ্যঃ স্যান্মন্ত্রশ্চাত্রৈব কথ্যতে ॥

ঐং ঐং দ্রবে ওঁ ক্ষোভয় ভবতি হুং স্বাহা। ইমং মন্ত্রং পূর্ব্বোক্তময়ুতদ্বয়ং জপ্ত্বা সিদ্ধিঃ ॥

ভূত বর্ব্বটের মূল জলের সহিত ঘর্ষণ করিয়া বিভূতির সহিত মিশ্রিত করিয়া তিলক করিলে লোক বশ্য হইবে।

ঐং ঐং দ্রবে ওঁ ক্ষোভয় ভবতি ত্বং স্বাহা। এই মন্ত্র বিশ হাজার জপ করিলে সিদ্ধি হইবে।

অপামার্গস্য মূলঞ্চ পেষয়েদ্রোচনেন চ।
ললাটে তিলকং কুর্য্যাৎ বশীকুর্য্যাজ্জগত্রয়ং॥

ওঁ নমঃ কন্দশরবিজালিং নেমালিনি সর্ব্বলোকবশঙ্করী স্বাহা। ইমং মন্ত্র মুক্তযোগেনাষ্টোত্তরসহস্রং জপেৎ॥ ততঃ সিদ্ধিঃ॥

কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশামষ্টম্যাং বা উপোষিতঃ। বলিং দত্বা * * * সহদেব্যাং সুচূর্ণয়েৎ। তাম্বূলেন চ তচ্চূর্ণং দত্তং বশ্যকরং ধ্রুবম্॥ ভালে লেপাচ্চ তচ্চূর্ণং যোজ্যং বশ্যকরং ভবেৎ॥ রোচনাসহদেবাভ্যাং তিলকং লোকবশ্যকৃৎ। শিরসি ধারয়েত্তচ্চ চূর্ণং সর্ব্বত্র বশ্যকৃৎ॥

অথ সর্ব্বজনবশীকরণ।

ঈশ্বর উবাচ।

ব্রহ্মদণ্ডীবচাকুষ্ঠচূর্ণং তাম্বূলৈঃ সহ দাপয়েৎ।
রবৌ বারে কৃতে যোগঃ সর্ব্বলোকবশঙ্করঃ॥

মহাদেব বলিতেছেন,—ব্রহ্মদণ্ডী, বচ ও কুড় এই সকল চূর্ণ করিয়া

তাম্বূলের সহিত রবিবারে যাহাকে দিবে, সেই ব্যক্তি বশীভূত হইবে। এই যোগদ্বারা সর্ব্বজনকে বশীভূত করা যায়।

গৃহীত্বা বটমূলঞ্চ জলেন সহ ঘর্ষয়েৎ।
বিভূত্যা সংযুতং ভালে তিলকং লোকবশ্যকৃৎ॥

বটের মূল জলে ঘর্ষণ করিয়া তাহার সহিত বিভূতি মিশ্রিত করিয়া কপালে তিলক দিলে সর্ব্বজনকে বশীভূত করিতে পারে।

পুষ্যে পুনর্নবামূলং করে সপ্তাভিমন্ত্রিতং।
বদ্ধা সর্ব্বত্র পূজ্যেত সর্ব্বলোকবশঙ্করঃ॥

পুষ্যানক্ষত্রে পুনর্নবার মূল উত্তোলন করিয়া সপ্তবার মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক হস্তে ধারণ করিলে সর্ব্বজন বশীভূত হয়।

অপামার্গস্য মূলন্তু কপিলাপয়সা পেষয়েৎ।
ললাটে তিলকং কৃত্বা বশীকুর্য্যাজ্জগত্রয়ং॥

অপামার্গের মূল কপিলার দুগ্ধে পেষণ করিয়া কপালে তিলক করিলে ত্রিজগৎ বশীভূত করিতে পারে।

গৃহীত্বা সহ দেবীঞ্চ চ্ছায়াশুষ্কাঞ্চ কারয়েৎ।
তাম্বূলে দত্তচূর্ণন্তু সর্ব্বলোকবশঙ্করঃ॥

অপামার্গের মূল সংগ্রহ করিয়া ছায়াতে শুষ্ক করিবে। পরে তাহা চূর্ণ করিয়া ঐ চূর্ণ তাম্বূলের সহিত যাহাকে দিবে সেই ব্যক্তি বশীভূত হইবে।

রোচনাসহদেবীভ্যাং তিলকং লোকবশ্যকৃৎ। গৃহীত্বোডুম্বরং মূলং ললাটে তিলকং কৃতং। প্রিয়ো ভবতি সর্ব্বেষাং দৃষ্টমাত্রে ন সংশয়ঃ। তাম্বূলেন প্রদাতব্যং সর্ব্বলোকবশঙ্করং॥

গোরোচনা ও অপামার্গের মূল একত্র পেষণ করিয়া কপালে তিলক করিলে সর্ব্বজন বশীভূত হয়। যজ্ঞডুম্বুরের মূল পেষণ করিয়া যে ব্যক্তি কপালে তিলক করে, সেই ব্যক্তি দৃষ্টিমাত্রে সকলের প্রিয় হইতে পারে। এবং ঐ মূল তাম্বূলের সহিত প্রদান করিলে সর্ব্বজন বশীভূত হয়।

দেবদানী চ সিদ্ধার্থং গুটিকাং কারয়েদ্বুধঃ।
মুখে নিক্ষিপ্য সর্ব্বেষাং সর্ব্বলোকবশঙ্করং।

দেবদানী ও শ্বেতসর্ষপ একত্র পেষণ করিয়া গুটিকা করিবে। এই গুটিকা মুখে নিক্ষেপ করিলে সর্ব্বজন বশীভূত হয়।

কুঙ্কুমং তগরং কুষ্ঠং হরিতালং মনঃশিলাং।
অনামিকয়া রক্তেন তিলকং সর্ব্ববশ্যকৃৎ॥

কুঙ্কুম, তগরকাষ্ঠ, কুড়, হরিতাল ও মনঃশিলা এই সকলের সহিত অনামিকার রক্ত মিশ্রিত করিয়া কপালে তিলক করিলে সর্ব্বজন বশীভূত হয়।

গোরোচনাং পদ্মপত্রং প্রিয়ঙ্গুং রক্তচন্দনং।
একীকৃত্যাঞ্জয়েন্নেত্রে সর্ব্বলোকবশঙ্করং॥

গোরোচনা, পদ্মপত্র, প্রিয়ঙ্গু ও রক্তচন্দন এই সকল একত্র করিয়া নেত্রাঞ্জন করিলে সর্ব্বজন বশ্য হয়।

গৃহীত্বা শ্বেতগুঞ্জাস্তু ছায়াশুষ্কাস্তু কারয়েৎ।
কপিলাপয়সার্দ্ধেন তিলকং লোকবশ্যকৃৎ।

শ্বেতকুঁচ ছায়াতে শুষ্ক করিয়া তাহার সহিত কপিলাদুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া কপালে তিলক দিলে সর্ব্বজন বশ্য হয়।

শ্বেতদূর্ব্বাং গৃহীত্বা তু কপিলাদুগ্ধে পেষয়েৎ।
লেপমাত্রে শরীরাণাং সর্ব্বলোকবশঙ্করং॥

শ্বেতদূর্ব্বা কপিলাদুগ্ধে পেষণ করিয়া শরীরে লেপন করিলে সর্ব্বজন বশীভূত হয়।

শ্বেতমর্কং গৃহীত্বা তু ছায়াশুষ্কাস্তু কারয়েৎ।
কপিলাপয়সার্দ্ধেন তিলকং সর্ব্ববশ্যকৃৎ॥

শ্বেত আকন্দের মূল ছায়াতে শুষ্ক করিয়া কপিলাদুগ্ধের সহিত কপালে তিলক দিলে সর্ব্বলোক বশ্য হয়।

বিল্বপত্রাণি সংগৃহ্য মাতুলুঙ্গং তথৈব চ।
অজাদুগ্ধেন সংপেষ্য তিলকং লোকবশ্যকৃৎ॥

বিল্বপত্র ও ছোলঙ্গলেবু একত্র ছাগীদুগ্ধে পেষণ করিয়া কপালে তিলক দিলে সর্ব্বজন বশীভূত হয়।

কুমারীকন্দমাদায় বিজয়া-বীজসংযুতং।
তিলকং ক্রিয়তে ভালে সর্ব্বলোকবশঙ্করং।

ঘৃতকুমারীর মূল ও সিদ্ধিবীজ একত্র পেষণ করিয়া কপালে তিলক দিলে সর্ব্বজন বশীভূত হয়।

হরিতালমশ্বগন্ধাং সিন্দূরং কদলীরসং।
তিলকং ক্রিয়তে ভালে সর্ব্বলোকবশঙ্করং॥

হরিতাল, অশ্বগন্ধা, সিন্দূর ও কদলীবৃক্ষের রস এই সকল একত্র করিয়া কপালে তিলক দিলে সর্ব্বজন বাধ্য হয়।

অপামার্গস্য বীজানি ছাগীদুগ্ধেন পেষয়েৎ।
লেপমাত্রে শরীরাণাং সর্ব্বলোকবশঙ্করং॥

অপামার্গের বীজ ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া শরীরে লেপন করিলে সর্ব্বজন বশীভুত হয়।

হরিতালং তুলসীপত্রং কপিলাদুগ্ধে পেষয়েৎ।
অনেন তিলকং ভালে সর্ব্বলোকবশঙ্করং॥

হরিতাল ও তুলসীপত্র কপিলার দুগ্ধে পেষণ করিয়া কপালে তিলক দিলে সর্ব্বজন বশীভূত হয়।

ধাত্রীফল-রসে ভাব্যং অশ্বগন্ধা মনঃশিলা।
অনেন তিলকং ভালে সর্ব্বলোকবশঙ্করং॥

অশ্বগন্ধা ও মনঃশিলা একত্রে আমলকীর রসে ভাবনা দিয়া তদ্দারা কপালে তিলক করিবে, ইহাতে সর্ব্বলোক বশীভূত হয়।

মন্ত্রঃ। ওঁ নমঃ সর্ব্বলোকবশঙ্করায় কুরু কুরু স্বাহা। অষ্টোত্তরশতজপেন সিদ্ধিঃ।

ওঁ নমঃ সর্ব্বলোকবশঙ্করায় কুরু কুরু স্বাহা এই মন্ত্র অষ্টোত্তরশতবার জপ করিয়া সিদ্ধি হইলে বশীকরণকার্য্য করিবে।

শিলা চ রোচনামূলং বারিণা তিলকে কৃতে। দৃষ্টিমাত্রে বশং যাতি নারী বা পুরুষোঽপি বা। স্বর্ণেন বেষ্টনং কৃত্বা তেনৈব তিলকে কৃতে। সম্ভাষণেন সর্ব্বেষাং ত্রৈলোক্যং বশমানয়েৎ॥ ওঁ হ্রীং ক্লীং ঐং ক্লোং ভোগপ্রদা ভৈরবী মাতঙ্গী ত্রৈলোক্যং বশমানয় স্বাহা। ঔষধোপরি সহস্রজপং কুর্য্যাৎ পুনঃ সপ্তবারজপেন তিলকং কারয়েৎ শত্রুসমোপি বশ্যো ভবতি॥

মনঃশিলা ও গোরোচনা একত্র জলে পেষণ করিয়া যে ব্যক্তি তিলক করিবে, তাহাকে দর্শনমাত্র স্ত্রী কি পুরুষ সকলই বশ্য হয়। ঐ মনঃশিলা ও গোরোচনা স্বর্ণদ্বারা বেষ্টন করিয়া ধারণপূর্ব্বক উক্তরূপ তিলক দিয়া যাহাকে সম্ভাষণ করিবে, সেই ব্যক্তি বশীভুত হইবে। এইরূপে ত্রিভুবন মোহিত করিতে পারে। ওঁ হ্রীং ইত্যাদি মন্ত্র ঔষধের উপরি সহস্রবার

জপ করিয়া পুনর্ব্বার সপ্তবার পাঠ করতঃ কপালে তিলক করিবে। এইরূপ করিলে ইন্দ্রতুল্য শত্রুও বশীভূত হয়।

রুদ্রাক্ষবটমূলঞ্চ জলেন সহ ঘর্ষয়েৎ।
বিভূত্যা সংযুতং মন্ত্রং তিলকং লোকবশ্যকৃৎ॥

রুদ্রাক্ষ ও বটবৃক্ষের মূল একত্র জলের সহিত পেষণ করিয়া বিভূতির সহিত মিশ্রিত করিবে। যে ব্যক্তি উহাদ্বারা কপালে তিলক করিবে, সমস্ত লোক তাহার বশীভূত হইবে।

পুষ্যে পুনর্নবামূলং করে সপ্তাভিমন্ত্রিতম্। বদ্ধা সর্ব্বত্র পূজ্যঃ স্যান্মন্ত্রমত্রৈব কথ্যতে। এঁ বতু ওঁ ক্ষোভয় ক্ষোভয় ভগবতী হুং স্বাহা। ইমং মন্ত্রং পুর্ব্বোক্তমযুতদ্বয়জপে সিদ্ধিঃ॥

পুষ্যানক্ষত্রে পুনর্নবার মূল উৎপাটন করিয়া যে ব্যক্তি সপ্তবার মন্ত্র

পাঠপূর্ব্বক স্বীয় হস্তে বন্ধন করিবে, সেই ব্যক্তি সকলের পূজ্য হইবে ঐঁ বতু ওঁ ক্ষোভয় ক্ষোভয় ভগবতি ত্বং স্বাহা। এই মন্ত্র বিংশতিসহস্র-বার জপ করিলে মন্ত্রসিদ্ধি হইবে। মন্ত্রসিদ্ধি হইলেই সেই ব্যক্তি সর্ব্বত্র আদরণীয় হইবে।

অপামার্গস্য মূলন্তু পেষয়েৎ রোচনেন তু। ললাটে তিলকং কৃত্বা বশীকুর্য্যাজ্জগত্রয়ম্। ওঁ নমঃ কোদণ্ডশরবিস্ফালিনি মালিনি সর্ব্বলোকবশঙ্করি স্বাহা। ইমং মন্ত্রং উক্তযোগঃ স্যাদষ্টোত্তরসহস্রজপে সিদ্ধিঃ॥

অপামার্গের মূল উত্তোলন করিয়া তাহা গোরোচনার সহিত পেষণ করিবে। পরে এই পিষ্ট দ্রব্যদ্বারা কপালে তিলক করিলে, ত্রিজগৎ বশীভূত হইবে। ওঁ নমঃ কোদণ্ড ইত্যাদি মন্ত্র অষ্টোত্তরসহস্রবার জপ করিয়া উক্ত কার্য্য করিলে, ফললাভ হইবে।

কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং অষ্টম্যাং বা উপোষিতঃ। বলিন্দত্বা সমুদ্ধৃত্য সহদেবীং সুচূর্ণয়েৎ। তাম্বূলেন তু তচ্চূর্ণং দত্তং বশ্যকরং ধ্রুবম্। স্নানে লেপে চ তচ্চূর্ণং যোজ্যং বশ্যকরং ভবেৎ। রোচনাসহদেবীভ্যাং তিলকং লোকবশ্যকৃৎ। মুখে ক্ষিপ্ত্বা চ তাম্বূলং কট্যাং বদ্ধা চ কাময়েৎ। যা নারী সা ভবেত্তস্যা মন্ত্রযোগেন কথ্যতে। ওঁ নমো ভগবতি মাতঙ্গেশ্বরি সর্ব্বমুখরঞ্জি সর্ব্বেষাং মহামায়ে মাতঙ্গে কুমারিকে লহ লহ জিহ্বে সর্ব্বলোকবশঙ্করি স্বাহা। সহস্রং জপ্ত্বা উক্তযোগানাং সিদ্ধিঃ॥

কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী কিম্বা অষ্টমী তিথিতে উপবাস করিয়া বলিপ্রদান-পূর্ব্বক দণ্ডোৎপলের মূল উদ্ধৃত করিবে। পরে ঐ মূল চূর্ণ করিয়া তাম্বূ-লের সহিত যাহাকে দিবে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয় বশীভূত হইবে। এই চূর্ণ স্নানে ও অঙ্গলেপে প্রয়োগ করিলেও বশ্যকর হয় এবং গোরোচনা ও দণ্ডোৎপলের মূল একত্র পেষণ করিয়া কপালে তিলক করিলে সমস্ত লোক বশ্য হয়। অনন্তর এই প্রক্রিয়ার মন্ত্র কথিত হইতেছে—ওঁ নমো ভগবতি ইত্যাদি মন্ত্র সহস্র জপ করিয়া উক্তপ্রকার বশীকরণ করিলে কার্য্যসিদ্ধি হইবে।

মনঃশিলাপলমেকং সগোরোচনকুঙ্কুমং।
এভিস্তু তিলকং কুর্য্যাজ্জগদ্বশ্যং ন সংশয়ঃ॥

মনঃশিলা, গোরোচনা ও কুঙ্কুম এই সকল দ্রব্য একপল অর্থাৎ ৮

তোলা পরিমাণে একত্র পেষণ করিয়া যে ব্যক্তি কপালে তিলক করে সেই ব্যক্তি জগৎ বশীভূত করিতে পারে।

সহদেবা ভৃঙ্গরাজং শ্বেতাপরাজিতা বচা। তেনৈব তিলকং দত্বা ত্রৈলোক্যং বশমানয়েৎ। তিলককরণমন্ত্রঃ। ওঁ সমাসেয়ং সৌভাগ্যং গৌরি। দেহি মে॥

শারিবা, ভৃঙ্গরাজ, শ্বেতাপরাজিতা ও বচ এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া কপালে তিলক করিলে ত্রিলোক বশ্য করিতে পারে। ওঁ সমাসেয়ং সৌভাগ্যং গৌরি দেহি মে স্বাহা এই মন্ত্রে তিলক করিবে।

গোদন্তহরিতালঞ্চ সংযুক্তং কাকজঙ্ঘয়া।
চূর্ণং কৃত্বা যচ্ছিরসি দীয়তে স বশ্যো ভবেৎ॥

গোদন্ত, হরিতাল ও কাকজঙ্ঘা এই সকল দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া সেই চূর্ণ যাহার মস্তকে দেওয়া যায় সেই ব্যক্তি বশীভূত হয়।

শ্বেতাপরাজিতামূলং পিষ্ট্বা গোরোচনা-সহ। যঃ পশ্যেত্তিলকেনৈব বশী কুর্য্যান্ন সংশয়ঃ ওঁ রক্তচামুণ্ডে। অমুকং মে বশমানয় স্বাহা ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ ফট্ ইমং মন্ত্রমযুতং জপেৎ॥

শ্বেতাপরাজিতার মুল, গোরোচনার সহিত পেষণ করিয়া কপালে তিলক দিয়া যাহাকে দর্শন করে সেই ব্যক্তি তাহার বশীভূত হইয়া থাকে। ওঁ রক্তচামুণ্ডে ইত্যাদি মন্ত্র দশসহস্র জপ করিয়া এই প্রক্রিয়া করিতে হইবে।

গোরোচনাস্বরক্তেন তিলকেন বশী ভবেৎ। ভৃঙ্গরাজস্য মূলঞ্চ পিষ্ট্বা শুক্রেণ সংযুতং। অক্ষিণী চাঞ্জয়িত্বা চ বশীকুর্য্যাজ্জগত্রয়ং॥

গোরোচনা ও নিজ রক্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া যাহার কপালে তিলক করিবে সেই ব্যক্তি জগৎ বশীভূত করিতে পারিবে এবং ভৃঙ্গরাজের মুল স্বীয় শুক্রের সহিত পেষণ করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন করিলে ত্রিজগৎ বশীভূত করিতে পারে।

অপরাজিতা চ সিদ্ধার্থং দত্বা নীলোৎপলান্বিতং।
তাম্বূলস্য প্রদানেন বশী কুর্য্যাজ্জগত্রয়ং॥

অপরাজিতার মূল, শ্বেতসর্ষপ ও নীলোৎপল এই সকল দ্রব্য তাম্বূলের সহিত যাহাকে প্রদান করা যায় সেই ব্যক্তি বশীভূত হয়, এই প্রক্রিয়াদ্বারা ত্রিজগৎ বশ্য করিতে পারা যায়।

অথ জগদ্বশীকরণ।—শুক্লপক্ষে পুষ্যানক্ষত্রে কুঁচের মূল, সহদেবীর মূল ও ভগবতীর মূল আপন শিরে ধরিলে, জগৎ বশ হয়।

সহদেবী, বচ, ভৃঙ্গরাজ ও শ্বেতাপরাজিতার মূল বাটিয়া গোরোচনা-সহ তিলক করিলে জগদ্বশ হয়।

মৎস্যের পিত্ত গোরোচনার সহিত বামহস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলের উপরে তিলক করিলে জগৎ বশ হয়।

নাগেশ্বর পুষ্প, ডানিপানার মূল, গোরোচনা ইত্যাদি শুখাইয়া গুগ্-গুলসহ আপন গাত্রে ধূপ দিলে, জগদ্বশ হয়।

অথ ত্রিভুবনবশীকরণপ্রকরণ।—গোরোচনা ও শূকরের রক্ত আপন মুখামৃতসহ তিলক করিলে, ত্রিভুবন বশ হয়।

পুষ্যানক্ষত্রে শ্বেত আকন্দের মূল গোরোচনার সহিত তিলকে ত্রিভুবন বশ হয়।

অথ অত্যন্তবশীকরণপ্রকরণ।—চন্দ্রগ্রহণে শ্বেতাপরাজিতার মূল তুলিয়া * * সহ যাহাকে দেওয়া যায়, সে অতিশয় বশ হয়।

অথ সর্ব্ববশীকরণ।—চটাইমুণ্ড, শ্বেতাকন্দমূল, মঞ্জিষ্ঠা ও খয়ের এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া বাটিয়া বড়ী করিয়া যাহাকে দেয়, সে বশ হয়।

ইতি শ্রীরসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত বশীকরণে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

অথ মোহনীবিদ্যা।

চতুর্থঃ অধ্যায়ঃ।

অথ সর্ব্বজনমোহনম্।

শ্রীঈশ্বর উবাচ।

তুলসীবীজচূর্ণন্তু সহদেবীরসেন চ।
তিলকঞ্চ রবৌ বারে মোহনং সর্ব্বতোজগৎ॥

মহাদেব বলিতেছেন, তুলসীবীজ বেড়েলার রসে পেষণ করিয়া রবিবারে ললাটে তিলক করিলে জগতের সমস্ত জীবকে মোহিত করিতে পারা যায়।

হরিতালমশ্বগন্ধাং পেষয়েৎ কদলীরসে।
গোরোচনাসমাযুক্তং তিলকং লোকমোহনং॥

হরিতাল ও অশ্বগন্ধা কদলীর রসে পেষণ করিয়া তাহার সহিত গোরোচনা মিশ্রিত করিয়া কপালে তিলক করিলে সমস্ত লোক মোহিত করা যায়।

শৃঙ্গীচন্দনসংযুক্তো বচাকুষ্ঠসমন্বিতঃ। ধূপোগ্রাহস্তথা বস্ত্রে মুখে চৈব বিশেষতঃ। রাজা প্রজা পশুঃ পক্ষী দর্শনান্মোহকারকঃ॥

কাঁকরাশৃঙ্গী, রক্তচন্দন, বচ, কূড়, এই সকল একত্র করিয়া ধূপ প্রস্তুত করিবে। বস্ত্রে ও মুখে এই ধূপ গ্রহণ করিয়া রাজা, প্রজা ও পশুপক্ষী যাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে, সকলেই মোহিত হইবে।

সিন্দূরং কুঙ্কুমঞ্চৈব গোরোচনসমন্বিতং।
ধাত্রীরসসমাযুক্তং তিলকং লোকমোহনং॥

সিন্দূর, কুঙ্কুম ও গোরোচনা, আমলকীর রসদ্বারা পেষণ করিয়া কপালে তিলক করিলে সকল লোক মোহিত হয়।

মনঃশিলা চ কর্পূরং পেষয়েৎ কদলীরসে।
অনেনৈব তু তন্ত্রেণ তিলকং লোকমোহনং॥

মনঃশিলা ও কর্পূর কদলী রসে পেষণ করিয়া কপালে তিলক করিলে সকল লোককে মোহিত করা যায়।

শ্বেতার্কমূলং সিন্দূরং পেষয়েৎ কদলীরসে।
অনেনৈব তু তন্ত্রেণ তিলকং লোকমোহনং॥

যে ব্যক্তি শ্বেত আকন্দের মূল ও সিন্দূর একত্র কদলীরসে পেষণ করিয়া কপালে তিলক করিবে, সেই ব্যক্তি সকল লোককে মুগ্ধ করিতে পারিবে।

ভৃঙ্গরাজমপামার্গো লজ্জালুসহদেবিকা।
এভিস্তু তিলকং কৃত্বা ত্রৈলোক্যং মোহয়েন্নরঃ॥

ভৃঙ্গরাজ, অপামার্গ, লজ্জাবতীলতা ও বেড়েলার মূল এই সকল একত্র পেষণ করিয়া তিলক করিলে ত্রিভুবন মোহিত করিতে পারে।

শ্বেতগুঞ্জারসং পেষ্যং ব্রহ্মদন্তীয় মূলকং।
লেপমাত্রে শরীরাণাং মোহনং সর্ব্বতোজগৎ॥

শ্বেতবর্ণ কুঁচের স্বরসদ্বারা বামনহাটীর মূল পেষণ করিয়া সর্ব্বশরীরে লেপন করিলে সমস্ত জগৎ মোহিত করিতে পারে।

শ্বেতার্কমূলমাদায় শ্বেতচন্দনসংযুতং।
অনেন তিলকং কৃত্বা ত্রৈলোক্যং মোহয়েন্নরঃ॥

শ্বেত আকন্দের মূল ও শ্বেতচন্দন একত্র পেষণ করিয়া যে ব্যক্তি কপালে তিলক করিবে, সেই ব্যক্তি সমস্ত জগৎ মোহিত করিতে পারিবে।

বিল্বপত্রং গৃহীত্বা তু ছায়াশুষ্কন্তু কারয়েৎ। কপিলাপয়সার্দ্ধেন বটীং কৃত্বা তু গোলকং। এভিস্তু তিলকং কৃত্বা মোহনং সর্ব্বতোজগৎ॥

বিল্বপত্র ছায়াতে শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিবে, এই চূর্ণের সহিত কপিলা দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বটিকা ঘষিয়া কপালে তিলক করিলে সমস্ত জগৎ মোহিত করিতে পারে।

বিজয়াপত্রমাদায় শ্বেতসর্ষপসংযুতং।
অনেন লেপনাদেব মোহয়েৎ সর্ব্বতো জগৎ।

বিজয়া (সিদ্ধি) পত্র ও শ্বেতসর্ষপ একত্র পেষণ করিয়া গাত্রে লেপন করিবে। ইহাতে সমস্ত জগৎ মোহিত করা যায়।

গৃহীত্বা তুলসীপত্রং ছায়াশুষ্কন্তু কারয়েৎ। অশ্বগন্ধাসমাযুক্তং বিজয়াবীজসংযুতং। কপিলা-দুগ্ধসার্দ্ধেন বটী রক্তিপ্রমাণতঃ। ভক্ষিতা প্রাতরুত্থায় মোহয়েৎ সর্ব্বতো জগৎ॥

তুলসীপত্র ছায়াতে শুষ্ক করিয়া লইবে। তৎপরে তাহার সহিত বিজয়া (সিদ্ধি) বীজ ও অশ্বগন্ধা মিশ্রিত করিয়া কপিলাদুগ্ধে পেষণ করিয়া এক রতিপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে, এই বটিকা প্রাতঃকালে * করিলে সমস্ত জগৎ মোহিত করিতে পারে।

পঞ্চাঙ্গদাড়িমং পিষ্ট্বা শ্বেতগুঞ্জাসমন্বিতং।
এভিস্তু তিলকং কৃত্বা মোহয়েৎ সর্ব্বতো জগৎ॥

দাড়িমের মূল, ছাল, পত্র, ফল ও বীজ এবং শ্বেতকুঁচ, এই সকল একত্র পেষণ করিয়া যে ব্যক্তি কপালে তিলক করিবে, সেই ব্যক্তি সমস্ত জগৎ মোহিত করিতে পারে।

কটুতুম্বীবীজতৈলবর্ত্তিজ্বালাসু কজ্জলং।
গৃহীত্বা চাঞ্জয়েন্নেত্রং মোহনং ভবতি ধ্রুবং॥

তিললাউ বীজের তৈল লইয়া তাহাদ্বারা প্রদীপ জ্বালিবে, এই প্রদীপের শিখায় কজ্জল করিয়া নেত্রাঞ্জন করিলে সকল ব্যক্তিকে মোহিত করা যায়।

কন্তাবরে সুরতিসঙ্গমনে নরাণামালোকনে নরপতেঃ ক্রয়বিক্রয়াদৌ। প্রজ্ঞাবিধৌ সকলকর্ম্মণি কৌতুকে বা ধূপৈর্ম্মদৈঃ সুহৃদ্ভির্ব্বিনিয়োজনীয়ঃ। শৃঙ্গীবচানলদসর্জ্জবসং সমানং কৃত্বা ত্রুটিং মলয়জঞ্চ ষড়েকমিশ্রম্। যা ধূপয়েন্নিজগৃহং বসনং শরীরং তস্যাস্ত দাস ইব মোহমুপৈতি লোকঃ। ভৃঙ্গরাজঃ কেশরাজো লজ্জা চ সহদেবিকা। এভিস্ত তিলকং কৃত্বা ত্রৈলোক্যং মোহয়েন্নরঃ॥

কাঁকড়াশৃঙ্গী, বচ, বেণারমূল, ধুনা, ছোট এলাইচ, শ্বেতচন্দন এই সকল একত্র করিয়া নিজগৃহে, শরীরে ও পরিধেয়বস্ত্রে ধূপ দিবে, সমস্ত লোক তাহার দাসের ন্যায় মোহিত হইবে। ভৃঙ্গরাজ, কেসুর্ত্তে, লজ্জাবতীলতা, দণ্ডোৎপল, এই সকল পেষণ করিয়া তিলক করিলে ত্রিভুবন মোহিত করিতে পারে।

ত্রিদলং কুসুমং যস্য তং ধুস্তূরং কৃতাঞ্জলিঃ।
ভৃঙ্গরাজসহাজ্যেতি তিলকং মোহয়েজ্জগৎ॥

ত্রিদল কৃষ্ণধুতুরার পুষ্প, কৃতাঞ্জলি ও ভৃঙ্গরাজের মূল এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া ঘৃত সহযোগে কপালে তিলক করিলে সকল লোক মোহিত করিতে পারে।

তালকং কুলটীঞ্চৈব ভৃঙ্গপক্ষসমং সমম্। কৃষ্ণোন্মত্তস্য কুসুমং বটিকাং কারয়েদ্বুধঃ। তেনৈব তিলকং কৃত্বা ত্রৈলোক্যং মোহয়েন্নরঃ॥

হরিতাল, মনঃশিলা, ভৃঙ্গরাজ ও কৃষ্ণধুতুরার পুষ্প এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া বটিকা করিবে। এই বটিকা দ্বারা কপালে তিলক করিলে ত্রিলোক মোহিত করিতে পারে।

অগ্রে সপ্তস্বরা গ্রাহ্যা অন্তে হ্রূঁকার সংযুতা। ওঁকার শিরসং কৃত্বা হ্রূঁ অন্তে ফট্ চ বিন্যসেৎ। মন্ত্রঃ। ওঁ অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং হ্রূঁ ফট্। অনেনৈব তু মন্ত্রেণ কৃত্বা তাম্বূলভাবনম্। সাধ্যস্য মুখনিক্ষিপ্তে মোহমাপ্নোতি তৎক্ষণাৎ। ওঁ ভীঁ ক্ষীঁ ভো মোহয় মোহয় বারত্রয়ং জাপনাৎ মোহমাপ্নোতি মানবঃ। গোরোচনয়া অনামিকারক্তেন যস্য নামাভিলিখ্য ঘৃতমধ্যে স্থাপয়েৎ তং মোহয়তি॥

ওঁ অং আং ইত্যাদি মন্ত্রে তাম্বূল পড়িয়া যাহাকে দিবে সেই ব্যক্তি

তৎক্ষণাৎ মোহিত হইবে। ওঁ ভীঁ ইত্যাদি মন্ত্রে যাহাকে উদ্দেশ করিয়া রাত্রিতে তিনবার জপ করিবে সেই ব্যক্তি মোহিত হইবে।

অথ রাজকুলমোহনম্।

নীলোৎপলং গুগ গুলুঞ্চ কৃষ্ণাগুরুসমং সমম্।
ধূপয়িত্বা নিজং দেহং রাজকুলবিমোহনম্॥

নীলোৎপল, গুগ্‌গুল ও কৃষ্ণাগুরু, এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া নিজ শরীরে ধূপ দিলে রাজকুল মোহিত করিতে পারে।

অথ ঈশ্বরকুলমোহনম্।

গুভামূলং তথা বীজং রক্তচন্দনসম্ভবম্। ত্রুটীবীজং সমং পিষ্ট্বা বচামূলং প্রয়োজয়েৎ। ভোক্তুং দেয়ং স্বহস্তেন মোহমাপ্নোতি চেশ্বরঃ॥

অপামার্গের মূল ও ফল, রক্তচন্দন, ছোট এলাচির দানা ও বচ এই সকল সমপরিমাণে পেষণ করিয়া নিজ হস্তে যাহাকে দিবে, সেই ব্যক্তি মোহিত হইবে, এমন কি ঈশ্বরকুলও মোহিত হইবে।

অথ দুষ্টজনমোহনম্।

যস্য নাম রক্তদ্রব্যেণ ভূর্জ্জে সংলিখ্য মধুমধ্যে স্থাপয়েৎ। স দুষ্টোঽপি মোহমাপ্নোতি॥

ভূর্জ্জপত্রে রক্তদ্রব্যদ্বারা যাহার নাম লিখিয়া মধুমধ্যে স্থাপন করিবে, সেই ব্যক্তি অতি দুষ্ট হইলেও মোহিত হইবে।

গোরোচনয়া ভূর্জ্জে যস্য নামাভিলিখ্য পুষ্পাদিষড়ঙ্গৈঃ সংপূজ্য মধুমধ্যে স্থাপয়েৎ সর্ব্ব-দুষ্টান্ মোহয়তি॥

ভূর্জ্জপত্রে গোরোচনাদ্বারা নাম লিখিয়া পুষ্পাদি ষড়্‌বিধ উপচারে পূজা করিয়া মধুমধ্যে স্থাপন করিবে, এইরূপ করিলে সর্ব্ব দুষ্ট মোহিত হয়।

অথ শত্রুমোহনম্।

দুশ্চিক্যোদ্ভবচূর্ণেন ধূপো মোহয়তি নৃণাম্ *।

দুশ্চিক্যা-মূল চূর্ণ করিয়া ধূপ দিলে সর্ব্বজন মোহিত হয়।

গরলং ধূর্ত্তপঞ্চাঙ্গং মহিষী-শোণিতং কণা।
শিলায়াং কুরুতে মোহং ধূপো গুগ্‌গুলুসংযুতঃ॥

বিষ, ধূতুরার মূল, বল্কল, ফল, পুষ্প ও পত্র, মহিষীরক্ত, পিপ্পলী ও

গুগ্‌গুল এই সকল দ্রব্য দ্বারা ধূপ দিলে সর্ব্বজনকে মোহিত করিতে পারা যায়।

হলিসী বিষধুস্তূরং শিখিবিষ্ঠাভিরন্বিতম্।
তথা ধূপঃ সমং ভাগং যোষিতোব বিনিশ্চিতম্॥

হলিসী, বিষ, ধূতুরার মূল, ময়ূরের বিষ্ঠা ও ধুনা এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া ধূপ দিলে সর্ব্বজন মোহিত হয়।

ছুচ্ছুন্দরীসপ্তমুণ্ডং বৃশ্চিকস্য তু কণ্ঠকম্। হরিতালসমং ধূপো মোহয়েৎ সকলং নৃণাম্। অবিঃ পীতশিখা চৈব শ্বেতা চ গিরিকর্ণিকা। গোরোচনসমাযোগে তিলকং শত্রুমোহনম্॥

সাতটী ছুঁছার মস্তক, বৃশ্চিকের কণ্ঠ ও হরিতাল এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া ধূপ দিলে সর্ব্বজন মোহিত হয়। শ্বেত অপরাজিতার মুল ও গোরোচনা এই দুই দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া কপালে তিলক করিবে, ইহাতে শত্রুগণকে মোহিত করিতে পারিবে।

তালকোন্মত্তবীজানি পানে শত্রোশ্চ দাপয়েৎ। তৎক্ষণান্মোহমাপ্নোতি চোন্মত্তো জায়তে নরঃ। সমাক্ষিকৈঃ সিতাম্ভোজৈঃ সুস্থঃ পানাদ্ ভবেন্নরঃ॥

মহিষীকৃষ্ণসর্পস্য রক্তে চূর্ণস্তু ভাবয়েৎ।
কৃষ্ণধুস্তূরপঞ্চাঙ্গং তদ্ধূপো মোহকৃন্নৃণাং॥

অনন্তর মোহন ক্রিয়া কথিত হইতেছে। মহিষীরক্তে ও কৃষ্ণসর্পের রক্তে চূর্ণ ভাবনা দিয়া তাহার সহিত কৃষ্ণবর্ণধুতুরার ফল, মূল, পত্র, ছাল ও পুষ্প একত্র মিশ্রিত করিবে। ইহাদ্বারা ধূপ দিলে মনুষ্যকে মোহিত করিতে পারা যায়।

গুড়ং করঞ্জবীজঞ্চ ঘুণচূর্ণেন সংযুতং।
সমং পানেঽথবা ধূপে মোহং প্রকুরুতে নৃণাং॥

গুড়, করঞ্জাবীজ, ঘূণের গুড়া এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া করাইলে অথবা ধূপ দিলে মনুষ্যের মোহন হয়।

হস্তিনীমহিষীক্ষুরমলং গ্রাহ্যং প্রযত্নতঃ। ময়ূরস্য ফলৈঃ সার্দ্ধং ধূমো হ্যত্যন্তমোহবৎ। বৃশ্চিকোত্তরচূর্ণেন ধূপো মোহকরো নৃণাং॥

হস্তিনী ও মহিষীর পাদক্ষুরের মল গ্রহণ করিয়া তাহার সহিত অপামার্গফল যুক্ত করতঃ তদ্দারা ধূম দিলে মনুষ্যগণ মোহিত হয় এবং বৃশ্চিক চূর্ণ করিয়া তদ্দারা ধূপ দিলে মনুষ্যের মোহন হইয়া থাকে।

গরলং ধূর্ত্তপঞ্চাঙ্গং মহিষীশোণিতং কণা।
নিশায়াং কুরুতে মোহং ধূপো গুগ গুলুসংযুতঃ॥

বিষ, ধুতুরার ফল, মূল, পত্র, পুষ্প ও ছাল এবং মহিষীর রক্ত, পিপ্পলী ও গুগ্‌গুল এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া রাত্রিকালে ধূপ প্রদান করিলে মোহন করিতে পারে।

কুক্কুটাণ্ডকপালানি ফলিনী তালকং বচা।
কনকাগ্নিযুতো ধূপঃ স্বস্থস্যাবেশকারকঃ॥

কুক্কুটের ডিম ও মস্তক, প্রিয়ঙ্গু, হরিতাল, বচ, ধুতুরা এবং চিতাকাষ্ঠ এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ধুপ দিলে সুস্থব্যক্তিও মোহিত হইয়া থাকে।

তৃণান্তরজলৌকায়া বিষ্ঠা বাজগরোদ্ভবা।
তচ্চূর্ণৈর্ধূপিতো রাত্রৌ মুহ্যন্তি প্রাণিনো ধ্রুবং॥

তৃণান্তরগত জলৌকার বিষ্ঠা ও অজগরের বিষ্ঠা এই দুই দ্রব্য একত্র করিয়া ধূপ দিলে প্রাণীমাত্রেই মোহিত হইয়া থাকে।

ফলিনীবিষধুস্তূরশিখিবিষ্ঠাভিরন্বিতঃ।
সমভাগস্তথা ধূপো মোহয়ত্যেব নিশ্চিতং॥

প্রিয়ঙ্গু, বিষ, ধুস্তূরার মূল ও ময়ূরের বিষ্ঠা এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ধূপ দিলে নিশ্চয় মোহন হইয়া থাকে।

বিশালাগ্নিশিলাচর্ণং লাঙ্গলীশিখরীজটা॥
মহিষাক্ষঞ্চ তুল্যং স্যাদ্ধূপো মোহয়তে নরং॥

গোরক্ষকর্কটী, চিতা, মনঃশিলা, চুন, লাঙ্গলিয়া, অপামার্গের জটা এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া ধূপ দিলে মনুষ্যমাত্রকে মোহিত করিতে পারে।

তালকোন্মত্তবীজানি পানান্মোহয়তে নরং।
সমং ক্ষীরসিতাঙ্কোলৈঃ স্বস্থঃ পানাদ্ভবেন্নরঃ॥

হরিতাল ও ধুস্তূরবীজ সমভাগে লইয়া * করাইলে মনুষ্যকে মোহিত করিতে পারা যায়। দুগ্ধ, শর্করা ও আকোড়ফল এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া পান করাইলে মোহিত ব্যক্তি স্বাস্থ্যলাভ করে।

ছুচ্ছুন্দরী সর্পমুণ্ডং বৃশ্চিকস্য তু কণ্টকং।
হরিতালং সমং ধূপো মোহবেশকরো নৃণাং॥

ছুঁচো, সর্পমুণ্ড, বৃশ্চিকের কণ্টক ও হরিতাল এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ধূপ দিলে মনুষ্যমাত্রের মোহাবেশ হইয়া থাকে।

ঘুণচূর্ণং বিষং বিম্বং মোহিনী অঙ্কুলং কণা। বিশালা স্বর্ণবীজানি সর্ষপা মাদনং ফলং। রক্তাশ্বমারচূর্ণন্তু সমভাগন্তু ভাবয়েৎ। আদিত্যফলতুল্যঞ্চ তন্তুবর্ত্তিং বিধায় চ। কুসুম্ভতন্তুভি র্গাঢ়ং মায়াবীজেন বেষ্টিতং। সপ্তধা কনকদ্রাবৈর্ভাবয়েচ্ছোষয়েৎ পুনঃ। ডুণ্ডুভো জলসর্পো বা বসাং তস্য সমাহরেৎ। বসালিপ্তাং পূর্ব্ববর্ত্তিং প্রজ্বাল্য ধারয়েদ্ গৃহে। যে পশ্যন্তি গৃহে বাহে মুহ্যন্তি ন পতন্তি চ॥

ঘূণের গুড়া, বিষ, তেলাকুঁচ, মোহিনী, (ত্রিপুরমালীপুষ্প) আকোঁড় ফল, পিপ্পলী, গোরক্ষকর্কটী, ধুতূরার বীজ, সর্ষপ, মদনফল ও রক্তকরবী এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া চূর্ণ করিবে। তৎপরে আকন্দফলের তুলাদ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাহার সহিত ঐ সকল চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া কুসুম্ভসূত্রদ্বারা মায়াবীজ দৃঢ়রূপে বেষ্টন করিবে। তৎপরে ধুস্তূরপত্র রসে সপ্তবার ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিবে। তৎপরে জলসর্পের বসাদ্বারা ঐ বর্ত্তি লেপন করিয়া স্বীয় গৃহে প্রদীপ জ্বালিবে। যে ব্যক্তি বহির্দ্দেশ হইতে ঐ প্রদীপ দেখিবে, সেই ব্যক্তি মোহিত হইবে।

মদনোডুম্বরশ্চিঞ্চা প্রিয়ঙ্গুক্ষামলীফলং। বদরী চ ফলান্যেষাং প্রতিসপ্ত সমাহরেৎ। পুষ্যার্কে নরমূত্রেণ কুমার্য্যুত্থরসেন চ। সংপেষ্য গুটিকা কার্য্যা তিলকে মোহকারকঃ। ওঁ জং জম্ভায়ৈ নমঃ। ক্ষুং স্তম্ভায়ৈ নমঃ। ওঁ সম্মোহায়ৈ নমঃ। ওঁ হ্বং শোষায়ৈ নমঃ। ওঁ মহাভৈরবায় নমঃ। ওঁ শ্রীভৈরবানন্দ আজ্ঞা শ্রীবীরভদ্র আজ্ঞা। এবং স্তম্ভাদিমন্ত্রৈর্মোহন-প্রয়োগা অষ্টোত্তরশতমভিমন্ত্র্য প্রযোজ্যাঃ॥

মদনফল, যজ্ঞডুম্বরফল, তেতুঁল, প্রিয়ঙ্গু, আমলকীফল ও বদরীফল এই সকল প্রত্যেকে ৭টী করিয়া গ্রহণ করতঃ পুষ্যানক্ষত্রে নরমূত্রে ও ঘৃতকুমারীর রসে পেষণ করিয়া গুটিকা করিবে। এই গুটিকাদ্বারা তিলক করিলে সকল মনুষ্যকে মোহিত করিতে পারে। ওঁ জং জম্ভায়ৈ নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে উক্ত মোহন কার্য্য করিতে হইবে।

প্রত্যানয়নকং বক্ষ্যে যেন মোহো বিনশ্যতি। শতপুষ্পং ঘৃত ক্ষীরং শ্বেতার্কঞ্চ পিবেৎ সুধীঃ। গোসর্পিঃ সুরধূপেন মোহাৎ সুস্থো ভবিষ্যতি॥

অনন্তর মোহন নিবারণ কথিত হইতেছে। এই প্রক্রিয়া করিলে মোহিত ব্যক্তি চৈতন্য লাভ করিতে পারে। শলুফা, ঘৃত, দুগ্ধ ও শ্বেত-

আকন্দের মূল এই সকল দ্রব্য * করিলে এবং গব্যঘৃত ও ধূপ একত্র করিয়া তাহার ধূমগ্রহণ করিলে মোহিত ব্যক্তি সুস্থ হইয়া থাকে।

শৃঙ্গীবচানলদসর্জ্জরসং সমানং কৃত্বা ত্রুটিং মলয়জঞ্চ ষড়েকমিশ্রং। যো ধূপয়েন্নিজগৃহং বসনং শরীরং তস্যাপি দাস ইব মোহমুপৈতি লোকঃ॥

কাঁকড়াশৃঙ্গী, বচ, বেণারমূল, ধুনা, ছোটএলাইচ, শ্বেতচন্দন এই সকল একত্র করিয়া নিজগৃহে, শরীরে ও পরিধেয় বস্ত্রে ধূপ দিবে, সমস্ত লোক তাহার দাসের ন্যায় মোহিত হইবে।

ভৃঙ্গরাজঃ কেশরাজো লজ্জা চ সহদেবিকা। এভিস্তু তিলকং কৃত্বা ত্রৈলোক্যং মোহয়েন্নরঃ। ওঁ অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ফট্। অনেনৈব তু মন্ত্রেণ কৃত্বা তাম্বূলভাবনং। সাধ্যস্য মুখনিক্ষিপ্তে মোহমায়াতি তৎক্ষণাৎ। ওঁ ভীঁ ক্ষীঁ ভেঁ। মোহয় ইমং মন্ত্রং বারত্রয়ং জপেৎ। মোহমাপ্নোতি মানবঃ॥

ভৃঙ্গরাজ, কেস্বর্ত্তে, লজ্জাবতীলতা, দণ্ডোৎপল, এই সকল পেষণ করিয়া তিলক করিলে ত্রিভুবন মোহিত করিতে পারে। অং আং ইত্যাদি মন্ত্রে তাম্বূল পড়িয়া যাহাকে দিবে সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ মোহিত হইবে। ওঁ ভীঁ ইত্যাদি মন্ত্র যাহাকে উদ্দেশ করিয়া রাত্রিতে তিনবার জপ করিবে সেই ব্যক্তি মোহিত হইবে।

ভৃঙ্গরাজং দণ্ডোৎপলং শ্বেতগোরোচনাযুতং। পিষ্ট্বা তু তিলকং কৃত্বা মোহয়েত্তু জগত্রয়ং। ওঁ সর সর ওঁ ওঁ স্বাহা অনেন মন্ত্রেণোক্তদ্রব্যং সপ্তবারাভিমন্ত্রিতং প্রাতশ্চক্ষুষি দত্বা মোহয়েদ্ভুবনত্রয়ং।

ভৃঙ্গরাজ, দণ্ডোৎপল ও শ্বেতগোরোচনা এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া কপালে তিলক করিলে ত্রিজগৎ মোহিত করিতে পারে এবং উক্ত তিলকদ্রব্য ওঁ সর সর ওঁ ওঁ স্বাহা এই মন্ত্রে সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করিয়া প্রাতঃকালে চক্ষুতে অঞ্জন করিলে ত্রিভুবন মোহিত করিতে সমর্থ হয়।

অন্যচ্চ। ওঁ দণ্ডায় মহাদণ্ডায় স্বাহা অনেন মন্ত্রেণ বস্ত্রান্তিকে গ্রন্থিং বদ্ধা সর্ব্বং মোহয়তে।

ওঁ দণ্ডায় মহাদণ্ডায় স্বাহা এই মন্ত্রে বস্ত্রাঞ্চলে গ্রন্থি বন্ধন করিলে সকলকে মোহিত করিতে-পারা যায়।

ওঁ রাজাপ্রজাবন্ধুবান্ধবস্ত্রালো মিত্রং পরিক্ষো ভব আলি আলি চালি চালি মোহি মোহি হ্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ জগদ্বশ্যং ভবতু স্বাহা। অনেন মন্ত্রেণ মুখমার্জ্জনং কুর্য্যাৎ। তদা সর্ব্বো বশী ভবেৎ।

ওঁ রাজা প্রজা ইত্যাদি মন্ত্রে মুখমার্জ্জন করিলে সমস্ত লোককে বশীভূত করিতে পারে।

ওঁকারং সপ্তধা জপ্ত্বা রসনারসসংযুতং।
ললাটে তিলকং কৃত্বা রাজানং বশমানয়েৎ॥

জিহ্বার রস লইয়া তাহার উপর ওঁ এই মন্ত্র সপ্তবার জপ করিয়া ললাটে তিলক দিলে রাজাকে বশ্য করিতে পারা যায়।

যস্য নাম গৃহীত্বা তু মায়াবীজং ত্রিধা পঠেৎ। মুক্তকেশোর্দ্ধমুখেনৈব মুখমার্জ্জনমাচরেৎ। সত্যং সত্যং মহাদেবি স সর্ব্বং বশমানয়েৎ॥

কোন ব্যক্তির নাম গ্রহণ করিয়া হ্রীঁ এই মন্ত্র তিনবার জপ করিবে এবং মুক্তকেশে ঊর্দ্ধমুখ হইয়া মুখমার্জ্জন করিবে। এইরূপ করিলে সেই ব্যক্তি বশ্য হয়।

শাবরোক্ত মোহিনীমন্ত্রঃ।

অথ মোহিনীমন্ত্রঃ। হাথ থাপুং মুখ মনুং লোথোং লাত সুন্দ্রতামা ত্রিপুরাদিকে তিনিউ মোরে সঙ্গবাহন মোহং বশ কুরু সিংহ হা কংরু

সিংহ হ্রীং কঁরু সুসী আবা ॥১॥ ঠাঁউ মোহুং ঠাকুরমোহুঁ বাটকাচাটোহীনে মোহুঁ পীঠে বৈঠে রাণী মোহুঁ সিংহাসনে বৈঠে রাজা মোহুং মোহিতো ঈন্নউ অপ্‌নে বাব পাঈ চলা নেদিনী বউ চল যাঈ জলতী আগ উঠা বন যাঈ কারী কোরী কপিলা তিনূ বসে কপাল অমৃতকা করুতে ল সংসানে করো বিল্লী আপ্‌রো সিংহ মেরীং নীলে সর্ব্বনীলে দেখং তাকী দৃষ্টি কীলো বালং তাকী জিহ্বা কীলো হাট্‌ কীলো বাট কীলো ছনীস প্রজা পোব নীথলো যোহি যায় সোহি বারে পায় লগাউঁ মেরি ভক্তি গুরুকী শক্তি ফুরো মন্ত্র ঈশ্বর উবাচ।

ভূরি ভূরি ভস্মভূরি ভস্মভুরি ভূতবিনাশন পূর্ব্বদানবহতে দেবী ভূমি শুচী পরমেশ্বরী। বিভূতি হোঈ মনোমহিনী চলাই প্রজা জাহি বাট প্রজাকাহা করে সিদ্ধি সিংহাসন ছোড়ে বৈঠি না দেবী বামে রাখো নার-সিংহ ডাহিনে রাখো হনুমন্তঈ সনগরী মো বৈঠত সেবা সৈ সব মিলিত-তো পগউ ঠারেতো পগ্‌ কীলো মুখাবোলেতো মুখকীলো সভা সভাঈনো কীলো হনুমন্ত যতী নারসিংহ কীলো মেরী ভক্তি গুরুকী শক্তি ফুরো মন্ত্র ঈশ্বর উবাচ।

অথ মোহিনীমন্ত্রঃ। ওঁ আদেশ গুরুকোঁ সংমোহং ভৈরবমোহিনী-দেশ হাথ পাসা সিদ্ধিকো আদেশ, রাজা মোহুঁ, প্রজা মংহু, ব্রাহ্মণ বাণীয়ে। চারি খুঁট পৃথিবী মোহুঁ, সমী সংমোহুঁ, ভৈরব জানি, মেরী ভক্তি গুরুকী শক্তি, ঈশ্বরবাচা।

ওঁ ভৈরবো নগর মোহুঁ, দেশমোহুঁ শ্রীভৈরবকী শক্তি ফুরো মন্ত্র ঈশ্বববাচা।

ওঁ মোহিনী মোহিনী তেই মোহিনী বড়া ভাব তৈলে মোহিসি গাংউ, চন্দ্রেমোহিলোং সূর্য্য মোহিলোং হাট মোহিলে উপবন মোহিলে উপালা মোহিলে ট একবচন হোই হো সবোবচন গাঁউ, শ্রীমহাদেবকী আজ্ঞা।

মোহিনি তীনি প জাউঁ, পহিলেহ মোহো রাজা প্রজা পাছে গোংহ সাগরোগরাউ মোংহং মেরী সিদ্ধি গুরুকী পাউ জান।

উড্ডামরেশ্বরমতে ত্রৈলোক্যমোহনং।

শৃণু পুত্র প্রবক্ষ্যামি যথা ত্রৈলোক্যমোহনং। পরপুরুষা বশং যান্তি যথাবৎ কথয়ামি তে। এলা কুষ্ঠঞ্চ লোধ্রঞ্চ বচা চ রক্তচন্দনং। শ্মশানভস্মসংযুক্তং প্রয়োগং মারণাস্তবং। মারণং সংকোচকরণং। কুলত্থং বিল্বপত্রঞ্চ রোচনা চ মনঃশিলা। এতানি সমভাগানি স্থাপয়েৎ তাম্রভাজনে। সপ্তরাত্রে স্থিতে পাত্রে তৈলমেভিঃ পচেদ্বুধঃ। তৈলেন ভগমালিপ্য ভর্ত্তারমুপগচ্ছতি। সম্প্রাপ্য মৈথুনং ভর্ত্তা দাসো ভবতি নান্যথা। নাগরৈর্মধুসংযুক্তৈর্গুটিকাং কারয়েদ্বুধঃ। অশ্বমূত্রেণ সংযোজ্য পুরুষাণাং বশঙ্করং। কুঙ্কুমং শতপুষ্পঞ্চ গোরোচনা তথা। অজাক্ষীরেণ দাতব্যং বা ভার্য্যা দুর্ভগা ভবেৎ। ততঃ সা সুভগা নিত্যং পতিদাসত্বমাপ্নুয়াৎ। মাতুলুঙ্গস্য বীজানি পঙ্কজস্য ফলানি চ। সমুদ্রজং রক্তচূর্ণং মধুনা সহ পেষয়েৎ। তৈলযোজিতমাত্রেণ পতির্দাসো ভবেদ্ধ্রুবং॥

অথৌষধীকরণং নিরূপ্যতে।—ঔষধী পরমা শ্রেষ্ঠা গোপিতব্যা প্রযত্নতঃ। যস্যাঃ প্রয়োগমাত্রেণ দেবতা যান্তি বশ্যতাম্। ঔষধী সা বুধৈঃ প্রোক্তা চাণ্ডালী লোকবিশ্রুতা। সুরাসুরগণৈঃ জ্ঞা সর্ব্বকার্য্যপ্রসাধিনী। একপত্রী দ্বিপত্রা চ ত্রিপত্রী তুর্য্যপত্রিকা। অনেন বিধিনা

দেবি চতুশ্চরণগামিনী। মানুষাণাং বিশেষেণ বশীকর্ম্মণি যোজিতা। একপত্রী তু স্বাঙ্গমল-সংযুক্তা স্ত্রিয়ং বশমানয়তি। ত্রিপত্রী শ্রীশাকমরিচসহিতা দুষ্টাং বশমানয়তি। চতুঃপত্রী চ কন্দুসহিতা মত্তদুষ্টগজং বশমানয়তি॥

অথোৎপাটনবিধিঃ কথ্যতে। শনিবারে শুচির্ভূত্বা সায়ংসন্ধ্যাদিকং বিধায় গন্ধপুষ্পধূপ-দীপনৈবেদ্যাদিভিঃ পঞ্চোপচারৈঃ পূজাদিকং বিধায় অক্ষতং ফলং হস্তে গৃহীত্বা ঔষধীসমীপে স্থিত্বা অভিমন্ত্রণং কুর্য্যাৎ। ততোঽনুদিতে ভানৌ খদিরকাষ্ঠকীলকেন খনয়েৎ। তত্র মন্ত্রঃ। যেন ত্বাং খনতে ব্রহ্মা হৃষীকেশো মহেশ্বরঃ। শচীপতিঃ পিতৃপতির্জ্জলেশশ্চ ধনাধিপঃ। তেন ত্বাং খনয়িষ্যামি তিষ্ঠ তিষ্ঠ মহৌষধি॥ ইতি পঠিত্বা খনয়েৎ। শুচিরারভ্য একান্তে প্রভাতে মন্ত্রমুক্তিতঃ। সংপ্রাহ্যমৌষধং সিদ্ধ্যৈ ন ভবন্তি হি কাষ্ঠবৎ॥ ওঁ নমোঽস্তু তেঽমৃতসম্ভূতে বলবীর্য্যবিবর্দ্ধিনি। বলমায়ুশ্চ মে দেহি পাপং মে নয় দূরতঃ। যেন ত্বাং খনিতোৎ-পাট্যমানং কৃত্বা যঃ পূর্ব্বমানীতো যোঽন্যথা ভবেৎ। অত্রৈব তিষ্ঠ কল্যাণি মম কার্য্যকরী ভব। মম কার্য্যকৃতে সিদ্ধে ইতস্বং হি গমিষ্যসি॥ ওঁ হ্রীঁ রক্তচামুণ্ডে হুং ফট্ স্বাহা। অনেন মন্ত্রেণ পুষ্যার্কে হস্তার্কে বা নক্ষত্রে সর্ব্বা চৌষধী উৎপাটনীয়া। যে নরাশ্চ বা উদিতে ভানৌ ঔষধানি খনন্তি উৎপাট্যন্তে উৎপন্ন্যন্তে বা তেষাং রবিকিরণপীতপ্রভাবোনাবীর্য্যপ্রভাবো ভবতি। সিদ্ধিকারকান ভবন্তি। ষষ্ঠ্যাদিতে ভাস্করে উৎপাট্যতে তদা তেষাং পূজা কর্ত্তব্যা। জবারক্তোৎপলরক্তকরবীরস্ত চন্দনকুঙ্কুমেন গব্যগোময়েন সপাদহস্তভূমিং সংরোধ্য তন্মধ্যে চতুরস্রং কারয়েৎ। রক্তচন্দনকুঙ্কুমাভ্যাং তন্মধ্যে বর্ত্তুলং বিতস্তিমাত্রং ভানুং তন্মধ্যে পূজ-য়েৎ। পার্শ্বে চন্দ্রাদিগ্রহান্ পূজয়েৎ। ততোরক্তভক্তপুষ্পরক্তৈঃ বক্ষ্যমাণমন্ত্রেণ বলিং দদ্যাৎ॥ ওঁ হ্রাং হ্রীং হ্রূং হ্রৈং হ্রৌং হঃ সঃ স্বাহা। অনেন মন্ত্রেণ পূজাং কৃত্বা উৎপাটয়েৎ। বীর্য্য-যুক্তা ভবতি। সর্ব্বকার্য্যক্ষমা ভবতি॥

অথ কথয়ামি ঔষধীকরণে করণকারণানি। পুত্রময়বশীকরণকারকপুত্রপুত্রং কংসংকান্ত-রাপি বশংপরং। মহনাজনস্ত একশ অপ্যস্ত দীয়তে সা পতিং পরিত্যজ্য পশ্চাৎ লোকানাং নগ্নাভূত্বা ভ্রমতি॥

অথ কথয়ামি তান্ত্রিকবিধিম্। তাম্রবেদীপরোর ইতি লোকৈরুচ্যতে। শনিবারে তামভিমন্ত্র্য দিগম্বরোমুক্তকেশো ভূত্বা অনুদিতে ভানৌ গ্রহণঙ্কুর্য্যাৎ। পিষ্ট্বা সম্যক্প্রকারেণ স্ত্রীপঙ্কমলেন চ কর্ম্মাতুরেণ কৃত্বা তাম্বূলেন সহ ভগিনী কৃত্বা দীয়তে সা বশ্যা ভবতি নান্যথা॥ মাতাপি পুত্রং পরিত্যজ্য তৎপরা ভূত্বা পৃষ্ঠতো নগ্না ভবতি। যত্র কুত্রাপি তথা তং অনুযাতি ন সংশয়ঃ। কাকজঙ্ঘেতি বিখ্যাতা গ্রামে সর্ব্বত্র তিষ্ঠতি। শনিবারে সন্ধ্যাসময়ে তস্যাঃ অভিমন্ত্রণং কুর্য্যাৎ। তদনন্তরং ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উত্থায় অনুদিতে ভানৌ পুষ্যার্কে হস্তার্কে বা লোহেন খদিরতিলকেন তাং সমূলাং উৎপাটয়েৎ। পুনস্তং সপ্তম্যাং অষ্টম্যাং নবম্যাং বা এতাসু তিথীষু পুনর্ব্বসু-পুষ্যহস্তার্ক্ষযুক্তাসু স্বপঙ্কমলেন সহ পিষ্ট্বা স্ববীর্য্যং স্বরক্তং অপি তস্মিন্ দত্ত্বা যস্যৈ বনিতায়ৈ দীয়তে সা স্ত্রী বশ্যা ভবতি। সত্যমেব মন্ত্রেণানেন মন্ত্রয়েৎ। ওঁ নমো ভগবতি ত্রিপুরে ত্রৈলোক্যমোহিনি ঐং হ্রাং হ্রীং ক্লীং সৌং অমুকনাম্নীং শীঘ্রং মে বশমানয় স্বাহা। ইতি মন্ত্রঃ॥

অথ গুঞ্জাকল্পো লিখ্যতে।—শ্বেতগুঞ্জাং শনিবারে সন্ধ্যাসময়ে নিমন্ত্রণং কৃত্বা ততো ব্রাহ্ম্যে মুহূর্ত্তে উত্থায় অনুদিতে ভানৌ খদিরকীলকেন দিগম্বরো ভূত্বা সমূলাং গুঞ্জামুৎপাটয়েৎ। পুষ্যার্কে হস্তার্কে বা স্ত্রীপুষ্পেণ সহ গোরোচন কাশ্মীরকুঙ্কুমশ্বেতচন্দনরক্তচন্দনকস্তুরীকর্পূরহরিচন্দনেন সহ অভিমন্ত্র্য তিলকং কুর্য্যাৎ। তদা স্ত্রী কামবাণবিমোহিতা বিহ্বলা ভবতি। মন্ত্রেণানেন মন্ত্রয়েৎ। ওঁ ঐঁ ক্লীং শ্রীং ক্লীং ক্রং ফট্ স্বাহা। ইতি কামবাণতিলকম্॥

অথান্যতন্ত্রোক্তং বশীকরণাদিকং লিখ্যতে।—সারমুদ্ধৃত্য সংক্ষেপাদ্বশীকরণমোহনে। কামিনাং প্রীতিজনকং কিঞ্চিত্তদপি গদ্যতে॥—তত্রাদৌ তিলকবিধিঃ। লজ্জাঞ্চ মধুকং কব্যং নলিনীমূলমেব চ। এতান্ পিষ্ট্বা স্ববীর্য্যেণ যঃ কুর্য্যাৎ তিলকং পুমান্। তৎক্ষণাদেব নয়তি বশ্যতাং ভুবনত্রয়ম্। বাৎস্যায়নেন মুনিনা প্রোক্তং যোগমনুত্তমম্। সিতাষ্টমূলমঞ্জিষ্ঠা বচা মুস্তা সকুষ্ঠকা। স্ত্রীযোনিশোণিতে চৈতদেকীকৃত্য ললাটকে। শুভং তিলকমাধত্তে যঃ স লোকত্রয়ং ক্রমাৎ। কৃতজ্ঞঃ স্ববশং কুর্য্যান্মোদতে চ চিরং ভুবি। তগরং পিপ্পলীমূলং মেথী শৃঙ্গী কণা জটা। এতৎ সমং সুপক্বাম্রমূলে নীত্বৈকতাং সুধীঃ। মধুনা তিলকং কুর্য্যাদ্ যঃ ক্ষৌণীসুতবাসরে। জগৎ সর্ব্বং বশীকুর্য্যাৎ স পুমান্ নাত্র সংশয়ঃ। গোরোচনঞ্চ সম্ভাব্য স্বপুমান্ রুধিরেণ যা। কুর্য্যাৎ সা তিলকং ভালে পতিঞ্চ মোহয়েদ্ভৃশম্॥

অথাঞ্জনবিধিঃ। মহাষ্টমীদিনে যস্ত শ্মশানে নরমস্তকে। পাতিতং কজ্জলং বিশ্বং মোহয়েন্নয়নাঞ্জনাৎ। রোচনাং কেশবং কন্যাং শিলাঞ্চেতি বিশোধয়ন্। যোজয়েদ্দৃষ্টিপথগং সর্ব্ব মব বিমোহয়েৎ। তালীশকুষ্ঠনাগরৈঃ কৃত্বা ক্ষৌণীশবর্ত্তিকাম্। সিদ্ধার্থতৈলেনিঃক্ষিপ্য কজ্জলং নরমস্তকে। পাতয়েদঞ্জনস্তস্য সর্ব্বদা ভুবনত্রয়ে। দৃষ্টিগোচরমায়াতঃ সর্ব্বো ভবতি দাসবৎ। শিলাকিঞ্জল্কফলিনীরোচনানাং তথাঞ্জনম্। পুষ্যার্কযোগে বিহিতং দম্পত্যোর্ম্মোহনং পরম্॥

অথ চূর্ণবিধিঃ। কাকজঙ্ঘাশিলাপক্ষৌ ভ্রমরৌ কৃষ্ণমুৎপলম্। চূর্ণং তগরজঞ্চৈষাং চূর্ণং ক্ষিপ্তং বিমোহতে। বাতপৈত্তিকদলং পুংসোমলং মালাসবস্য চ॥ পক্ষাবলেরিদং চূর্ণং ক্ষিপ্তং শিরসি মোহনম্॥

অথ ভক্ষণবিধিঃ। অশ্বাদিসর্বং নিষ্কাস্য খঞ্জরীটোদরং কুটৈঃ। পূরয়িত্বা স্ববীর্য্যেণ সারমেয়গলে ক্ষিপেৎ। মুদ্রাং কৃত্বা তদেকান্তে সপ্তাহং ধারয়েৎ সুধীঃ। পশ্চান্নিষ্কাস্য সংশোধ্য বটীং কুর্য্যাদ্বিশোষয়েৎ। সা ভক্ষণবিধানেন দীপমালা পরম্পরম্। দম্পত্যোঃ প্রীতিজননী কর্ত্তিতা নিয়মোত্তমা। অদ্ভুৎ সুমতম্॥

অথান্যৎ সংপ্রবক্ষ্যামি তিলকং সর্ব্বকামিকম্। গোরোচনং বংশলোচনং মৎস্যপিত্তং কাশ্মীরকুঙ্কুমকেশরস্বয়ম্ভুকুসুম-স্ববীর্য্য-শ্রীখণ্ড-রক্তচন্দন-কস্তুরী-কর্পূর-কাকজঙ্ঘামূলানি এতানি সমভাগানি কৃত্বা কূপতড়াগনদীজলেন মর্দ্দয়িত্বা কুমারিকাপার্শ্বকাং গুটিকাং কৃত্বা ছায়ায়াং শুষ্কাং কারয়েৎ। তয়া ললাটে তিলকং কৃত্বা যাং যাং স্ত্রিয়ং পশ্যতি সা বশ্যা ভবতি। হ্রোং হাং ধাং ক্ষৌং অং কং হুঃ। অনেন মন্ত্রেণ মহিষাস্থিময়ং একোনবিংশত্যঙ্গুলং সহস্রেণাভিমন্ত্রিতং তস্য নাম্না কূপতটে নিখনেৎ স মহিষেণ বধ্যতে। ওঁ হুঃ হুঃ ঠঃ অমুকং হুঁ ফৈং হুঃ হুঃ

ওঁ। অনেন মন্ত্রেণ ময়ূরাস্থিময়ং কীলকং ত্র্যঙ্গুলং সহস্রেণাভিমন্ত্রিতং যস্য নাম্না চতুষ্পথে নিখনেৎ স তত্র ভ্রমতি তত্র অনেন অবতিষ্ঠতি পর্য্যটতি ক্ষণমাত্রেণ উত্তোলনেন শান্তির্ভবতি। ওঁ শ্রী শ্রী ত্রা ত্রী ঈং ঈং হ্রঃ হ্রঃস্বাহা। অনেন মন্ত্রেণ মেষাস্থিময়ং কীলকং দ্বাদশাঙ্গুলং সহস্রেণাভিমন্ত্রিতং কৃত্বা যস্য গৃহে নিখনেৎ। তস্য সর্ব্বসিদ্ধিমসিদ্ধাং ভবতি॥

ত্রীং বন্ধুকপুষ্পসঙ্কাশং ধ্যাতব্যং মন্ত্রদীপকে। কুম্ভকেন বরারোহে শৃণু বক্ষ্যামি ষড়্গুণম্। ধ্যাত্বা তু মাসমেকন্তু মহচ্ছ্রীমানয়েদ্ধ্রুবম্। মাসেনৈকেন মন্ত্রনা আনয়েন্নাগকন্যকাম্। দেবকন্যাং ত্রিভির্ম্মাসৈঃ সায়াহ্নে নান্যথা ভবেৎ। ওঁ হং হঃ। অনেনৈব তু মন্ত্রেণ ধ্যাতব্যাঃ ক্রোধযাজকাঃ। যাজ্যস্থ রুদ্রসঙ্কাশং রুদ্রহস্তং সুরাসুরৈঃ। মাসেন মানুষং লোকং নাগলোকং দ্বিমাসতঃ। ত্রিভির্ম্মাসৈস্তু দেবেশি স্বর্গলোকং ন সংশয়ঃ। ষণ্মাষাভ্যাং সংযোগেন ত্রৈলোক্যং নিশ্চলং কুরু। ওঁ রক্তহটা রক্তগটা মুকুটধারিণী এধতি স্বাহা॥

অগ্নিপুরাণোক্ত ত্রৈলোক্যমোহনমন্ত্রাঃ।

অগ্নিরুবাচ। বক্ষ্যে মন্ত্রং চতুর্ব্বর্গসিদ্ধ্যৈ ত্রৈলোক্যমোহনম্। ওঁ শ্রী হ্রু ওঁ নমঃ পুরুষোত্তমঃ পুরুষোত্তমপ্রতিরূপ লক্ষ্মীনিবাস সকলজগৎক্ষোভণ সর্ব্বস্ত্রীহৃদয়দারণ ত্রিভুবনমদোন্মাদকর সুরমনুজসুন্দরীজনমনাংসি তাপয় তাপয় দীপয় দীপয় শোষয় শোষয় মারয় মারয় স্তম্ভয় স্তম্ভয় দ্রাবয় দ্রাবয় আকর্ষয় আকর্ষয় পরমসুভগ সর্ব্বসৌভাগ্যকর কামপ্রদ অমুকং হন হন চক্রেণ

গদয়া খড়্গেন সর্ব্ববাণৈ র্ভিন্দ ভিন্দ পাশেন হট্ট হট্ট অঙ্কুশেন তাড়য় তাড়য় তুরু তুরু কিন্তিষ্ঠসি যাবত্তাবৎ সমীহিতং মে সিদ্ধং ভবতি হুঁ ফট্ নমঃ॥

ওঁ পুরুষোত্তম ত্রিভুবনপ্রদোন্মাদকর হুঁ ফট্ হৃদয়ায় নমঃ। কর্ষয় মহাবল হুঁ ফট্ অস্ত্রায় ত্রিভুবনেশ্বর সর্ব্বজনমনাংসি হন হন দারয় দারয় মম বশমানয় বশমানয় হুঁ ফট্ নেত্রায় ত্রৈলোক্যমোহন হৃষীকেশাপ্রতিরূপ সর্ব্বস্ত্রীহৃদয়াকর্ষণ আগচ্ছ আগচ্ছ নমঃ॥

সব্যাঙ্গিন্যাসকেন ন্যাসং মূলবদীরিতং। ইষ্ট্বা সজপ্য পঞ্চাশৎসহস্রমভিষিচ্য চ। কুণ্ডেঽগ্নৌ দেবিকে বহ্নৌ চরুং কৃত্বা শতং হুনেৎ। পৃথগ্দধি ঘৃতং ক্ষীরং চরুং সাজ্যং পয়ঃ শৃতং। দ্বাদশাহুতিমূলেন সহস্রঞ্চাক্ষতান্তিলান্। যবং মধুত্রয়ং পুষ্পং ফলং দধি সমিচ্ছতং। হুত্বা পূর্ণাহুতিং শিষ্টং প্রাশয়েৎ সঘৃতং চরুং। সন্তোজ্য বিপ্রানাচার্য্যং তোষয়েৎ সিধ্যতে মনুঃ। স্নাত্বা যথাবদাচম্য বাগ্যতো যাগমন্দিরং। গত্বা পদ্মাসনং বদ্ধা শোষয়েদ্বিধিনা বপুঃ। রক্ষোঘ্নবিঘ্নকৃদ্দিক্ষু ন্যসেদাদৌ সুদর্শনম্। পঞ্চবীজং নাভিমধ্যস্থং ধূম্রং চণ্ডানিলাত্মকম্। অশেষং কল্মষং দেহাৎ বিশ্লেষয়দনুস্মরেৎ। রংবীজং হৃদয়াব্জস্থং স্মৃত্বা জ্বালাভিরাদহেৎ। ঊর্দ্ধাধস্তির্য্যগাভিস্ত মূর্দ্ধ্নি সংপ্লাবয়েদ্বপুঃ। ধ্যাত্বামৃতৈর্ব্বহিশ্চান্তঃ সুষুম্নামার্গগামিভিঃ। এবং শুদ্ধবপুঃ প্রাণানাগম্য মনুনা ত্রিধা। বিন্যসেন্ন্যস্তহস্তান্তঃ শক্তিং মস্তকবক্ত্রয়োঃ। গুহ্যে গলে দিক্ষু হৃদি কুক্ষৌ দেহে চ সর্ব্বতঃ। আবাহ্য ব্রহ্মরন্ধ্রেণ হৃৎপদ্মে সূর্য্যমণ্ডলাৎ। তারেণ সম্পরাত্মানং স্মরেত্তং সর্ব্বলক্ষণং। ত্রৈলোক্যমোহনায় বিদ্মহে স্মরায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ। আত্মার্চ্চনাৎ ক্রতুদ্রব্যং প্রোক্ষয়েচ্ছুদ্ধপাত্রকং। কৃত্বাত্মপূজাং বিধিনা স্থণ্ডিলে তং সমর্চ্চয়েৎ। কল্পাদিকল্পিতে পীঠে পদ্মস্থং গরুড়োপরি। সর্ব্বাঙ্গসুন্দরং প্রাপ্তবয়োলাবণ্যযৌবনং। সদা ঘূর্ণিতভাম্রাক্ষমুদারং স্মরবিহ্বলং। দিব্যমাল্যাম্বরলেপভূষিতং সস্মিতাননং। বিষ্ণুং নানাবিধানেকপরিবারপরিচ্ছদম্। লোকানুগ্রহণং সৌম্যং সহস্রাদিত্যতেজসং। পঞ্চবাণধরং প্রাপ্তকামৈক্ষং দ্বিচতুর্ভুজম্। দেবস্ত্রীভির্বৃতং দেবীমুখাসক্তেক্ষণং জপেৎ। চক্রং শঙ্খং ধনুঃ খড়্গাং গদাং মুষলমঙ্কুশং। পাশঞ্চ বিভ্রতং চার্চ্চেদাবাহাদিবিসর্গতঃ। শ্রিয়ং বামোরুজঙ্ঘাস্থাং শ্লিষ্যন্তীং পাণিনা পতিং। সাব্জচামরকরাং পীনাং শ্রীবৎসকৌস্তুভান্বিতাং। মালিনং পীতবস্ত্রঞ্চ চক্রাদ্যাঢ্যং হরিং যজেৎ॥

ওঁ সুদর্শন মহাচক্ররাজ দুষ্টভয়ঙ্কর ছিন্দ ছিন্দ ছিন্দ ছিন্দ বিদারয় বিদারয় পরমন্ত্রান্ গ্রস গ্রস ভক্ষয় ভক্ষয় ভূতানি ত্রাসয় ত্রাসয় হুঁ ফট্ ওঁ জলচরায় স্বাহা। খড়্গতীক্ষ্ণ ছিন্দ ছিন্দ খড়্গায় নমঃ। শারঙ্গায় সশরায় হুঁ ফট্। ভূতগ্রামায় বিদ্মহে চতুর্ব্বিধায় ধীমহি তন্নো ব্রহ্ম প্রচোদয়াৎ। সম্বর্ত্তক শ্বসন পোথয় পোথয় হুঁ ফট্ স্বাহা। পাশ বন্ধ বন্ধ আকর্ষয় আকর্ষয় হুঁ ফট্। অঙ্কুশেন কট্ট হুঁ ফট্।

ক্রমাত্তু জেষু মন্ত্রৈঃ স্বৈরেভিরস্ত্রাণি পূজয়েৎ। ওঁ পক্ষিরাজায় হুঁ ফট্। তার্ক্ষ্যং যজেৎ কর্ণিকায়ামজদেবান্ যথাবিধি। শক্তিরিন্দ্রাদিযন্ত্রেষু তার্ক্ষ্যাদ্যা ঘৃতচামরাঃ। শঙ্করোঽহন্তে প্রদ্যোজ্যাদৌ সুরেশাদ্যাশ্চ দক্ষিণা। পীতে লক্ষ্মীসরস্বত্যৌ রতিপ্রীতিজয়াঃ সিতাঃ। কীর্ত্তিকান্ত্যৌ সিতে শ্যামে তুষ্টিপুষ্ট্যৌ স্মরোদিতে। লোকেশান্তঃ যজেদ্দেবং বিষ্ণুমিষ্টার্থসিদ্ধয়ে।
ধ্যায়েন্মন্ত্রং জপিত্বৈনং জুহুয়াৎ ত্বভিষেচয়েৎ। ওঁ শ্রীংক্লীংহ্রীংহ্রূং ত্রৈলোক্যমোহনায় বিষ্ণবে নমঃ এতৎ পূজাদিনা সর্ব্বান কামানাপ্নোতি পূর্ব্ববৎ।। তোয়ৈঃ সম্মোহনী পুষ্পৈর্নিত্যং তেন চ তর্পয়েৎ ব্রহ্মা সশক্রশ্রীদণ্ডী-বীজং ত্রৈলোক্যমোহনম্। জপ্ত্বা ত্রিলক্ষ্যং হুত্বা চ লক্ষং বিল্বৈশ্চ সাজ্যকৈঃ তণ্ডুলৈঃ ফলগন্ধাদ্যৈর্দূর্ব্বাভিস্ত্বায়ুরাপ্নুয়াৎ।। তয়াভিষেকহোমাদিক্রিয়াতুষ্টে হ্যভীষ্টদঃ। ওঁ নমো ভগবতে বরাহায় ভূর্ভুবঃস্বঃপতয়ে ভূপতিত্বং মে দেহি হৃদয়ায় স্বাহা। পঞ্চাঙ্গং নিত্যমযুতং জপ্ত্বায় রাজ্যমাপ্নুয়াৎ।।

বশ্যতন্ত্র-মেস্‌মেরিজম্।

বশ্যতন্ত্রের প্রক্রিয়ার মধ্যে কতকগুলি প্রক্রিয়া যোগশাস্ত্রোক্ত অণিমাদি অষ্টসিদ্ধির বশিত্বনামক সিদ্ধিতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই বশ্যতন্ত্রের গ্রন্থ এইক্ষণ বিলুপ্ত হইয়াছে, বহু অনুসন্ধানেও পাওয়া যাইতেছে না, এই বশ্যতন্ত্র যদিও কোন কোন যোগীর নিকট আছে কিন্তু তাঁহারা প্রাণান্তেও তাহা কাহাকে দেখিতে কিম্বা শিক্ষা করিতে দেন না, কারণ এই তন্ত্রগ্রন্থের প্রক্রিয়ামতে যেরূপ পরোপকার করা যায় তদ্রূপ পরের অনিষ্টও ঘটাইতে পারা যায়। এই বশ্যতন্ত্র পূর্ব্বকালে অস্মদ্দেশে এতাদৃশ প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, প্রায় সর্ব্বসাধারণলোকেই এই শাস্ত্র বিলক্ষণরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া ইহার প্রক্রিয়ামতে কার্য্য করিত, অবশেষে দুষ্টলোকেরা এই তন্ত্র শিক্ষা করিয়া ইহার অনুবলে শত শত সতী স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট এবং শত শত প্রাণীর প্রাণ বধ ইত্যাদি নানাবিধ অনিষ্টজনক কার্য্য করিতে আরম্ভ করে, পরে যখন এই শাস্ত্রের প্রক্রিয়ামতে দেশে উক্তরূপ অনিষ্ট আরম্ভ হইল তখন সাধু ও অসাধু সকল লোকেই এই শাস্ত্রের কুফল দেখিয়া তাহাদের নিকট যে সকল বশ্যতন্ত্রের পুস্তক ছিল, তাহা গোপন করিয়া রাখিতে লাগিল এবং কেহ কেহ বা পোড়াইয়া ফেলিতে লাগিল, এই কারণ বশতই কালক্রমে এই তন্ত্র বিলুপ্ত হইয়া পড়িল এবং স্ত্রীলোকদিগকেও অন্দরমহলের নির্জ্জনস্থানে রাখার একটী কারণ হইল। কেবল এই শাস্ত্রের প্রক্রিয়ামধ্যে বিবাহকালে বর ও কন্যা এই উভয়ের মধ্যে পরস্পর পরস্পরকে বশীভূত করার জন্য মুখচন্দ্রিকার অর্থাৎ বর ও কন্যা এই উভয়ের পরস্পরের নেত্রে নেত্রে দর্শন করার প্রথা, যৌতক ও বরণ ইত্যাদি স্ত্রীয়াচার, রোগ আরোগ্যার্থে ঝাড়া ইত্যাদি কার্য্য শুভ বলিয়া প্রচলিত ছিল ও অদ্যাবধি আছে কিন্তু ঐ সকল কার্য্যের যথার্থ উপদেশ অভাবে ক্রমে ফলেরও বৈষম্য হইয়া

আসিয়াছে। এই বশ্যতন্ত্রের প্রক্রিয়ামতে এক মনুষ্য বিনা ঔষধে ও বিনা মন্ত্রে অন্য মনুষ্যকে অতি সহজে এইরূপ বশীভূত করিতে পারে যে তাহার বাহ্যজ্ঞান ও সদসৎ বিবেচনার শক্তি থাকে না, সে একেবারে বশ্যকারকের বশতাপন্ন হইয়া পড়ে, ইহাকেই অনেকে মোহিনী শক্তি বলিয়া থাকেন; এতদ্ভিন্ন এই তন্ত্রের অনুবলে ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়ামতে ভিন্ন ভিন্ন রোগ বিনা ঔষধে অতি অল্পসময়ের মধ্যে ও অতি সহজে উপশমিত হইয়া থাকে।

এক মানব অন্য মানবকে বিনা ঔষধ ও মন্ত্রে যে অনায়াসে আপনার আয়ত্ত অর্থাৎ বশীভূত করিতে পারে তাহা মানসিক তাড়িতের কর্ম্ম, (Mental Electricity) যেহেতু এক মানব তাহার নিজের মনকে অন্য মানবের মন ও শরীরের মধ্যে বেগে চালনা দ্বারা আলোড়িত করিয়া যে ক্রিয়া করে সেই ক্রিয়াকে মানসিক তাড়িতের ক্রিয়া ভিন্ন অন্য কিছু বলা যাইতে পারে না।

এইক্ষণ দেখিতে হইবে যে এই তাড়িত ক্রিয়া কেন এবং কিরূপে বা কি শক্তিদ্বারা হইয়া থাকে—ইহার কারণ এই যে জগদীশ্বর তাঁহার সৃষ্ট সমুদায় জগতে একটী সাধারণ বিধি করিয়াছেন, তাহার নাম সমতা, (Law of Equilibrium) এই বিধি অনুসারে স্বভাবের সমতাকার্য্য (Nature) নিয়ত ঘাৎ (Action) এবং প্রতিঘাৎ (Reaction) রূপে চলিতেছে।

মনুষ্য এবং অন্যান্য জীব জন্তুর মধ্যেও এবিষয় দেখা যায় যথা;—কোন ব্যক্তির উষ্ণ হস্তপাঞ্জা কোন এক শীতলস্থানে কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তির শীতল হস্ত পাঞ্জায় কিয়ৎক্ষণ স্পর্শ করাইয়া রাখিলে প্রথমোক্ত ব্যক্তির উষ্ণ হস্তপাঞ্জার উষ্ণত্ব শীতলস্থানে কি শেষোক্ত ব্যক্তির শীতল হস্ত পাঞ্জা মধ্যে ক্রমে প্রবেশ করে এবং শীতল হস্তপাঞ্জার শীতলত্ব ঐ উষ্ণ হস্তপাঞ্জার মধ্যে চালনা হইতে থাকে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত উভয় হস্তপাঞ্জার উষ্ণত্ব এবং শীতলত্ব পরস্পরের মধ্যে চালনা হইয়া সমতা প্রাপ্ত না হয়।

উক্ত দৃষ্টান্তগুলিদ্বারা পরস্পর সংলগ্নজন্য উষ্ণত্ব ও শীতলত্ব পরস্পরের মধ্যে যে প্রবিষ্ট হয় তাহাই দেখান হইল।

এইক্ষণ বিনা স্পর্শে কিরূপে এক মানবের মনকে অন্য মানবের মনের ও দেহের উপর চালনা করিয়া ক্রিয়া করিতে পারা যায় তাহা বলিবার অগ্রে বিনাস্পর্শে যে একবস্তু অন্য বস্তুকে আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারে তাহা বলা যাইতেছে।

সকলেই দেখিতেছেন যে চুম্বকপাথর বিনাস্পর্শে লৌহকে আকর্ষণ করিয়া আনে, ঐরূপ বৈদ্যুতিক অর্থাৎ তাড়িতশক্তিদ্বারাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাতলা বস্তু বিনাস্পর্শে আকৃষ্ট হইয়া থাকে, যথা—একখণ্ড কাঁচ, তৈলস্ফটিক (Amber) অথবা গালা অর্থাৎ লাবাতি, এই

সকলের মধ্যে যে কোন একটীকে শুষ্কহস্ত, ফ্লানেল, রেশম কিম্বা রোম ইহাদের কোন একটী দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার নিকটে টুক্‌রা টুক্‌রা কাগজ, তৃণ, কেশ, পালক, সূত্র বা অন্য কোন সূক্ষ্ম ও লঘু পদার্থ ধরিলে আকৃষ্ট হইয়া উড়িয়া আসিয়া কিয়ৎক্ষণ উহাতে লাগিয়া থাকিবে।

ইহার দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে কোন বস্তুকে ঘর্ষণ করিলে তাহাহইতে এমত তাড়িত-শক্তির উৎপত্তি হয় যে, সেই শক্তি অন্য বস্তুকে সজোরে আকর্ষণ করিয়া আনে।

ইহাতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে ইলেক্‌ট্রিসিটীর অর্থাৎ বৈদ্যুতিক পদার্থের বিলক্ষণ আকর্ষণশক্তি আছে, এই মেস্‌মেরিজমও বৈদ্যুতিক শক্তির আকর্ষণ দ্বারা হইয়া থাকে।

আত্মার ইচ্ছাশক্তিদ্বারা মস্তিষ্ক আলোড়িত হইয়া তাড়িতপদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেই তাড়িতপদার্থদ্বারাই মানব অন্যের মনকে 'আকর্ষণ করিয়া থাকে, ইহাই বশ্যতন্ত্রের অর্থাৎ মেস্‌মেরিজমের মূল কারণ, যেরূপ লাবাতি ইত্যাদি ঘর্ষণ করিলে কিম্বা কোন কাঁচ পদার্থকে উষ্ণ করিলে তাহা হইতে তাড়িৎ পদার্থ উৎপন্ন হইয়া তৃণাদি লঘু বস্তুকে আকর্ষণ করিয়া রাখে সেইরূপ ইচ্ছাশক্তিক্রমে অপরের মনকে আকর্ষণ করিয়া স্বীয় মনের সহিত যোগ করিয়া রাখে।

এইরূপ মনে কর কোন এক ব্যক্তির মস্তিষ্কে তাড়িত পদার্থ পরিপূর্ণ আছে এবং অন্য আর এক ব্যক্তির মস্তিষ্কে তাড়িত পদার্থের পরিমাণ নূন, এমত অবস্থায় প্রথমোক্ত ব্যক্তি তাহার মনকে এ[illegible]নে একস্থানে ধীরে ধীরে যে ব্যক্তির মস্তিষ্কে তাড়িত পদার্থের অল্পতা, তাহার মনের সহিত সংলগ্ন করে তাহা হইলে ইচ্ছাশক্তিক্রমে তাড়িত পূর্ণ মস্তিষ্ক হইতে তাড়িত পদার্থ নূনতাড়িতমস্তিষ্কে ক্রমে চালনা হইতে থাকে। যে পর্য্যন্ত উভয় মস্তিষ্কের তাড়িতপদার্থ সমতাপ্রাপ্ত না হয়। ইহাতে ঐ নূনতাড়িতমস্তিষ্ক ব্যক্তি অচৈতন্য হইয়া পড়ে; এইরূপ প্রক্রিয়ার নামই ম্যাগ্ন্যাটীজম। (Magnetism) এই ম্যাগ্ন্যাটীজমই বশ্যতন্ত্রের মেস্‌মেরিজমের) মূল কারণ। পরস্পরের মস্তিষ্কে তাড়িতের নূনাধিক্য হইলেই মেস্‌-মেরিজম করিবারও সময়ের নূনাধিক্য হইয়া থাকে। যদি উভয়ের মস্তিষ্কে তাড়িতপদার্থের পরিমাণ সমান হয় তাহা হইলে ক্রমে কয়েক দিবসের বৈঠকে মেস্‌মেরিজ করা যাইতে পারে।

মেস্‌মেরিজম্ করিতে যে, আত্মা, ইচ্ছা, মন, মস্তিষ্কের তাড়িত ও ইচ্ছার শক্তি ক্রমে তাড়িতপদার্থের চালনা ইত্যাদির আবশ্যক তাহা সংক্ষেপে বলা হইল, এইক্ষণ হস্ত হস্তাঙ্গুলীর প্রক্রিয়াবিশেষের দ্বারাও যে মেস্‌মেরিজ কার্য্য হয় তাহা বলা হইতেছে। হস্তাঙ্গুলীসমূহের নাম যথা,—অঙ্গুষ্ঠ, তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা এবং কনিষ্ঠা এই সকলের গঠন ইত্যাদি অত্যাশ্চর্য্য, এই হস্তাঙ্গুলির শেষভাগদ্বারা নানাবিধ অদ্ভুত কার্য্য করা যায়, এই হস্তাঙ্গুলিদ্বারা ঝাড়িয়া বেদনা প্রভৃতি নানাবিধ পীড়ার প্রতিকার করা যায়, এই হস্তা-ঙ্গুলিদ্বারা বলবান্‌ব্যক্তিকে ক্লোরাফরম্ অপেক্ষাও অধিক অচৈতন্য করিয়া অক্লেশে ও বিনা কষ্টে অস্ত্রচিকিৎসা করা যায়।

হস্তাঙ্গুলির এমৎ ক্ষমতা আছে যে ক্রুর, হিংস্রক ও ভীষণ বন্যপশুকে পর্য্যন্ত দমন ও বশীভূত করিতে পারা যায়। পূর্ব্বকালে আর্য্য মুনিঋষিগণের এই সকল ক্ষমতা ছিল, এইক্ষণও শুনা যায় যে, নিবিড় অরণ্য মধ্যে কোন কোন সন্ন্যাসীর নিকটও ব্যাঘ্রাদি বশীভূত হইয়া আছে। ফলত বশ্যতন্ত্রের অনুবলে এই সকল বশ্যতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইংরাজী গ্রন্থেও লিখিত আছে যে পিতাগোরাস (Pithagoras) যিনি পূর্ব্বে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তিনি একটী বন্য ভল্লুককে বশীভূত করিয়াছিলেন এবং আকাশবিহারী রাজপক্ষীর গতিরোধ করিয়াছিলেন যথা ;—(Pithagoras) who visited India is said to have tamed, by the influence of his will or word, a furious bear, prevented an ox from eating beans and stopped an eagle in its flight)। বাইবেলেও লিখিত আছে যে, (Lay thy Hands upon the sick and they shall recover) অর্থাৎ পীড়িত ব্যক্তির উপর হস্তচালনা কর সে তাহাতে আরোগ্যলাভ করিবে। যেরূপ আমাদের দেশের বৃদ্ধ এবং ব্রাহ্মণেরা মস্তকে হস্ত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন, সেইরূপ পূর্ব্বকালে ইংরাজদিগের মধ্যেও পাদ্রিরা (Bishop) শিষ্যের মস্তকে হস্তদ্বারা আশীর্ব্বাদ করিতেন, ইহাদ্বারা প্রতীয়মান হয় যে হস্তাঙ্গুলীর গুণ অপরাপর দেশেও জানিত।

অস্মদ্দেশের তন্ত্রশাস্ত্রে উভয় হস্তের অঙ্গুলিসমূহ ভিন্ন ভিন্ন রূপে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে ব্যবহার করার যে ক্রম দেখাইয়াছেন তাহাকে মুদ্রা বলে। ঐ সকল মুদ্রার মধ্যে কোন কোন মুদ্রাদ্বারা দেবতাদি বশীকরণ, কোন মুদ্রাদ্বারা আকর্ষণ, কোন মুদ্রাদ্বারা আবাহন, কোন মুদ্রাদ্বারা বিসর্জ্জন কোন মুদ্রাদ্বারা উন্মাদ, কোন মুদ্রাদ্বারা সংহার ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন মুদ্রার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন ; ইহার তাৎপর্য্য এই যে অঙ্গুলি বিরচন দ্বারা নানাবিধ কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। এই সকল মুদ্রা অতিশয় গোপনীয়, তাহার কারণ এই যে যাহাতে দুষ্ট লোকেরা শিক্ষা করিয়া কোন অনিষ্ট ঘটাইতে না পারে।

মেস্‌মেরিজম্ করিতে হস্তের ও হস্তাঙ্গুলির বিশেষ প্রয়োজন, হস্ত দ্বারা ঝাড়িয়া (Pass) অর্থাৎ হস্তের অঙ্গুলি বিস্তার করিয়া উপর হইতে বিনা স্পর্শে নিম্নে চালনা দ্বারা বশীকরণ, অজ্ঞানকরণ, রোগ আরোগ্যকরণ এবং ভেদ দৃষ্টি অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষদর্শন (clairovoyance) ইত্যাদি কার্য্য হইয়া থাকে। অস্মদ্দেশে বহুপ্রাচীনকাল হইতে ঝাড়িয়া আরোগ্য করা এবং বিবাহকালে হস্ত ও হস্তাঙ্গুলিদ্বারা বরণ করার প্রথা চলিয়া আসিতেছে, ঐ বরণ করাও এক প্রকার মেস্‌মেরিজ্ম।

হস্তাঙ্গুলির ও মুদ্রার প্রত্যক্ষ বল দেখানের জন্য একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে, পাঠকবর্গ তাহা সহজে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন। রাত্রিকালে যখন গুবরা পোকা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া গৃহমধ্যস্থিত প্রদীপ নির্ব্বাণের চেষ্টা করে তৎকালে ঐ গৃহমধ্যে যে যে ব্যক্তি বসিয়া থাকিবেন তাঁহারা সকলেই সজোরে আপন আপন হস্তমুষ্টি বদ্ধ করিলে কিঞ্চিৎকাল পরেই দেখিবেন যে সেই গুবরে পোকার উড়িবার শক্তি রহিত হইবে এবং ধপ্ করিয়া পড়িয়া যাইবে, ইহা কেবল অঙ্গুলির গুণ।

অঙ্গুলীগুলি মুষ্টিবদ্ধ করিলে শুবরে পোকার পতন দেখান হইল এইক্ষণ আবার অঙ্গুলী টিপিয়া চিনাজোঁকের ভয় নিবারণের উপায় দেখান হইতেছে। যেখানে জোঁকের ভয় দেখা যায় সেইখানে বৃদ্ধাঙ্গুলীর অগ্রভাগদ্বারা তর্জ্জনী কিম্বা কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগ সজোরে টিপিয়া রাখিলে চিনাজোঁক নিকটে আসিয়া স্তম্ভিত হইয়া থাকে; ইহাও মেস্মেরিজম্।

চক্ষে চক্ষে তাকাইয়া যে ইচ্ছাশক্তিক্রমে মেস্মেরিজ করা যায় তাহা বলা হইতেছে।

অনেকেই অবগত আছেন যে সর্পজাতির বিশেষ শাকুনি সাপ বা অজাগর সাপ আপনি শরীর লইয়া গমনাগমন করিতে পারে না, ইহারা কেবল দৃষ্টিক্রমে মেস্মেরিজ দ্বারা আহারীয় দ্রব্য আনয়ন করিয়া থাকে। যেরূপে ঐ প্রকার কার্য্য সাধন করিয়া থাকে তাহা বলা হইতেছে।—প্রথমত শাকুনি বা অজাগর সর্প পক্ষী প্রভৃতি কোন প্রাণি দেখিয়া তাহার উপর ইচ্ছাশক্তি প্রবল করিয়া একমনে একধ্যানে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে, যখন ঐ পক্ষীর নেত্র বৃক্ষের উপর হইতে সর্পের নেত্রের সহিত মিলিত হইয়া পড়ে, তখন ঐ পক্ষী উক্ত বৃক্ষের এক ডাল হইতে অন্যডালে উড়িয়া পলাইবার চেষ্টা করিয়া থাকে। সর্প এইকালে মুখ বিস্তারিত করিয়া তাহার দিকে একদৃষ্টে দৃষ্টি করিলে ঐ পক্ষী উক্ত উচ্চতর বৃক্ষ হইতে জ্ঞানহারা ও উন্মত্তপ্রায় হইয়া চিৎকার অর্থাৎ ট্যাঁ ট্যাঁ করিতে করিতে একবারে সর্পের মুখের নিকট আসিয়া পড়ে, তৎকালে ঐ সর্প তাহার মুখ বিস্তার করত ঐ পক্ষীকে গ্রাস করিয়া থাকে। পরন্তু অজাগর সর্পের মুখমধ্যে অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সর্পগুলিও ঐ প্রকারে অনায়াসে প্রবেশ করিয়া থাকে, কাটবিড়াল প্রভৃতিও উহাদের দৃষ্টি হইতে এড়াইতে পারে না। এবং মানবগণের ও হিংস্রপশু, বন্যঘোড়া, ষাঁড়, ক্ষিপ্তকুকুর, পক্ষী ও সর্পজাতিকে মোহিত অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তিদ্বারা মেস্মেরিজ করিয়া আনিবার ও বশীভূত করিবার ক্ষমতা আছে। মহাভারতের আস্তিকপর্ব্বাধ্যায়ে লিখিত আছে যে, জন্মেজয় রাজা যে সর্প যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাহাতে তক্ষকসর্পের বন্ধুবান্ধবগণ আকৃষ্ট হইয়া প্রজ্বলিত হুতাশনে সবংশে ধ্বংস হইয়াছিল।

বিলুপ্ত বশ্যতন্ত্রের প্রক্রিয়া মধ্যে ইচ্ছাশক্তিক্রমে চক্ষুর দৃষ্টিদ্বারা মেস্মেরিজম্ করাই শ্রেষ্ঠ উপায়; এই প্রক্রিয়ামতে মনুষ্যকে উন্মত্ত এবং মুগ্ধ করা যায়, অন্যের আত্মায় ও অন্যের অন্তঃকরণে আপনার আত্মাকে ও ইচ্ছাশক্তিদ্বারা আবিষ্ট করান যাইতে পারে। এমন কি বশ্যব্যক্তিকে যাহা করিতে ও বলিতে আজ্ঞা করা যায় তাহাই করিবে। অস্মদ্দেশে যে বহু প্রাচীনকাল হইতে চক্ষুর দৃষ্টিদ্বারা মেস্মেরিজম্ প্রচলিত ছিল তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে।

চক্ষুর দৃষ্টিশক্তিদ্বারা যে মেস্‌মেরিজ হইয়া থাকে তাহার প্রমাণ মহাভারতে যথা—

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়ের তিনশত একুশ (৩২১) অধ্যায়ে সুলভা-জনক সংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাসে লিখিত আছে যে সত্যযুগে মিথিলানগরে ধর্ম্মধ্বজ নামে জনকবংশসম্ভূত সন্ন্যাসধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ এক প্রসিদ্ধ নরপতি ছিলেন ঐ সময় সুলভা নামে এক সন্ন্যাসিনী যোগধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া একাকিনী সমুদায় পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতেন, তিনি একদা নানাস্থানে পর্য্যটন করিতে করিতে ত্রিদণ্ডধারী মহাত্মাদিগের মুখে জনকবংশোদ্ভব রাজা ধর্ম্মধ্বজের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তিনি যথার্থ মোক্ষধর্ম্মাবলম্বী কি না তদ্বিষয়ে সংশয়াপন্ন হইলেন এবং আত্মসন্দেহ দূর করিবার জন্য রাজর্ষি ধর্ম্মধ্বজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া যোগবলে পূর্ব্বরূপে পরিত্যাগ ও অতি মনোহররূপ ধারণ করিয়া অস্ত্রের ন্যায় দ্রুতবেগে নিমেষ মধ্যে বিবিধ জনপূর্ণ রমণীয় বিদেহনগরে গমন করিয়া ভিক্ষা-গ্রহণের ছলে মিথিলাপতির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, রাজা পাদ্য ও আসন প্রদান পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট ভক্ষ্য ও পানীয় দ্বারা তাহার তৃপ্তিসাধন করিলেন, তৎপরে ঐ সন্ন্যাসিনী সুলভা, রাজা যথার্থ মোক্ষবেত্তা কি না ? এই সংশয় দূর করিবার মানসে বেদার্থজ্ঞ পণ্ডিত ও মিত্রগণে পরিবেষ্টিত নরপতিকেই নিম্নলিখিত প্রকারে পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, যথা—

"সুলভাত্বস্য ধর্ম্মেষু মুক্তো নেতি সসংশয়া, সত্বং সত্বেন যোগজ্ঞা প্রবিবেশ মহীপতেঃ ॥"

"অর্থাৎ সুলভা স্বীয় বুদ্ধির সহিত রাজার বুদ্ধি ঐক্য করিয়াছিলেন, অর্থাৎ আপন আত্মাকে রাজার আত্মাতে প্রবিষ্ট করিয়া তাহাকে বশীভূত ও বদ্ধ করিয়াছিলেন। কিরূপে আপন বুদ্ধির সহিত রাজার বুদ্ধি ঐক্য করিয়াছিলেন। তাহা নিম্ন শ্লোকে বর্ণিত আছে যথা ;—নেত্রাভ্যাং নেত্রয়োরস্য রশ্মিন্ সংযম্য রশ্মিভিঃ। সাস্ম সঞ্চোদয়িষান্তী যোগবন্ধৈর্ব্ববন্ধহ।" অর্থাৎ সুলভা আপন চক্ষুদ্বয়কে জনকরাজার চক্ষুদ্বয়ের দিকে সমসূত্রে স্থাপিত করিয়া নিজের নেত্র রশ্মি দ্বারা রাজার নেত্ররশ্মি সংযত করিয়া রাজার বুদ্ধি অর্থাৎ আত্মাকে যোগবলে (ইচ্ছাশক্তি-ক্রমে) যোগরূপ বন্ধনে বন্ধন করিয়া বশীভূত ও রুদ্ধ করিয়াছিলেন। আধুনিক কোন ইংরাজি মেস্‌মেরিজম্ গ্রন্থেও দেখা যায় যে, মেস্‌মেরিজকালে চক্ষুতে চক্ষুতে দৃষ্টিদ্বারা শীঘ্র ফললাভ হইয়া থাকে। ঐ গ্রন্থে লেখা আছে যে মেঃ মনসিয়ার লাফ্‌টেন নামক (Monsier Lafontaine) জনৈক ফ্রেঞ্চ মেস্‌মেরিজার ও মেস্‌মেরিজ করিবার কালে পরস্পর একদৃষ্টিতে উভয়ে পরস্পরের প্রতি অনিমিষ নয়নে দৃষ্টিপাত করিতে পারিলেই উক্তকার্য্যের বিশেষ ফল পাইতে পারে এইরূপ বলিয়াছেন।

সমতা, (Equilibrium) আকর্ষণ (Attraction) নূতনত্ব সম্পাদন করা (Renovation) এবং সংযোগ (Association) ইত্যাদি এইসকল বশ্যতন্ত্রের মূল সূত্র।

মেস্‌মেরিজ করিতে হইলে বশ্যকারককে যেরূপ প্রকৃতিবিশিষ্ট, যেরূপ জ্ঞানী ও যেরূপ বয়সের হওয়া কর্ত্তব্য তাহা বলা হইতেছে।

বশ্যকারকের সম্পূর্ণরূপে শারিরীক তেজস্বিতা এবং সতর্কতা থাকা আবশ্যক। বয়ক্রম অনূ্ন পঁচিশ হইতে পঞ্চাশ বৎসর হইবে। বশ্যকারক ও বশ্য এই উভয়ের কুশলার্থে বশ্যকারক প্রথম বৈঠকে দেখিবেন যে তৎকালে তাঁহার শারিরীক দোষের কিম্বা পৈতৃক কোন পীড়া আছে কি না, কারণ যদি বশ্যকারক নিজে পীড়িত হয়েন তাহা হইলে বশ্যকারকের রোগ সকল বশ্য অর্থাৎ যাহাকে মেস্‌মেরিজ করিবে তাহার শরীরে প্রবেশ করিবে। এই রূপ বশ্যব্যক্তির পীড়া বশ্যকারকের শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, সুতরাং আত্মরক্ষার্থে বশ্যকারকের নীরোগী, তেজস্বী ও বলবান্ হওয়া কর্ত্তব্য।

বশ্যকারকের লক্ষণ।

যে বশ্যকারকের বক্ষঃস্থল প্রশস্ত, মস্তক বৃহৎ এবং যে বশ্যকারক বলবান্ সেই বশ্যকারক শীঘ্র মেস্‌মেরিজ করিতে পারে, সাধারণতঃ স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষ শীঘ্র মেস্‌মেরিজ করিতে ক্ষমবান্ হইয়া থাকে।

যে বশ্যকারক (মেস্‌মেরিজার) বহুদর্শী, জিতেন্দ্রিয়, ক্ষমাশীল, শুচি, নম্র, দয়াশীল, অপরিশ্রান্ত, অনুরক্ত, হিতাভিলাষী, কার্য্যকুশল, প্রতারণা-হীন, ধার্ম্মিক, সর্ব্বদা তৎপর ক্রোধ, কার্কশ্য, মাৎসর্য্য, নত্ততা. ত আলস্য বর্জ্জিত এবং যিনি বশ্যরোগীর জিহ্বা, নেত্র ও অন্যান্য বাহ্যলক্ষণ দৃষ্টে রোগ সহজে নিরূপণ করিতে পারেন এইরূপ গুণযুক্ত বশ্যকারকই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টরূপে এবং অল্পসময়ের মধ্যে প্রসংশার সহিত মেস্‌মেরিজ ও রোগ আরোগ্য করিতে পারেন।

বশী বা মেস্‌মেরিজ করিবার বিশেষ স্থান।

বাটীর মধ্যে যে কুঠুরীটী পরিষ্কার ও উপদ্রব শূন্য সেই কুঠুরীটী মেস্‌মেরিজ করিবার উপযুক্ত স্থান, কারণ মেস্‌মেরিজকালে যদি ঐ স্থানের নিকটবর্ত্তী চতুষ্পার্শ্বে গাড়ী, ঘোড়া, ঢাক, ঢোল এবং অন্যান্য বাদ্য প্রভৃতির শব্দ ও বালকের ক্রন্দনধ্বনি, কলহ, বায়ুকর্তৃক কপাটের ঘাত প্রতিঘাৎ শব্দ প্রভৃতি হয় তাহা হইলে বশ্যব্যক্তির নিদ্রাকর্ষণের ব্যাঘাত জন্মিয়া থাকে। অথবা মেস্‌মেরিজ করিতে অধিক সময়ের প্রয়োজন হয় কিংবা মেস্‌মেরিজ কার্য্য একেবারেই নিস্ফল হইয়া যায়, এই জন্য নিঃশব্দস্থানে মেস্‌মেরিজ করা আবশ্যক।

যে কুঠুরীটী মেস্‌মেরিজ করিবার নিমিত্ত স্থির হইবে, সেই কুঠুরীর মধ্যে বশ্যব্যক্তির রক্ষার্থে এবং তাহার মনের কোন প্রকার উদ্বেগ কি ভয় বা কোনরূপ অনিষ্টের আশঙ্কা জন্মিতে না পারে এনিমিত্ত অর্থাৎ যাহাতে বশ্যব্যক্তির মনের স্থিরতা থাকে তজ্জন্য একজন স্থির, ধীর, বুদ্ধিমান্ এবং বিশ্বাসী আত্মীয় কি বন্ধুব্যক্তিকে রাখা কর্ত্তব্য॥ পরন্তু ঐ ব্যক্তিকে বিশেষরূপ সতর্ক করিয়া দিতে হইবে যে, মেস্‌মেরিজকালে ঐ ঘরে কোনরূপ শব্দ না করে এবং এমত অন্য কোনরূপ কার্য্য না করে যাহাতে মেস্‌মেরিজের ব্যাঘাত জন্মিতে পারে।

যদিচ বশ্যতন্ত্র লোপ হইয়াছে তথাপি দেখা যায় যে তন্মধ্যস্থ কতকগুলি ক্রিয়া অদ্যাবধি অনেকেই অবগত আছেন। কিন্তু তাঁহারা বশ্যতন্ত্র মতে যে কার্য্য করেন তাহা অবগত না থাকায় অন্য নামে বশ্যতন্ত্রের প্রণালীমতে কার্য্য করিয়া থাকেন যথা।—তন্ত্রোক্ত বশীকরণ মারণ, উচ্চাটন, আকর্ষণ, মোহন এবং বিদ্বেষণ।

এইক্ষণ আধুনিক ইংরাজী মেস্‌মেরিজমের সহিতও যে বশ্যতন্ত্রের অনেকক্রিয়ার সৌসাদৃশ্য আছে, তাহা স্পষ্ট দেখা যায়। ফলতঃ মেস্‌মেরিজ করিবার প্রণালী ও সঙ্কেত বহুবিধ। সম্প্রতি মেস্‌মেরিজমের প্রণালী ও সঙ্কেত বলার অগ্রে তাহার কতকগুলি সাঙ্কেতিক নাম ও ফলসিদ্ধি লক্ষণ কথিত হইতেছে।

বশী বা মেস্‌মেরিজ শব্দ বশীকরা বা মেস্‌মেরাইজ বুঝায়।

বশী বা মেস্‌মেরাইজ কার্য্য যে করে তাহাকে বশ্যকারক (মেস্‌মেরাইজার বা নিদ্রাকারক) বলে।

যাহাকে বশী করা যায় তাহাকে বশ্য (মেরাইজ্‌ড্‌ বা নিদ্রাভাজন) বলে।

হস্তের অঙ্গুলি বিস্তার করিয়া উপর হইতে নীচে চালনাকে ঝাড়া ও ইংরাজিতে পাস্‌ বলে।

বশ্যের লক্ষণাদি বলা যাইতেছে।—যদিচ কিরূপ ধাতুবিশিষ্ট লোক অনায়াসে বশী বা মেস্‌মেরাইজ হইতে পারে তাহার নিশ্চয়তা নাই তথাচ কথিত আছে যে যাহার তুলারাশি সে অন্য অপেক্ষা শীঘ্র বশী বা মেস্‌মেরিজ হইতে পারে।

শীঘ্র মেস্‌মেরাইজ হইবে কিনা তাহার পরীক্ষা এই যে,—যাহাকে মেস্‌মেরাইজ করিতে হইবে, অগ্রে তাহার হস্ত চিৎ করিয়া কনুই হইতে অঙ্গুলির শেষভাগ পর্য্যন্ত ধীরে ধীরে ঝাড়িলে (পাস্‌ করিলে) যদি সেই কালে ঐ স্থান শীতল কি গরম অথবা সূচীবিদ্ধের ন্যায় বেদনা ও শড়্‌শড়ানী বা অসারতা বোধ হয় তাহা হইলে শীঘ্র মেস্‌মেরাইজ হইবে তাহা জানা যাইবে।

বশ্য বা মেস্‌মেরিজমের অর্থ একপ্রকার নিদ্রাকারিণী বা মোহিনীশক্তি, যদ্দারা এমত একপ্রকার নিদ্রার বা সম্মোহনের আবির্ভাব করা যায় যে, ঐ নিদ্রিত বা মোহিত ব্যক্তির বাহ্যজ্ঞান থাকে না এবং তাহার শরীরে আল্‌পিন্‌ বিদ্ধ বা তপ্তাঙ্গার প্রদান করিলেও সে কিছুমাত্র জানিতে পারে না। কিন্তু বশ্যকারক কোন প্রশ্ন করিলে অনায়াসে তাহার উত্তর করিতে সক্ষম হয় এবং ঐ নিদ্রাভঙ্গ হইলে নিদ্রাকালের কোন ঘটনা তাহার মনে থাকে না। ঐ সময়ে তাহার চক্ষু নিমীলিত দেখা যায় কিন্তু কোন ঘটনা বর্ণনকালে বোধ হয় যেন সে সকল দেখিতে পাইতেছে। আর বশ্যকারকের বাক্য ও স্বর ভিন্ন কোন কথা শুনিতে পায় না, কারণ উক্তরূপ নিদ্রিতবশ্যের ভূত আত্মা বশ্যকারকের সহিত সংমিলিত হইয়া থাকে এবং বশ্যকারকের এইরূপ বশীভূত হয় যে তাহার আজ্ঞাব্যতীত গাত্রোত্থান ও তাহার হস্ত পদাদি চালনা এবং বাক্য বলিবার শক্তি থাকে না। এমন কি বশ্যকারক আহার বা জলপান করিলে বশ্যব্যক্তি বোধ করিবে যেন সে আহার বা পান করিতেছে, তৎকালে তাহার মুখ নড়িতে দেখা যায়। বশ্যের আত্মা বশ্যকারকের আত্মার সহিত এরূপ সংমিলিত হয় যে,

বশ্যকারকের হস্তে সূচী বিদ্ধ করিলে বশ্যব্যক্তি তাহার অঙ্গে সূচীবিদ্ধ হইয়াছে বোধ করিবে। ইত্যাদি অবস্থা ঐ মেস্‌মেরিজমের দ্বারা হইয়া থাকে। এইরূপ নিদ্রা আকর্ষণ করাইবার অনেক প্রকার নিয়ম আছে।—

সকলপ্রকার অবস্থাতেই মেস্‌মেরিজ করা হইয়া থাকে, অর্থাৎ মৃত্তিকার উপর শপ, মাদুর, পাটী, কুশাসন, শয্যা, চেয়ার, কোচ ইত্যাদি স্থানে বশ্যকে শয়ন করাইয়া বা বসাইয়া কিম্বা দাঁড়ানভাবে রাখিয়া মেস্‌মেরিজ করা যাইতে পারে।

এইক্ষণ কিরূপে ঐ মেস্‌মেরিজ করিতে হইবে তাহার উপদেশাদি নিম্নে লিখিত হইতেছে।—

প্রথম উপদেশ ;—বশ্যকারক তাহার আপনার মন হইতে সকল প্রকার চিন্তা দূরীভূত করিয়া মনকে প্রসন্ন ও ইচ্ছাশক্তিকে দৃঢ় করিবে, অনন্তর যাহাকে মেস্‌মেরাইজ করিতে অভিলাষ হইবে। তাহাকে সম্মুখে উপবেশন করাইয়া পরে বশ্যব্যক্তির মনে যেন বশ্যকারকের প্রতি বিদ্বেষভাব না থাকে, তদ্বিষয়ে বশ্যব্যক্তিকে সাবধান করিয়া দিবে। অনন্তর-বশ্যকারকের দক্ষিণহস্তের অঙ্গুলির অগ্রভাগ বশ্যের বামহস্তের অঙ্গুলির অগ্রভাগে এবং বশ্যকারকের বামহস্তের অঙ্গুলির অগ্রভাগ বশ্যের দক্ষিণহস্তের অঙ্গুলির অগ্রভাগে একত্র সংলগ্ন করিয়া পরস্পরের প্রতি পরস্পর দৃষ্টি করিবে, অর্থাৎ বশ্যব্যক্তি বশ্যকারকের চক্ষুর প্রতি বিনীতভাবে এক দৃষ্টে এবং বশ্যকারক বশ্যব্যক্তির চক্ষুর প্রতি দৃঢ়চিত্তে একদৃষ্টে দৃষ্টিপাত করিবে, পরন্তু এই সময় যাহাতে ঐ স্থানে কোনরূপ শব্দ না হয় তাহা করিবে। এইরূপ করিবার অল্পক্ষণ পরেই বশ্যব্যক্তির আলস্য ও ক্রমে গাঢ় নিদ্রা হইয়া থাকে।

অন্য প্রকার—বশ্য অর্থাৎ যাহাকে মেস্‌মেরাইজ করিতে হইবে তাহাকে স্বচ্ছন্দরূপে বসিবার উপযুক্ত হাতা থাকে এরূপ চেয়ারে অথবা কোন কোচের এক প্রান্তভাগে হেলানভাবে বসাইবে এবং চেয়ারের কিংবা কোচের উপর বশ্যব্যক্তির পশ্চাদ্‌ভাগে বালিস দিয়া রাখিবে। যেন মেস্‌মেরিকনিদ্রাকালে বশ্যব্যক্তির মস্তক নিম্নে পতিত না হয়।

যদি কোন বশ্য বা নিদ্রাভাজন সাধারণ চেয়ারের উপরে সোজা ভাবে বসিয়া মেস্‌মেরিজ হইতে ইচ্ছা করেন, তবে বশ্য বা নিদ্রাভাজনকে ঐরূপভাবে বসাইয়া বশ্যকারক স্বয়ং বশ্যের সম্মুখে বসিয়া বা দাঁড়াইয়া বশ্যের হাঁটুর সহিত নিজের হাঁটু সংলগ্ন করিয়া রাখিবে ; তৎপরে পরস্পর পরস্পরের চক্ষুতে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিবে। অনন্তর বশ্যকারক ঝাড়িতে (পাস্ দিতে) আরম্ভ করিবে, কিন্তু ঝাড়াকালে চক্ষুতে চক্ষুতে দৃষ্টি দৃঢরূপে রাখিতে হইবে। কেহ কেহ একচক্ষুর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ঝাড়িয়া মেস্‌মেরিজ করা অগ্রগণ্য বলিয়া থাকেন! অপিচ পরস্পরের দৃষ্টিকালে চক্ষুর পলক না পড়িলেই ভাল হয় তবে অভাব পক্ষে ঐ পলক বারে যত কম হয় ততই ভাল, কারণ ঐরূপ পলক পড়িলে কার্য্যের ব্যাঘাত হইয়া থাকে। অতএব বশ্যব্যক্তি স্থির হইয়া একভাবে দৃষ্টি করিবে এবং বশ্যকারকও তদ্রূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া ইচ্ছাশক্তির চালনাদ্বারা বশ্যের চক্ষুর উপর দৃষ্টি রাখিবে। এইরূপ করিলে শীঘ্রই মেস্‌মেরিজের ফল হইয়া থাকে। এইরূপ প্রক্রিয়ামতে ঝাড়িতে ঝাড়িতে (পাস্ দিতে পাস্ দিতে) বশ্যব্যক্তির চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিবে। চক্ষু মুদ্রিত হইলে বশ্যকারক

বশ্যের কপালে ও মুদ্রিত চক্ষুতে দৃষ্টি রাখিবে, ইহাতে ঐ নিদ্রা বৃদ্ধি হইতে থাকিবে, যখন বশ্য এরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইবে তৎকালে বশ্যকারক বশ্যের মস্তকের উপর বাহু উত্তোলন করিয়া এবং অঙ্গুলি বশ্যের দিকে সামান্যরূপে বিস্তার করিয়া উভয় হস্ত একস্থানে করত বশ্যের মুখ এবং শরীর হইতে দুই তিন ইঞ্চি ফাক্ রাখিয়া মস্তক হইতে বক্ষস্থলের নীচ পর্য্যন্ত ঝাড়িতে থাকিবে, এইরূপ ঝাড়িতে ঝাড়িতে বশ্যব্যক্তিকে সম্পূর্ণরূপে নিদ্রাভিভূত করিবে।

উপরে যে বক্ষস্থল পর্য্যন্ত পাসের বিষয় বলা হইল ঐ পাস্ করিবারকালে মধ্যে মধ্যে মস্তক হইতে পা পর্য্যন্ত দ্বাদশবার পাস্ করিতে হইবে তাহা হইলেই সমস্ত শরীরের মধ্যে মেস্মেরিক ফ্লুইড্ সম্পূর্ণরূপে ব্যাপ্ত হইবে, কিন্তু এরূপ কার্য্য করা কালে অতিশয় সাবধান হইতে হইবে যেন গলার নলী অর্থাৎ যদ্দারা শ্বাস প্রশ্বাস প্রবাহিত হয় তাহার উপর মেস্মেরিজ না হয়, কারণ ঐ গলার নলী মেস্মেরিজ হইলে বশ্যের শ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতে কষ্ট বোধ হইবে, যদি ঐ স্থানে কোনরূপ বেদনা বা কোনরূপ কষ্ট বোধ হয় তবে তাহার প্রতিকারের নিয়ম এই যে বশ্যের বক্ষস্থলের যে স্থানে বেদনা বা কষ্ট অনুভূত হইবে সেই স্থান উভয়হস্ত দ্বারা পাস্ করিয়া (ঝাড়িয়া) ঐ ব্যক্তির দুইপার্শ্বে ঝাড়িয়া দিবে, তাহা হইলেই ঐস্থানের বেদনা বা স্ফীতি নিবারণ হইবে এবং ঐ পাস্ দেওয়া কালে যে স্থানে শ্বাসবদ্ধ হয় বলিয়া বোধ হইবে সেই স্থানে ফু দিবে তাহা হইলেই উপরোক্ত কষ্ট দূরীভূত হইবে।

উপরে যে দুইপ্রকার পাসের কথা বলা হইল তাহার নিয়ম এই যে, মস্তক হইতে বক্ষঃস্থলের নীচ পর্য্যন্ত যে পাস্ করিতে হইবে তাহা প্রতিমিনিটে ১০।১২ বার করিবে, বা আর মস্তক হইতে পাদপর্য্যন্ত যে পাস্ করিবে। তাহা প্রতিমিনিটে ৫।৭ বার করিতে হইবে। ঐ পাস্ এমত মৃদুভাবে করিতে হইবে যে প্রতিপাসের সহিত যেন ইচ্ছাশক্তির চালনা হইতে পারে। পরন্তু মস্তকের উপর হইতে বশ্যের শরীর ঘেসিয়া হস্তদ্বারা নিম্নে ঝাড়িয়া আনিয়া ঐ হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিবে, পরে পুনরায় ঐ মুষ্টিবদ্ধ হস্ত মস্তকের উপর লইয়া হস্তাঙ্গুলি মেলিয়া পাস করিতে আরম্ভ করিবে। অথচ নিম্ন হইতে যখন হস্তপাঞ্জা পুনরায় মস্তকে লইয়া যাইবে তৎকালে ঐ হস্তদ্বয় বশ্যের শরীর হইতে দূরে রাখিয়া মস্তকের উপরে লইয়া পুনঃ পুনঃ ঐরূপ পাস্ করিতে থাকিবে।

অন্যপ্রকার ;—বশ্য বা নিদ্রাভাজন ইজিচেয়ারের উপরে হেলানভাবে বসিবে অথবা কোন কোচের উপরে শয়ন করিবে তৎপর বশ্যকারক বা নিদ্রাকারক ঐ বশ্যের বা নিদ্রাভাজনের বিপরীতদিগে দণ্ডায়মান হইয়া কিম্বা বসিয়া নিদ্রাভাজনের গাত্রস্পর্শ না করিয়া মস্তক ও কপালদেশ হইতে ক্রমে ক্রমে মুখের উপর দিয়া উদর কিম্বা পদপর্য্যন্ত ধীরে ধীরে সাবধানে এইরূপে অঙ্গুলী বিস্তারপূর্ব্বক হস্তসঞ্চালন করিবে যেন তাহার কোন অঙ্গুলীর অগ্রভাগ ঐ বশ্যের বা নিদ্রাভাজনের শরীর স্পর্শ না করে ; অথচ হস্তচালনার সময় ঐ বশ্যের বা নিদ্রাভাজনের গাত্র ঘেষিয়া যায়, আর মস্তক হইতে কপাল ও শরীরের উপর দিয়া হস্তচালনা করিয়া অর্থাৎ ঝাড়িয়া আনিয়া হস্তাঙ্গুলি মুট করিয়া ঐ হস্ত মস্তকোপরি লইয়া পুনশ্চ হস্তাঙ্গুলি মেলিয়া চালনা করিবে অর্থাৎ ঝাড়িবে ; আর ঐরূপ চালনা করিতে করিতে

এক একবার বশ্যের বা নিদ্রাভাজনের চক্ষু হস্তাঙ্গুলিদ্বারা আচ্ছাদিত করিলে ভাল হয়। কোন কোন মতে বশ্যকারকের বা মেস্‌মেরিজারের হস্তচালনাকালে নিদ্রাভাজন নিদ্রাকারকের নেত্রের প্রতি স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিবে এবং বশ্যকারক বা নিদ্রাকারকও বশ্যের বা নিদ্রাভাজনের চক্ষুর প্রতি দৃষ্টি রাখিবে।

মিঃ ডেবিস্‌সাহেবও ঐরূপ বলেন যথা—যাহাকে মেস্‌মেরাইজ করিতে ইচ্ছা করিবে, তাহাকে সম্মুখে উপবেশন করাইয়া বশ্যকারকএকাগ্রচিত্তে তাহার চক্ষুর প্রতি একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিবে। পরে বশ্যকারক আপনার উভয়হস্তের অঙ্গুলিগুলি মেলিয়া বশ্যব্যক্তির কপালের উপর হইতে নাভিপর্য্যন্ত কিম্বা পাদদ্বয়ের পাতা পর্য্যন্ত আস্তে আস্তে ও ধীরে ধীরে পাস্ দিবে, এই বিষয় বিশেষ সাবধান হইতে হইবে এই যে, পাস্ দেওয়াকালীন যেন বশ্যকারকের হস্তাঙ্গুলির অগ্রভাগ বশ্যব্যক্তির শরীরের কোন স্থানে না লাগে অথচ বশ্যব্যক্তির শরীরের অতিশয় নিকট দিয়া হস্তচালনা করিবে। অনন্তর অঙ্গুলিগুলি মুঠা করিয়া পুনর্ব্বার হস্তদ্বয় মস্তকের উপরিপর্য্যন্ত লইয়া পরে পুর্ব্বের ন্যায় অঙ্গুলি মেলিয়া চালনা করিবে। এইরূপ পুনঃ পুনঃ করিতে করিতে অল্পসময়ের মধ্যেই বশ্যব্যক্তির চক্ষুর পাতা আপনা আপনি বুজিয়া আসিবে অবশেষে আর খুলিতে পারিবে না, পরে গাঢ় নিদ্রা আসিবে।

অন্যপ্রকার ;—বশ্যকারক বশ্যব্যক্তিকে আপনার সম্মুখে উপবেশন করাইয়া নিজের বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বারা বশ্যব্যক্তির বৃদ্ধাঙ্গুলি দৃঢ়রূপে চাপিয়া ধরিয়া একাগ্রচিত্তে ও একদৃষ্টে বশ্যের চক্ষুর প্রতি তাকাইয়া থাকিবে। এইরূপ করিবার কিছুক্ষণ পরেই বশ্যের নিদ্রা আকর্ষণ হইবে।

অন্যপ্রকার ;—কোন একটী দ্রব্য চক্ষুর সমসূত্রে নিকটে বা কিঞ্চিৎ উপরে রাখিয়া সেই দিকে একদৃষ্টে ক্রমশঃ চাহিয়া থাকিলে ঐরূপ নিদ্রা হইয়া থাকে। পরন্ত যে দ্রব্য ঐরূপে ধরিবে সেইটী বিশেষ সাদা বা চাকচিক্য হইলে শীঘ্রই মেস্‌মেরাইজ হইয়া থাকে।

অন্যপ্রকারে ;—ইজিচেয়ার বা কোচের অভাবে যেরূপে মেস্‌মেরিজ করিতে হইবে তাহা লিখিত হইতেছে। যথা—ইজি চেয়ার বা কোচ্ অভাবে কোন স্থানে নিদ্রাভাজনকে হেলান ভাবে বসাইয়া কিম্বা কোন শয্যার উপরে চিৎ করিয়া শয়ন করাইয়া তাহার কপালদেশ হইতে পাদদেশপর্য্যন্ত অথবা উদরপর্য্যন্ত নিদ্রাভাজনের মুখের উপর দিয়া নিদ্রাকারক তাহার দুই হস্ত এইরূপে সঞ্চালিত করিবে যে কোন প্রকারে তাহার উভয় হস্তের অঙ্গুলীর অগ্রভাগ নিদ্রাভাজনের গাত্রস্পর্শ না করে, কিন্তু উহার গাত্র ঘেঁসিয়া হস্তচালনা করিতে হইবে ; অথবা বশ্যের বা নিদ্রাভাজনের ঐপ্রকারে কপালের উভয় পার্শ্বদেশের উপরিভাগ দিয়া নাবিয়া বাহুযুগলের উপর দিয়া সঞ্চালিত করিলে ঐরূপ কার্য্য হইয়া থাকে।

নিদ্রাকারক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও স্থিরচিত্ত হইয়া এই সকল কার্য্য করিবে এবং নিদ্রাভাজনও তাহাতে বিরক্তিপ্রকাশ না করিয়া সহ্য করিয়া থাকিবে ; আর ঐ কার্য্যকালে তৎস্থলে কোন গোলযোগ বা কোন শব্দ না হয়, এইরূপ সতর্ক হইয়া কার্য্য করিতে হইবে। হস্তচালন হইলে নিদ্রাভাজনের চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিবে এবং চক্ষু শিবনেত্রবৎ হইয়া ঘুরিতে থাকিবে। তৎপরে নিদ্রাভাজন অজ্ঞান হইয়া পড়িবে। ঐ শক্তিদ্বারা নিদ্রাকর্ষণ হইয়াছে কি না তাহা

পরীক্ষার্থ নিদ্রাভাজনের হস্ত উত্থিত করিলে যদি ঐ হস্ত মৃতব্যক্তির হস্তের ন্যায় পতিত হয় ও চক্ষুর পাতা তুলিয়া যদি দেখা যায় যে, উর্দ্ধনয়ন হইয়া চক্ষুর মণি ঘুরিতেছে, তাহা হইলে জানা যাইবে যে মেস্‌মেরিজমের কার্য্য হইয়াছে। কখন কখন কপালে ধীরে ধীরে শ্বাসত্যাগ বা হস্তস্পর্শ করিলে নিদ্রা গভীর হইয়া আইসে। কিন্তু নূতনশিক্ষার্থী ব্যক্তি প্রথম প্রথম এই কার্য্য হইতে বিরত থাকিয়া মস্তক হইতে পদপর্য্যন্ত হস্তচালনাদ্বারা ক্রিয়া করিবে। এইরূপ নিদ্রাদ্বারা নানাপ্রকার রোগের শান্তি বা উপশম এবং বেদনার নিবৃত্তিও হইয়া থাকে।

কেহ কেহ বলেন যে, হস্তচালনার সময় নিদ্রাভাজনের স্বীয় প্রকৃতি অতি গরম বা শীতল বোধ হয় এবং তাহার শরীরে সূচীবিদ্ধের ন্যায় বেদনা, শড়্‌শড়ানি ও অসাড়তা বোধ হয়। তৎপরে নিদ্রাভাজন ক্রমে অচৈতন্য হইয়া পড়ে। ঐরূপ নিদ্রিতব্যক্তির হস্তে আলপিন্ বিদ্ধ করিলেও তাহার কোন বেদনা বোধ হয় না।

বশ্যকারক বা নিদ্রাকারক কখন কখন কোন কোন বশ্যের বা নিদ্রাভাজনের উপর নিদ্রাকারিণীশক্তিদ্বারা নিদ্রার আবির্ভাব করিতে অশক্ত হইয়া থাকেন। এজন্য প্রথমশিক্ষার্থী বশ্যকারকের বা নিদ্রাকারকের হতাশ্বাস হওয়া উচিত নহে, বরং পুনঃ পুনঃ দৃঢ়যত্নের সহিত যথাপ্রণালী ঐ কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে ক্রমে ঐ কার্য্য সফল হইবে।

যেরূপে নিদ্রাভাজনের নিদ্রা ভঙ্গকরা যাইতে পারে, তাহার প্রণালী।

নিদ্রাভাজনের মস্তকের উপরে পাখা বা অন্য উপায়দ্বারা বাতাস দেওয়া এবং বিপরীতরূপে অর্থাৎ নিম্ন হইতে উর্দ্ধে যথা পদ হইতে মস্তকে হস্ত চালন করিলে নিদ্রাভঙ্গ হইবে। তাহাতেও যদি নিদ্রাভাজন তাহার চক্ষুর উন্মীলিত করিতে কষ্টবোধ করে, তাহাহইলে নিদ্রাকারক স্বীয় দুই হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলীর অগ্রভাগদ্বারা নিদ্রাভাজনের নাসামূল হইতে উভয় ভ্রূর উপর দিয়া ভ্রূর শেষভাগ (রগ) পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ দৃঢ়রূপে ঘর্ষণ করিবে এবং শেষে পাখাদ্বারা বাতাস দিয়া বা অন্য কোন পন্থায় বায়ুসঞ্চালন করিলেই নিদ্রা ভঙ্গ হইবে। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত বশ্যের বা নিদ্রাভাজনের নিদ্রা সুন্দররূপে ভঙ্গ না হইবে, ততক্ষণপর্য্যন্ত বশ্যকারক বা নিদ্রাকারক তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইবে না। কোন কোন ঘটনায় দুইতিন ঘণ্টার মধ্যে নিদ্রাভাজনের বা বশ্যের নিদ্রাভঙ্গ করা উচিত নহে। কোন কোন স্থলে বশ্যকারকের বা নিদ্রাকারকের ইচ্ছানুযায়ী সময়ে বশ্যের বা নিদ্রাভাজনের নিদ্রাভঙ্গ হইয়া থাকে।

কোন কোন সময়ে কদাচিৎ বশ্যের বা নিদ্রাভাজনের নিদ্রা দীর্ঘকালস্থায়ী হয়, ঐরূপ অবস্থায় রোগীকে নিদ্রা হইতে সহসা বিমুক্ত করিতে বশ্যকারক বা নিদ্রাকারক অপারগ হইয়া থাকেন। কিন্তু এমত ঘটনায় বশ্যকারকের বা নিদ্রাকারকের কিম্বা বশ্যের বা নিদ্রাভাজনের ভীত হওয়া উচিত নহে। কারণ, ঐরূপ দীর্ঘনিদ্রা শেষে আপনা আপনিই ভঙ্গ হইয়া থাকে।

এইরূপ দীর্ঘনিদ্রিত বশ্য বা নিদ্রাভাজনকে বশ্যকারী বা নিদ্রাকারী ব্যক্তিভিন্ন অন্যে তাহার বিশেষ ইচ্ছা বা অনুমতি ভিন্ন স্পর্শ করিবে না। কারণ, কোন কোন স্থলে ঐ স্পর্শকারীরও ঐরূপ মেস্‌মেরিক হইয়া থাকে। তাহার নাম ক্রস্ মেস্‌মেরিজম। বিশেষতঃ

যে সকল বশ্য বা নিদ্রাভাজন নার্ভাস্ ও হিষ্টেরিক্, তাহাদিগকে স্পর্শ করিলেই ঐরূপ ক্রম মেস্মেরিজ হইয়া থাকে এবং ঐরূপ নিদ্রার নিরাকরণ করা কঠিন হইয়া উঠে।

প্রথমশিক্ষার্থিগণ কেবল পুস্তকের লিখিত বিধির উপর নির্ভর না করিয়া বহুদর্শী ও সুশিক্ষিত বশ্যকারক বা নিদ্রাকারক গুরুর কার্য্যপ্রণালী স্বচক্ষে সন্দর্শন করিয়া পরে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে অভ্রান্তরূপে মেস্মেরিজ্ করিতে সক্ষম হইবে। কারণ, নানাপ্রণালীমতে মেস্মেরিজ্ করা যাইতে পারে। সে সমস্তই বহুদর্শিতার উপরে নির্ভর করে। নানা-প্রণালীমতে নিদ্রাভাজনের অবস্থা দৃষ্টে মেস্মেরিজ হইয়া থাকে। কিন্তু সকল নিদ্রাভাজ-নের পক্ষে একই প্রণালী অবলম্বনে কার্য্যসিদ্ধি হয় না; যথা—মস্তক কিম্বা কপালের উপর ধীরে ধীরে নিশ্বাস ত্যাগে কোন কোন স্থলে উত্তমরূপ ফল পাওয়া যায়। কোন কোন স্থলে উহার বিপরীত হইয়া থাকে; কোন কোন স্থলে মস্তকের উপরে পাখাদ্বারা বা অন্য উপায়ে বায়ু সঞ্চালন করিলে নিদ্রাভঙ্গ হইয়া থাকে; কোন কোন স্থলে হয়ও না। এইরূপ কার্য্য কেবল পরীক্ষাদ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়। বিশেষতঃ একজন বশ্যকারক বা নিদ্রাকারক যে রোগীকে মেস্মেরিজ করিতে ও আরোগ্য করিতে অসমর্থ হয়েন, সেই রোগীকে অন্য একজন বশ্যকারক বা নিদ্রাকারক অনায়াসে মেস্মেরিজ্ ও আরোগ্য করিতে সমর্থ হয়েন। সুতরাং এই কার্য্যটী বহুদর্শিতার উপরে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে।

বাতঝাড়া প্রভৃতি কার্য্য মন্ত্রাদিদ্বারা অস্মদ্দেশে প্রচলিত আছে। বিনামন্ত্রে মেস্মেরি-জমের শক্তিদ্বারা ঐ সকল রোগ অতি সহজে আরোগ্য হইয়া থাকে। যথা—শরীরের যে স্থান বাত ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হয়, সেই স্থানে ক্রমে ক্রমে মৃদু শ্বাসত্যাগ করিলে রোগের শান্তি হইয়া থাকে। বিশেষ বেদনাস্থানের দক্ষিণ কোণ দিয়া ঝাড়িলে এতাদৃশ ফললাভ হইবে যেন ঐ স্থানের বেদনা একবারে তৎক্ষণাৎ নিবৃত্তি হইল বলিয়া বোধ হইবে।

অন্যপ্রকার মেস্মেরিজম্ করিবার বিবরণ।
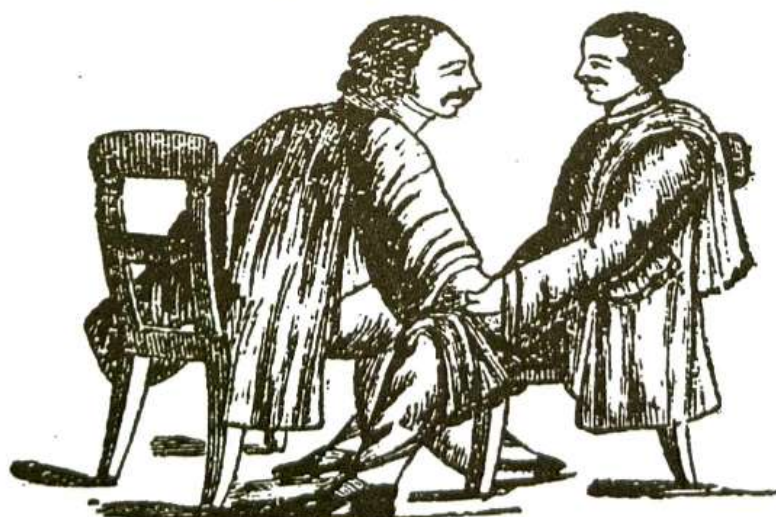
বশ্যকারক বা নিদ্রাকারক বশ্যের বা নিদ্রাভাজনের অলনার শিরা (Ulnar nerve) বৃদ্ধাঙ্গুলীর দ্বারা পরিমিত বলপূর্ব্বক চাপিয়া ধরিয়া পরস্পর পরস্পরের চক্ষুর উপরে একদৃষ্টিতে

তাকাইয়া থাকিলে নিদ্রাভাজনের মেস্‌মেরিজম্ অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। এই বিষয় ডাক্তার জে, বোবী ডড্‌স্‌সাহেব (Doctor J. Bovee Dods) যেরূপ লিখিয়াছেন, তাহা উক্ত মিষ্টার বোবী ডড্ সাহেবর ফিলসফী অব্ মেস্‌মেরিজম্ নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া তাহার সারাংশ বঙ্গভাষায় লিখিত হইল।

অল্‌নার্‌নার্ভ্।—মনুষ্যের বাহুমূল হইতে কনুইপর্য্যন্ত একখানি অস্থি আছে। ঐ কনুই হইতে মণিবন্ধপর্য্যন্ত দুইখানি অস্থি আছে। ঐ দুইখানি অস্থির যেখানি কনিষ্ঠাঙ্গুলীর দিকে স্থিত আছে, তাহার নাম অল্‌নার অস্থি। ঐ অল্‌নার অস্থির উপরি দিয়া যে শিরা গমন করিয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলীর ও অনামিকার মধ্যভাগে আসিয়া শাখা প্রশাখাদি বিস্তৃত করিয়া আছে, তাহার নাম অল্‌নার শিরা।

মেস্‌মেরিজম্ করিবার সময়ে বশ্যকারক বশ্যের কনিষ্ঠাঙ্গুলী ও অনামিকার মূলের এক ইঞ্চি উর্দ্ধে ঐ অল্‌নার শিরা ও তাহার শাখা প্রশাখাদি এমত ভাবে চাপিয়া ধরিবে, যেন ঐ অল্‌নার শিরা সমস্ত শাখা প্রশাখার সহিত চাপিয়া আবৃত হইয়া পড়ে। ঐ চাপ এমত দৃঢ়-রূপে দিতে হইবে, যাহাতে নিদ্রাভাজনের ঐ স্থানে কোন বেদনা বা অসুখের কারণ উপস্থিত না হয়। তৎপর নিদ্রাভাজন ও নিদ্রাকারক উভয়ে একদৃষ্টে পরস্পরে নিরীক্ষণ করিতে থাকিবে। এইরূপে অর্দ্ধমিনিট কিম্বা একমিনিট পর্য্যন্ত অলনার শিরা চাপিয়া ধরিয়া এক-দৃষ্টে চাহিয়া থাকিতে হইবে। পরে নিদ্রাভাজনের নয়ন মুদিত করাইয়া নিদ্রাকারক তাহার অঙ্গুলীদ্বারা নিদ্রাভাজনের চক্ষুর পাতার উপরে অতিশয় মৃদু ও কোমলরূপে ঐ পাতার উপর হইতে নিম্নে বারম্বার মর্দ্দন করিবে। তৎকালে নিদ্রাভাজন তাহার নয়ন নিমীলিত করিয়া রাখিবে, কদাপি উন্মীলিত করিবে না। নিদ্রাকারককে অতীব দৃঢ়প্রতিজ্ঞার সহিত একার্য্য করিতে হইবে। তৎপর নিদ্রাকারক নিদ্রাভাজনের মস্তকের উপরে অর্থাৎ মূর্দ্ধাদেশে সহস্রার পদ্মে হস্ত রাখিয়া আজ্ঞাচক্র অর্থাৎ ভ্রূযুগলের মধ্যস্থানে * অপেক্ষাকৃত নিম্নে বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বারা

---

* আজ্ঞাপদ্মং ভ্রুবোর্ম্মধ্যং হক্ষোপেতং দ্বিপত্রকং।
শুক্লাভং তন্মহাকালঃ সিদ্ধো দেব্যত্র হাকিনী ॥

মানবের ভ্রূযুগলের মধ্যে শুক্লবর্ণ দ্বিদল পদ্ম আছে, তাহাকে আজ্ঞাপুরচক্র বলে। এই পদ্মে "হক্ষ" এই দুই বর্ণ আছে, ইহারা উক্ত পদ্মের দুই দল। এই পদ্মে শুক্লনামে মহাকালরূপী সিদ্ধ লিঙ্গ ও হাকিনী নামে শক্তি আছেন, ইঁহারাই এই আজ্ঞাপুরচক্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। এই লিঙ্গকে তন্ত্রান্তরে অর্দ্ধনারী-শ্বর বলিয়াছেন।

শরচ্চন্দ্রনিভং তত্রাক্ষরবীজং বিজৃম্ভিতং।
পুমান্ পরমহংসোঽয়ং যজ্‌জ্ঞাত্বা নাবসীদতি ॥

উক্ত আজ্ঞাপুর পদ্মের কর্ণিকামধ্যে শরৎকালীন চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল শুক্লবর্ণ ঠং এই চন্দ্রবীজ দীপ্তিমান আছে। পরমহংস পুরুষেরা এই বীজ ধ্যান করিয়া থাকেন এবং এই ধ্যানবলে কদাচ তাঁহারা অবসন্ন হয়েন না।

এতদেব পরং তেজঃ সর্ব্বতন্ত্রেষু মন্ত্রিণঃ।
চিন্তয়িত্বা পরাং সিদ্ধিং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥

তেজঃপুঞ্জস্বরূপ এই আজ্ঞাপুরচক্রের বিষয় সর্ব্বতন্ত্রেই গোপন করিয়াছেন, সাধক ব্যক্তিরা এই চক্রের চিন্তা করিয়াই পরমা সিদ্ধি লাভ করেন, তাহাতে সংশয় মাত্রও নাই।

দৃঢ়রূপে চাপিয়া ধরিবে এবং অন্য হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বারা ঐ শাখাদি সমেত অলনার শিরা যেরূপে ধারণ করা হইয়াছে, সেইরূপেই ধৃত থাকিবে, অর্থাৎ উহা ছাড়িয়া দিয়া কার্য্য করিবে না। এইরূপ করিলেই মেস্‌মেরিজ করা হইবে। মেস্‌মেরিজম্ হওয়ার লক্ষণ এই যে, নিদ্রাভাজন তাহার চক্ষু উন্মীলিত করিতে অশক্ত হইলে, মেস্‌মেরিজ হইয়াছে ইহা বোধ করিবে এবং তদন্যথায় মেস্‌মেরিজম্ হয় নাই। এমত অবস্থায় ঐরূপ প্রক্রিয়া দুই তিন বার করিলেই মেস্‌মেরিজ হইবে। নিতান্ত না হইলে জানা যাইবে যে, নিদ্রাকারক ও নিদ্রাভাজনের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার সমতাপ্রযুক্ত মেস্‌মেরিজ্ হইতে পারে না।

অন্যপ্রকার মেস্‌মেরিজম্ করিবার উপায়।

মিডিয়ান্ নার্ভ।—এই নাড়ী মণিবন্ধের নিকটে করতলের উপরিভাগে মধ্যস্থানে এবং বৃদ্ধাঙ্গুলীর মূলদেশে অবস্থিত আছে। বশ্যের ঐ মিডিয়ান্ শিরা বশ্যকারক বৃদ্ধাঙ্গুলীর পর্ব্ব-দ্বারা মৃদু অথচ দৃঢ়ভাবে চাপিয়া ধরিবে। এইরূপে মেস্‌মেরিজম্ করা হইবে। এই প্রক্রিয়া-দ্বারা মেসমেরিজ হইলে তাহাকে যাহা করিতে বলিবেন, তাহাই করিবে ও তাহার স্বকীয় হিতাহিত বিবেকশক্তি কিছুই থাকিবে না।

অন্যপ্রকার।—প্রকৃত দস্তার এবং রৌপ্যের চাকৃতি দুই খানা লইয়া দস্তার চাকৃতীর মধ্য-স্থলে একটী ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যদিয়া একটি তাম্রের তার প্রবিষ্ট করাইয়া রৌপ্যের চাকৃতীতে সংলগ্ন করাইবে। পরে বশ্যের করতলোপরি ঐ রূপার চাকৃতি উপরে ও দস্তার চাকৃতী নিম্নে রাখিয়া তাহার চক্ষুর একফুট্ অন্তরে ধরিতে দিবে এবং তাহাতে তাহাকে তাকাইয়া থাকিতে হইবে; এবং তৎকালে বিংশতি মিনিটকাল তাহার হস্ত, পদ, মস্তক কিম্বা শরীরের সমস্ত অঙ্গ স্থিরভাবে রাখিবে, কেবল চক্ষু স্পন্দনমাত্র হইবে; ও তৎকালে তাহার মন বাহিক কোন বিষয়েই লিপ্ত থাকিবে না; এবং সেই স্থানস্থিত সর্ব্বকেরাও অতি স্থিরভাবে থাকিবেন। এইরূপ অবস্থায় বশ্যের চক্ষু মুদিত হইয়া আসিবামাত্র মুদিত করিয়া রাখিবে। এইরূপেই মেস্‌মেরিজম্ হইয়া থাকে।

কোন গ্রন্থকারক বলিয়াছেন যে—"জর্ম্মণি দেশীয় সুবিচক্ষণ পণ্ডিত "রাইকেম্‌বাক্ অয়-স্কান্তমণি ও স্ফাটিক প্রভৃতি বস্তুদ্বারা ঐরূপ নিদ্রা উৎপাদন করিয়াছেন এবং যে শক্তিদ্বারা উক্ত কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহার নাম "ওডাইল" রাখিয়াছেন। তিনি বহুপ্রকার পরীক্ষাদ্বারা স্থির করিয়াছেন যে উক্ত পদার্থ বা শক্তি সর্ব্বত্র ও সকল বস্তুতে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। ইহা উত্তাপ, আলোক, তড়িৎ ও লৌহ আকর্ষণী শক্তির মধ্যেও আছে, অথচ ঐ সকল হইতে ভিন্ন। ডাক্তার গ্রেগরি নিশ্চয় করিয়া কহিয়াছেন, যে ওডাইল ও আনিমেল মাগনেটিজম্ একই পদার্থ।

উক্ত পদার্থের একপ্রকার ক্ষীণ আলোক বা জ্যোতি আছে, যাহা চুম্বক প্রভৃতি বস্তুতে প্রকৃতি বিশেষ বিশিষ্ট ব্যক্তিদ্বারা লক্ষিত হইয়াছে এবং উক্ত প্রকার নিদ্রা প্রাপ্ত অনেক ব্যক্তি নিদ্রাকারকের হস্তাঙ্গুলি ও চক্ষুতে একপ্রকার জ্যোতি দেখিয়াছে। আর ইহাও

স্থিরীকৃত হইয়াছে যে উত্তাপ আলোক ও তড়িৎ প্রভৃতির ন্যায় উক্ত পদার্থের গতি সর্ব্বদিকে হয়, সুতরাং উহা একবস্তু হইতে অন্য বস্তুতে গমন করিতে পারে এবং যেমন ঐ সকল পদার্থ নিকটবর্ত্তী বস্তু সকলের পরস্পর সমান অবস্থা প্রাপ্ত করায়, যথা কোন দুইটী বস্তুর মধ্যে পরস্পর ন্যূনাধিক উত্তাপ থাকিলে অধিক উত্তপ্ত বস্তু হইতে কিছু উত্তাপ অল্প উত্তপ্ত বস্তু মধ্যে প্রবেশ করিয়া উভয় বস্তুর সমান উত্তাপ জন্মায়। সেইরূপ দুই বস্তুর মধ্যে পরস্পর ন্যূনাধিক পরিমাণে ওডাইল থাকিলে এক হইতে কতক ওডাইল অপরগত হইয়া উভয়ের সমান অবস্থা হয়।

তড়িতের গুণও সেই প্রকার। যে বস্তু মধ্যে উহার স্বাভাবিক পরিমাণ অপেক্ষা অধিক তড়িৎ থাকে, তাহাকে তারিৎ বিজ্ঞানশাস্ত্রে "পজেটিব্" ও যাহাতে অল্প থাকে তাহাকে "নেগেটিব্" কহে। আনিমেল মাগনেটিজম্ বিষয়েও ঐ দুই শব্দ প্রয়োগ হইয়া থাকে অর্থাৎ নিদ্রাকারককে পজেটিব ও নিদ্রাভাজনকে নেগেটিব বলা যায়। বোধ হয় উক্ত শব্দের পরিবর্ত্তে "সবল অথবা পুষ্ট" ও "দুর্ব্বল বা ক্ষীণ" ব্যবহার করিলে ইহার তাৎপর্য্য পাঠকবর্গের উত্তমরূপে বোধগম্য হইতে পারিবে।

যখন নিদ্রাকারক হস্তচালনা ও মনের একাগ্রতার দ্বারা স্বীয় শরীর হইতে ওডাইল বা আনিমেল মাগনেটিজম নিদ্রাভাজনের শরীর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেন, তখন ইহার আত্মা কিয়ৎকালের নিমিত্ত নিদ্রাকারকের আত্মার সহিত সংযুক্ত হয়, সুতরাং নিদ্রিত আত্মজ্ঞান শূন্য হইয়া নিদ্রাকারকের সম্পূর্ণ অধীনে থাকে।

মেঃ জেমস্ ভিক্টর উইলসন সাহেব মেস্মেরিজম্ সম্বন্ধে বহুপ্রকার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন তন্মধ্য হইতে কয়েকটী উপদেশ উদ্ধৃত করিয়া নিম্নে লিখিত হইল।

1. "*Ascending* passes are not magnetic; in carrying your hands *up*, therefore, close the fingers, and bring them up in a semicircle.

2. It is both wasteful and unfavorable to employ muscular force in directing your hands. The best magnetizers are those who are the most gentle in their movements.

3. The fingers should be apart in the *imparting* process, and the *tips*, and not the *balls*, convey and direct the fluid.

4. It is highly advantageous to magnetize your subject at the same hour or hours each day.

5. If the action excites pain in any part, concentrate it towards that part, in order to draw it away afterwards. If it cause heat or aching in the head, attract it to the knees.

6. Once in awhile, magnetize your subject standing; and make passes from before his face, and from the back of his head, to the floor, commencing with holding your palms awhile upon his temples or eyes.

7. There is a magnetic force in the very *words* and *tones* of the

Operator after the communication is well established. You may often effect a desired result by telling your subject that he will act, feel, imagine, see, hear, taste, smell, or say, thus and so, after you have counted seven, twelve, thirty, or any reasonable number.

8. When the first sittings do not obtain the magnetic sleep, it is unnecessary to restore or *take off* the imparted fluid by the raverse passes, unless your subject requests.

9. To put another in communication with your subject, let them take hands.

10. Magnetizing water, medicines, handkerchiefs, jewels, etc, is a very speedy and simple thing, consisting only in handling fingering, or blowing, while you also engage your will.

মিঃ জেমস্‌ভিক্টর উইলিয়ম্‌ তাহার গ্রন্থে কিরূপে একাধিক ব্যক্তি-দ্বারা মেস্‌মেরিজ করা যায় তাহা লিখিয়াছেন, ইংরাজি পাঠকবর্গের বিদিতার্থে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

1. Though there are some objections to this method of developing subjects, yet it does not seem that they are of sufficient weight to warrant the entire neglect of so obviously powerful a means of magnetizing strong and healthy persons.

2. Any number of healthy persons, from six upwards, of rather congenial natures, and of either or both sexes, or of various ages, may unite themselves into a *Compound Human Battery* for magnetizing the more susceptible persons among them. There ought to be organized an Association in every city and village in our country, for the purpose of testing the powers of Magnetism, and exploring all sciences through it, by this labor saving means of developing good clairvoyants.

3. Let the party, members, or audience assembled, sit round in a circle, and take each other's hands, by the thumbs. Let them sit very quiet and motionless, in the most easy manner, with their eyes closed, or directed to the centre of the floor between them, and let them resolve to give way for at least thirty minutes to the consequences.

4. Sooner or later some one of the Chain will begin to manifest the soporific effects of magnetic attraction by an involuntary falling of the head. When this is distinctly observed, then let the eyes and attention of all the circle be directed to the drowsy one. Then, presently, let one of the circle, with one hand of the persons on each side of him on his shoulders, proceed to magnetize the dimi-sleeper, first by the laying on of hands, secondly, by demagnetization. If this be properly conducted, in

all probability you will have some good experiments in clairvoyance, after a few sittings, and be able to examine diseases by the subject,"

5. Minds and attention of the company may be occupide from the beginning with one who may be previously hit upon for the subject, with similar results. Let the best endowed Magnetizer of the circle be chosen for the Special.

6. The ring may be arranged in such a manner that both the subject and special can be in the middle, and yet in communication with the Chain, Various useful suggestions for the practice of Chain Magnetism will occur in employing it.

কিরূপে মেস্‌মেরিজমের শক্তি বৃদ্ধি ও হ্রাস করিতে হয় এবং জল মেস্‌মেরিজ করিতে হয় তদ্বিষয় মিঃ উইলিয়মডেবি সাহেব যেরূপ তাহার মেস্‌মেরিজম্ গ্রন্থে লিখিয়াছেন তাহা ইংরাজি পাঠকবর্গের বিদিতার্থে উদ্ধৃত করা হইল।

যেরূপে মেস্‌ম্যারাইজ কার্য্যের শক্তিবৃদ্ধি করা যায় তাহার বিধি।

"When it is wished to increase the mesmeric power of an operator, two or three other individuals, nearly like him in temperament, may join hand in hand, and so form a chain, the foremost having hold of the operator's hand. All should joining willing that the procese prove efficient ; and in this way there will be a concentration of force for the accomplishment of the desired object.

যেরূপে মেস্‌ম্যারাইজ কার্য্যের শক্তি হ্রাস করা যায় তাহার বিধি।

Where from the especial susceptibility of the patient, the operator appears to exert too great a power, he should withdraw to the distance of two, three, four, or even six feet, and spreading out his fingers fanwise, thus make the pases slowly, when the force will be found to be considerably modified, to the great comfort and advantage of the patient.

জল মেস্‌ম্যারাইজ করার প্রণালী।

ALMOST any substance may be made the vehicle of mesmeric influence which is transmitted into it by means of passes and pointing. The usual plan in reference to water is to procure a tumbler nearly full ; place one hand beneath and the other above ; in a few minutes, from five to seven at the farthest, according to the strength of the operator, the water will be effectually charged with the mesmeric aura, which proceeds from the finger-ends. A few passes over the glass are sometimes made in addition, by way of more effectually completing the process."

পাঠকবর্গের বিদিতার্থে বলা হইতেছে যে মেস্‌মেরিজ হইবার পর কেহ কেহ ভূত, ভবিষ্যৎ সমস্ত জানিতে পারেন। যে অবস্থায় মস্তকের চুল, পরিধেয় বস্ত্র, হস্তের রুমাল,

শরীরের অলঙ্কার বা অপর কোন ব্যবহৃত দ্রব্য পাইলে, যাহার দ্রব্য তাহার অবয়ব সমস্ত বলিতে পারেন। আর ক্লেয়ারভয়েন্ট অবস্থা প্রাপ্ত হইলে তাহার কপালে বা পেটে, চিঠি কি কোন পুস্তক রাখিয়া দিলে সে সমুদায় পড়িতে পারে।

ক্ল্যারভয়্যান্‌স্ (চাক্ষুষী বিদ্যা)।

ক্ল্যার্‌ভ্যান্‌স্, চাক্ষুষীবিদ্যা অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষদর্শন।—সাধারণ চক্ষুদ্বারা যাহা দৃষ্ট হইতে পারে না, বা যে সকল ব্যাপার কোনরূপে পরিজ্ঞাত হইবার উপায় নাই, সেই সমস্ত দূরস্থ কি নিকটস্থ অপ্রত্যক্ষ বিষয় যদ্দ্বারা মনশ্চক্ষুঃপথে প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয় অর্থাৎ এই ত্রিলোক মধ্যে যে বস্তু অবলোকন করিতে অভিলাষ করিবে, এই বিদ্যাপ্রভাবে তাহা তৎক্ষণাৎ দেখিতে পাওয়া যাইবে। যাহার যাদৃশী বাসনা তিনি তদনুসারে সকল বিষয়ই নেত্রগোচর করিতে পারিবেন।

চাক্ষুষীবিদ্যার কারণ।

কেবল মনদ্বারাই আমরা দেখিতে শুনিতে, বোধ করিতে, আস্বাদন লইতে এবং ঘ্রাণ লইতে পারিয়া থাকি।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে তাড়িত ভিন্ন কিছুই মনের সহিত সংযোগ হইতে পারে না, আর এই তাড়িতপদার্থদ্বারাই মনেতে বোধ জন্মায়, ইহাতে স্পষ্ট দেখা যায় যে একপ্রকার তাড়িতের যোগেই আমরা দেখিতে, শুনিতে, আস্বাদন লইতেঁ ও ঘ্রাণ লইতে সক্ষম হই।

মনের যোগ ভিন্ন আমাদিগের সাধারণ চক্ষুদ্বারা আমরা কিছুই দেখিতে পাই না, তাহার প্রমাণ যথা ;—যৎকালে আমরা অন্যমনস্ক হই অর্থাৎ অন্য কোন বিষয়ের উপর প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন থাকি তৎকালে আমাদিগের চক্ষুর সম্মুখে যেসকল ঘটনা বা কার্য্য হয় তাহা আমরা দেখিতে পাই না, এমত কি একটী হস্তী চলিয়া গেলেও লক্ষ্য হয় না, ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে মনের যোগ ভিন্ন এই বাহ্যিক চক্ষুদ্বারা কিছুমাত্রই দেখিতে পাওয়া যায় না।

আমাদের শাস্ত্রে লিখিত আছে যে প্রত্যেক মনুষ্যের এই দৃশ্যমান্ স্থূলচক্ষু ভিন্ন অপর আর একটী তৃতীয় চক্ষু আছে, ঐ চক্ষুর স্থান ভ্রূসন্ধির উপরে ললাটদেশের অভ্যন্তরে। দৃশ্য-চক্ষুদ্বারা কেবল কতকগুলি বাহ্যবস্তুমাত্র দেখিতে পাইয়া থাকি, বস্তুত তৃতীয়চক্ষুদ্বারা সূক্ষ্ম পরমাণু, ভূমির অন্তর্গত নিধি প্রভৃতি বস্তুসমূহ এবং সুমেরু পর্ব্বতের পার্শ্ববর্ত্তীতে ও রসাতলা-দিতে যেসকল বস্তু আছে তৎসমুদায়ও দেখিতে পাওয়া যায়, এমৎ কি এই ত্রিলোক মধ্যে যে বস্তু অবলোকন করিতে অভিলাষ হইবে তাহা তৎক্ষণাৎ দেখিতে পাওয়া যাইবে, যাহার যাদৃশী বাসনা তিনি তদনুসারে সকল বিষয়ই দেখিতে পাইবেন। এই তৃতীয়চক্ষুর অন্য নাম দিব্য বা জ্ঞানচক্ষু। শিবের এবং শিবাণীর প্রতিমূর্ত্তিতে তিনটী করিয়া চক্ষু অঙ্কিত হইয়া থাকে, তাহার কারণ এই যে, তাঁহারা তৃতীয়চক্ষুদ্বারা সমস্ত দেখিতে পাইয়া থাকেন।

যোগিগণ যোগবলে মন বা ইচ্ছাশক্তিদ্বারা ইন্দ্রিয়দ্বারসকল বন্ধ করিয়া সমস্ত দিক্কা-

বৃত্তি একত্র করিয়া ললাটাভ্যন্তরস্থ চিত্তের উপর অর্পণ করিলে তখন চিত্তের একাগ্রতা হয়, তৎকালে যোগিগণ প্রবল ইচ্ছাশক্তি দ্বারা ভৌতিক চক্ষু ও অন্যান্য ভৌতিক ইন্দ্রিয়ের শক্তি-সমূহ আকর্ষণ করিয়া সেই সমস্তকে একত্রিত করত চিত্তের উপর প্রয়োগ করা মাত্র চিত্ত-স্থানে অর্থাৎ ললাটাভ্যন্তরে একপ্রকার আলোক প্রাদুর্ভূত হয় তদ্দ্বারা ত্রিলোক মধ্যে যেবস্তু দেখিতে মানস করে তাহা সমস্তই দেখিতে পাইয়া থাকে এবং এই তৃতীয়চক্ষুদ্বারা ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এবং সূক্ষ্ম ও দূরস্থিত বস্তুসকল কিছুই অবিদিত থাকে না। "পাতঞ্জল-দর্শনের প্রথম সমাধি পাদে ৩৬ সূত্রে লিখিত আছে যে "বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী" আর ঐ দর্শনের বিভূতি পাদে ২৬ শ্লোকেও লিখিত আছে যে "প্রবৃত্ত্যা লোকন্যাসাৎ সূক্ষ্মব্যবহিত বিপ্রকৃষ্টজ্ঞানং"॥ ইহার স্থূলার্থ এই যে জ্যোতিষ্মতীর আলোক সংযম করা হইলেই অর্থাৎ জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তি প্রজ্জ্বলিত হইলে প্রকৃতির আলোকদ্বারা যেখানে যাহা থাকুক না কেন তাহা সমস্তই দেখা যাইবে। এই জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তি আর দিব্যচক্ষু একই কথা। ঐ আলোকই তাড়িত-চালিত জ্যোতি, এই আলোকই সাধারণ আলো হইতে শ্রেষ্ঠ, ঐ জ্যোতি সর্ব্বস্থানে ও সকল বস্তু মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে, সুতরাং তাড়িতপদার্থ মনের সহিত যোগ হইলেই মন ঐ জ্যোতিদ্বারা এমৎ বস্তুই নাই, যাহা না দেখিতে পারে, এই বিষয়ের বিস্তারিত-বিবরণ ইংরাজি পাঠকবর্গের বিদিতার্থে মিঃ ডড্‌সাহেবের পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করা হইল।

চাক্ষুষীবিদ্যা শিক্ষা করার যে সকল নিয়ম যোগশাস্ত্রে লিখিত আছে, তাহা অতিশয় কঠিন, এই জন্য এইক্ষণ ইংরাজি মতে কতদূর পর্য্যন্ত মেস্‌মেরিজ করার পর ঐ বশ্য অপ্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া বলিতে পারিবে তাহা বলা হইতেছে।—

১। বশ্যের প্রথম অবস্থা;—বশ্যকারক অর্থাৎ মেস্‌মেরিজার তাহার মানসিকশক্তি ও শারীরিক চেষ্টা অর্থাৎ পাস্‌দ্বারা বশ্যের হস্ত ও শরীরকে আকর্ষণ করে।

২। দ্বিতীয় অবস্থা;—যখন মেস্‌মেরিজার কেবল তাহার মানসিক চেষ্টাদ্বারা বশ্যের হস্ত কিম্বা শরীর আকর্ষণ করে অথবা কেবল শারীরিক চেষ্টাদ্বারা ঐরূপ কার্য্য করে তাহাকেই মেস্‌মেরিজের দ্বিতীয় অবস্থা বলে।

৩। তৃতীয় অবস্থা;—যখন বশ্য বশ্যকারকের স্বর ভিন্ন অন্য কোন লোকের কোন কথা শুনিতে পায় না ও প্রশ্ন করিলে তাহার উত্তর দিতে পারে না। অর্থাৎ বশ্যকারক যে কথা বলে তাহাই শুনিতে পায় ও বশ্যকারক যে প্রশ্ন করে তাহারই উত্তর করিতে পারে।

৪। চতুর্থ অবস্থা;—যখন বশ্যের এমৎ অবস্থা ঘটিবে যে বশ্যকারক আহার বা জলপান করিলে কি ঘ্রাণ লইলে বশ্যব্যক্তি বোধ করিবে যেন সে স্বয়ংই আহার, জলপান বা ঘ্রাণ লইতেছে।

৫। পঞ্চম অবস্থা;—এই অবস্থারই অপ্রত্যক্ষ দর্শন হইয়া থাকে। যেরূপ মেস্‌মেরিজ করিলে ক্লারভায়েন্ট্ বা অপ্রত্যক্ষদর্শনকারী হয় তাহা বলা হইল, এইক্ষণ কোন্ সময়ে মেস্‌-মেরিজ করিলে ক্লারভয়াণ্ট হইতে পারে তাহার বিষয় বলা যাইতেছে।

যে রাত্রিতে চাক্ষুষীবিদ্যার পরীক্ষা কিম্বা কার্য্য করিবে সেই রাত্রিকালে যদি আকাশ

মেঘাচ্ছন্ন হয় কি ঝড়বৃষ্টি কিম্বা অত্যন্ত হিম পড়ে তাহাহইতে অপ্রত্যক্ষ দর্শন হয় না, হইলেও তাহা ঠিক হইতে পারে না, কারণ তাড়িতপদার্থের চালনা ঐরূপ কালে হয় না, অতএব যে রাত্রিকালে আকাশ নির্ম্মল এবং মেঘশূন্য হইবে তৎকার্য্যে কার্য্য করিলে সফল হইবে।

ঝাড়িয়া রোগ আরোগ্যকরণ।

মেস্‌মেরিজম্‌দ্বারা সকল প্রকার বেদনা, বধিরতা, হৃৎপিণ্ডের কম্পন, উম্মাদতা, অন্ধত্ব, বাতরোগ, কাশরোগ, দন্তপীড়া, স্ত্রীলোকের বায়ুরোগ, মেরুদণ্ড সম্বন্ধীয় পীড়া এবং ধনুষ্টঙ্কার প্রভৃতি নানাবিধ উৎকট রোগ সকল অনায়াসে ও অতি শীঘ্র আরোগ্য হইয়া থাকে।

শরীরের যে স্থানে রোগ হইবে, সেই স্থানের উপরে এমৎভাবে পাস্ দিতে হইবে অর্থাৎ ঝাড়িতে হইবে যে যেন সেইস্থানে ভিন্ন হস্তপাঞ্জাদ্বারা অন্য স্থান ঝাড়া না হয়; অর্থাৎ কেবল প্রয়োজনীয় স্থানই ঝাড়িতে হইবে। ভবে মেস্‌মেরিজার কখন কখন রোগের অবস্থা বুঝিয় সমস্ত শরীরও ঝাড়িতে পারেন। আর রোগস্থানের উপর হইতে ঝাড়িয়া নিম্নে হস্তপাঞ্জা আনিয়া ঐ হস্ত পাঞ্জা রোগস্থান হইতে যতদুর হইতে পারে দুরে রাখিয়া এবং উঠাইয়া পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় উপর হইতে ঝাড়িতে আরম্ভ করিবে, এইরূপ পাঁচ হইতে ২০ মিনিট পর্য্যন্ত ঝাড়িতে থাকিবে। এইরূপ দিবসে দুইবার করিয়া প্রয়োজন বশতঃ ঝাড়িবে, উপর হইতে নিম্নে পাস্ করিয়া রোগস্থান হইতে হস্তপাঞ্জার অঙ্গুলীসকল দুরে রাখিয়া পুনরায় উপরে হস্ত চালনা করিয়া পূর্ব্ববৎ পাস্ করার কারণ এই যে নীচ হইতে ঘেষিয়া হস্ত উত্তোলন করিলে পাসের ফল হ্রাস হইয়া থাকে।

মনের ইচ্ছাশক্তি ভিন্ন কেবল পাসের দ্বারা রোগ আরোগ্য হইতে পারে না অর্থাৎ ইচ্ছা, মনোযোগ, চিন্তা, বোধ এবং বাসনা এই সমস্তকে কেন্দ্রীভূত অর্থাৎ একাগ্রতা করিয়া দয়া ও শ্রদ্ধার সহিত রোগীর উপর দৃঢ়চিত্তে রোগ আরোগ্যের নিমিত্ত ইচ্ছা করিলে রোগ আরোগ্য হইবেক। ফলকথা মনই যেন প্রধান শক্তিমান্ যন্ত্র, আর বাহু, হস্তদ্বয় ও অঙ্গুলী সকল ঐ শক্তির চালক, সুতরাং কেবল হস্তদ্বারা ঝাড়িলেই যে রোগ আরোগ্য হইবে তাহা নহে, ইচ্ছাশক্তি ক্রমে মনের সহিত হস্ত চালনা করিলে ফললাভ হইবে, এই বিষয় এবং এই সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে মিঃ ডেবিসাহেব যাহা বলিয়াছেন তাহা নিম্নে ইংরাজি পাঠকবর্গের বিদিতার্থ উদ্ধৃত করা হইল;—

"Scientifically speaking, the brain may be regarded as a powerful battery, and the arms with their hands and fingers as the couductors of its potency—hence the advantage of mental concentration, in addition to physical movements on the part of the operator. These observations, we must here also repeat, apply with equal force to the manipulations which will be subsequently described as the proper means of producing the mesmeric sleep or coma. This local mesmerization may be applied once or twice a day, from five to twenty minutes, the length of time being determinable by the circumstance of the patient receiving ease or not in

the shorter period, as it will be well to persevere, in case no alleviation be produced. In some instance, a marked diminution or entire removal of the uneasiness is effected by a few passes, in which case a prolonged application is needless.

When the disease is especially concentrated, and intense pain is felt within a small circumference, the fingers may be brought to a focus, and either held over the part so affected, or they may be darted down upon it, without contact, this motion to be accompanied with the radiation of as much mental energy and determination as possible.

Should rigidity or catalepsy of the part be produced by any processes, it may be readily removed, by patting the part so affected in the reverse direction, or by slowly breathing on it, and accompanying this also by backward passes.

In addition to all this, we may also observe, that passes in contact—that is, with the fingers and palms of the hands in direct communication with the person or clothing, as may be convenient, and rubbing them slowly down over the affected part, will frequently prove especially efficacious."

Mr. Davis.

কোন ব্যক্তি বেদনারোগে আক্রান্ত হইলে বেদনাস্থানে ধীরে ধীরে শ্বাস পতন করিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে; এবং বেদনাস্থানের ঠীক উপর হইতে নিম্নে পাস্ অর্থাৎ ঝাড়িলে তৎকালে রোগী বোধ করিবে যেন মেস্‌মেরিজার তাহার অঙ্গের বেদনা ঝাড়িয়া উড়াইয়া দিতেছে।

ক্ষয়-রোগপ্রতীকার;—ক্ষয়কাশী রোগীকে মেস্‌মেরিজ করিয়া আরোগ্য করিতে হইলে মেস্‌মেরিজার এক চেয়ারের উপর ও রোগী অন্য এক চেয়ারের উপর উভয়ে সম্মুখাসম্মুখী হইয়া বসিবে পরে মেস্‌মেরিজার তাহার দক্ষিণ হস্তদ্বারা রোগীর দক্ষিণহস্তের পাঞ্জা যথানিয়ম মতে ধরিয়া বামহস্তদ্বারা রোগীর বক্ষস্থল পাস্ করিবে।

বাতরোগ প্রতীকার;—বেদনাস্থানে ও তৎপার্শ্বে পাস্ দিবে অর্থাৎ ঝাড়িবে, যদি ইহাতে আরোগ্য না হয়, তবে মেস্‌মেরিজ করিয়া মেস্‌মেরিক নিদ্রাভিভূত করিবে, তৎপর পুর্ব্ববৎ বেদানাস্থানে পুনরায় পাস্ দিবে অর্থাৎ ঝাড়িবে।

শ্লীপদ (গোঁদ) রোগ প্রতীকার;—শ্লীপদস্থানে পাস্ করিবে, ইহাতে বিশেষ উপকার না হইলে মেস্‌মেরিকনিদ্রাভিভুত করিয়া পুনরায় পাস্ দিবে অর্থাৎ ঝাড়িবে।

পক্ষাঘাত আরোগ্য;—যে অঙ্গ অবশ হইবে সেই অঙ্গের মস্তিষ্কের বিপরীতদিকে পাস্ দিবে অর্থাৎ ঝাড়িবে। এবং সেইস্থান হইতে বাহুর উপর দিয়া পা পর্য্যন্ত পাস্ করিবে, তৎপর অবস্থা দৃষ্টে ঘন ঘন পাস্ করিবে। এই রোগ অতিশয় সাবধান হইয়া ঝাড়িবে, নচেৎ নিজের হানি হইতে পারে।

চক্ষুরোগ প্রতীকার;—চক্ষুরোগীর চক্ষু পাস্ অর্থাৎ ঝাড়াকালে আরোগ্যকারক জল

মেস্‌মেরেরাই করিয়া তাহাতে তাহার অঙ্গুলী ভিজাইবে এবং ঐ জলদ্বারা রোগীর চক্ষু ধোয়াইবে, পরে পাস্‌ দিবে অর্থাৎ ঝাড়িবে। এবং পাস্‌ করাকালে মেস্‌মেরিজের তর্জ্জনী অঙ্গুলীর অগ্রভাগ চক্ষুর দিকে ঠিক সোজাভাবে ঈষৎ অন্তরে রাখিয়া ঝাড়িবে, এইরূপ করিয়া চক্ষু আরোগ্যার্থে মনের একাগ্রতার সহিত পাস্‌ করিবে।

সকলপ্রকার রোগের আরোগ্যের নিমিত্ত ঝাড়িবার যে নিয়ম আছে তাহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। সেই উপদেশমতে ঝাড়িতে হইবে।

অস্মদ্দেশে ওঝাড়া ও ভূতারি বৈদ্যগণ মনের একাগ্রতার সহিত মন্ত্রপাঠ করিয়া ঝাড়িয়া অর্থাৎ পাস্‌ করিয়া রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন। ঐসকল মন্ত্রমধ্যে কতকগুলি বীজাক্ষর এবং ভাষা কথার অক্ষর আছে, ঐ সকল অক্ষর এমৎভাবে বিন্যস্ত হইয়াছে যে তাহা উচ্চারণ করিতে করিতে ওঝাদিগের মনের একাগ্রতা বৃদ্ধি করিয়া দেয়, এতদ্ভিন্ন ঐ সকল মন্ত্রমধ্যে ঈশ্বর ও দেবতাদিগের দোহাইও আছে। এতদ্দ্বারা বিশেষ ফললাভ হইয়া থাকে।

নিম্নলিখিত মন্ত্র একাগ্রচিত্তে পাঠ করিতে থাকিবে এবং পূর্ব্ব উপদেশমতে রোগীর মস্তক হইতে পাদপর্য্যন্ত পাস্‌ দিবে অর্থাৎ ঝাড়িবে। প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যাকালে উভয়কালেই প্রশস্ত। রোগীকে বাহিরে দাঁড় করাইয়া ঝাড়িবে, আর যদি উত্থানশক্তি না থাকে, তাহা হইলে শয্যার উপরে শয়ন করাইয়া ঝাড়িবে, বাহিরে ঝাড়িলে বিশেষ ফললাভ হয়, কারণ আকাশের উপর ক্রমান্বয়ে দেবতাদিগের বাসস্থান ও গ্রহাদির সংস্থান, এজন্য ঘরের বাহিরে অবস্থান করাইয়া মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক ঝাড়িবে, মন্ত্রমধ্যে যে সকল বীজাক্ষর আছে তাহা যে যে দেবতার বীজাক্ষর তাহা উচ্চারণ করা মাত্র সেই সেই দেবতাস্থানে যাইয়া পঁহুছিবে, তাহাহইলেই শীঘ্র ফললাভ হইয়া থাকে। কিন্তু যদি আবৃতস্থানে মন্ত্র পাঠ করে তাহাহইলে ঐ মন্ত্রের বীজ সেই সেই দেবতাস্থানে সহসা পঁহুছিতে পারে না।

পাঠকবর্গের বিদিতার্থে উড্ডীশ, শাবর এবং সিদ্ধনাগার্জ্জুন প্রভৃতি ষট্‌কর্ম্মের গ্রন্থ হইতে কতিপয় নানাকার্য্যের নানাপ্রকার ঝাড়ার মন্ত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল;—

জ্বরঝাড়া;— ং নমশ্চতুর্ব্বজ্রপাণয়ে যক্ষসেনাপতয়ে ওঁ জ্বর শৃণু শৃণু ছর্দ্দ ছর্দ্দ গ্রীবাং মুঞ্চ মুঞ্চ উদরং মুঞ্চ মুঞ্চ কটীং মুঞ্চ মুঞ্চ উরো মুঞ্চ মুঞ্চ হস্তৌ মুঞ্চ মুঞ্চ পাদৌ মুঞ্চ মুঞ্চ সর্ব্বগাত্রাণি মুঞ্চ মুঞ্চ ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ হুঁ ফট্‌ অমুকস্য সর্ব্বজ্বরং নাশয় নাশয় স্বাহা। ইতি জ্বরঝাড়নমন্ত্রঃ।

অস্ত্রচ্ছ;—ওঁ সিদ্ধিঃ দন্তেঃ বৈসে দ্বিধায় ধান, ইহা দিয়া কাটান, অমুকার অঙ্গের বিভাব, সিদ্ধি গুরু শ্রীরামের আজ্ঞা।

এইরূপ আমার প্রকাশিত উড্ডীশ, ক্রিয়োড্ডীশ, শাবর, সিদ্ধনাগার্জ্জুনকক্ষপুট, দত্তাত্রেয় কামরত্ন, ইন্দ্রজাল, ষট্‌কর্ম্মদীপিকা এবং উড্ডামরেশ্বর ইত্যাদি গ্রন্থে নানারোগের ঝাড়া, বশীকরণাদির জন্য প্রকারান্তরে মেস্‌মেরিজ করিয়া নানাপ্রকরণ করা, সর্পের বিষাদি ঝাড়া, জ্বর ও বসন্তাদি রোগ চালান করা, আকর্ষণ, উচ্চাটন ও অভিচারাদি কার্য্যে মেস্‌মেরিজের কার্য্য লিখিত আছে, যদিও মেস্‌মেরিজ শব্দ লেখা নাই, কিন্তু সেই সকল কার্য্যে মেস্‌মেরিজের ক্রিয়া ও ইচ্ছাশক্তির চালনা করিয়া লইতে হইবে। ঐ সকল গ্রন্থে বাহুল্যরূপে লিখিত হইয়াছে, এস্থলে পুনরুক্তি করিলাম না।

মনও ইচ্ছাশক্তিদ্বারা যেরূপে বশীকরণ ও রোগ আরোগ্য এবং ক্ল্যারভায়াণ্ট্ করান যায় তাহা বাহুল্যরূপে বলা হইল। এইক্ষণ মন ও ইচ্ছাশক্তিদ্বারা কিরূপে ইচ্ছানুসারে পুত্র, কন্যা উৎপাদন করা যায় তাহা পবনবিজয়-স্বরোদয় ও ফলিত-জ্যোতিষ এবং কবিরাজী গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গের বিদিতার্থে নিম্নে দেওয়া গেল।

স্বরোদয়মতে—

ঋতুকালভবা নাড়ী পঞ্চমেঽহ্নি যদা ভবেৎ।
সূর্য্যচন্দ্রমসোর্যোগে সেবনাৎ পুত্রসম্ভবঃ॥

ঋতুর পঞ্চমদিবসে স্ত্রীর বামনাসিকার এবং পুরুষের দক্ষিণ নাসিকার শ্বাস যুক্ত করিয়া উভয়ে পুত্রকামনাপূর্ব্বক স্ত্রীসংসর্গ করিলে, সেই ঋতুতে পুত্র উৎপাদন হয়, স্পষ্টার্থ—বামপার্শ্বে শয়ন করিলে দক্ষিণ নাসিকায় এবং দক্ষিণপার্শ্বে শয়ন করিলে বামনাসিকায় শ্বাস বহিয়া থাকে, এজন্যই অস্মদ্দেশে পুরুষের বামপার্শ্বে স্ত্রীর শয়নের ব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

শঙ্খবল্লী গবাং দুগ্ধং পৃথ্ব্যাপো বহতে যদা। ভর্ত্তুরগ্রে বদেদ্বাক্যং গর্ভং দেহি ত্রিভির্ব্বচঃ। ঋতুস্নাতা পিবেন্নারী ঋতুদানঞ্চ যোজয়েৎ। রূপলাবণ্যসম্পন্নো নরসিংহঃ প্রসূয়তে॥

ঋতুস্নাতা নারী পৃথ্বীতত্ত্ব কিম্বা জলতত্ত্বের বহনকালে শঙ্খবল্লী ও গবাদুগ্ধ পান করিয়া পুত্রকামনাপূর্ব্বক ভর্ত্তার অগ্রে "গর্ভং দেহি" এই বাক্য তিনবার বলিবে ও তৎপরে ঋতুদান ও ঋতুযোগকালে মনে মনে পুত্র চিন্তা করিবে, ইহাতে রূপলাবণ্য সম্পন্ন বীর পরাক্রম পুত্র প্রসব হইয়া থাকে।

সুষুম্না সূর্য্যগন্ধেন ঋতুদানঞ্চ যোজয়েৎ।
অঙ্গহীনঃ পুমান্ যস্তু জায়তে কৃশবিগ্রহঃ॥

সুষুম্নানাড়ীর দক্ষিণনাসাতে স্থিতকালে পুত্রকামনাপূর্ব্বক যদি ঋতু রক্ষা হয় তবে সেই গর্ভে পুত্র জন্মিবে কিন্তু সেই পুত্র অঙ্গহীন ও কৃশ হইবে।

বিষমাঙ্কে দিবারাত্রৌ বিষমাঙ্কে দিনাধিপঃ।
চন্দ্রনেত্রাগ্নিতত্ত্বেষু বন্ধ্যা পুত্রমবাপ্নুয়াৎ॥

দিবা কিম্বা রাত্রি মধ্যে পিঙ্গলা অর্থাৎ রবিনাড়ীর বহনকালে পৃথ্বী, জল অগ্নিতত্ত্বের বহন সময়ে একাগ্রচিত্তে পুত্র চিন্তা করিয়া ঋতু রক্ষা করিলে বন্ধ্যানারীও পুত্রলাভ করে।

রতারম্ভে রবিঃ পুংসাং স্ত্রিয়াশ্চৈব সুধাকরঃ।
উভয়োঃ সঙ্গমে প্রাপ্তে বন্ধ্যা পুত্রমবাপ্নুয়াৎ॥

পুরুষের দক্ষিণনাসিকা ও স্ত্রীর বামনাসিকার শ্বাসবহনকালে যদি পুত্র চিন্তা করিয়া উভয়ের সংসর্গ হয় তাহাহইলে বন্ধ্যানারীও পুত্র প্রসব করিয়া থাকে।

জ্যোতিষমতে গর্ভপ্রকরণ ;—ওজস্কে পুরুষাংশকেষু বলিভির্গ্যার্কগুর্ব্বিন্দুভিঃ, পুংজন্মপ্রবদেৎ সমাংশকগতৈর্যুগ্মেষু তৈর্যোষিৎঃ ॥ গুর্ব্বর্কৌ বিষমে নরং শশিসিতৌ বক্রশ্চ যুগ্মে স্ত্রিয়ং দ্ব্যঙ্গস্থা বুধবীক্ষণাচ্চ যমলৌ কুর্ব্বন্তি পক্ষে স্বকে।

উদিতলগ্ন, রবি, বৃহস্পতি ও চন্দ্র যে সময় বলবান্ থাকিবে এবং পুরুষ রাশিতে ও পুরুষ রাশির নবাংশে স্থিত হইবে সেই সময় কামনা করতঃ স্ত্রী-সংসর্গ করিলে সেই গর্ভে পুত্রসন্তান জন্মিবে। আর যদি উদিতলগ্ন ও ঐসকল গ্রহ স্ত্রীরাশিতে স্ত্রী রাশির নবাংশগত হয় এবং ঐ সময় একাগ্রচিত্তে কামনা করিয়া স্ত্রী-সংসর্গ করে তাহা হইলে সেই গর্ভে কন্যাসন্ততির জন্ম হইবে। অপর যদি রবি ও বৃহস্পতি ইহারা তৎকালে পুরুষরাশিতে থাকে তাহা হইলে পুত্র জন্মিবে এবং তৎকালে চন্দ্র, শুক্র ও মঙ্গল এই সকল গ্রহ যদি স্ত্রীরাশিতে থাকে তাহা হইলে কন্যা জন্মিবে, পরন্তু রবি ও বৃহস্পতি এই দুই গ্রহ মিথুন বা ধনুর নবাংশগত হয় এবং ইহাদিগের প্রতি বুধের দৃষ্টি থাকে ও সেই সময় একাগ্রচিত্তে দুইটী পুত্রের চিন্তা করিয়া স্ত্রী-সংসগ করে তাহা হইলে সেই স্ত্রীর গর্ভে দুইটী পুত্রসন্তান জন্মিবে। আর যদি চন্দ্র, শুক্র ও মঙ্গল ইহারা কন্যা কিম্বা মীনরাশির নবাংশস্থিত হয় এবং ঐ তিন গ্রহকে যদি বুধ দর্শন করে ও সেই সময় দুইটী কন্যা চিন্তা করিয়া স্ত্রী-সংসর্গ করে তাহা হইলে সেই গর্ভে দুইটী কন্যা জন্মিবে।

উপরোক্ত যোগপ্রাপ্ত না হইলে নিম্নলিখিত যোগে কামনা পূর্ব্বক স্ত্রী-সংসর্গ করিলেও ইচ্ছামতে পুত্র এবং কন্যা জন্মিতে পারে।

বিহায় লগ্নং বিষমর্ক্ষসংস্থঃ সৌরোঽপি পুংজন্মকরো বিলগ্নাৎ। প্রোক্তগ্রহাণামবলোক্য বীর্য্যং বাচ্যঃ প্রসূতৌ পুরুষোঽঙ্গনা বা ॥

যখন লগ্নভিন্ন বিষমরাশিতে শনি থাকে সেই সময় যদি পুত্রকামনা করিয়া ঋতু রক্ষা হয়, তাহাহইলে সেই গর্ভে পুত্রসন্তান জন্মিবে, আর যদি এককালে পুত্রজন্মযোগ ও কন্যাজন্মযোগের সম্ভব হয় তাহাহইলে যোগকারক গ্রহগণের বলাবল বিবেচনায় পুত্র জন্মকারক গ্রহের বলাধিক্যসময়ে পুত্রকামনা করতঃ স্ত্রীসংসর্গ করিলে গর্ভে পুত্র জন্মিবে। আর কন্যাযোগকারক গ্রহের বলাধিক্যসময়ে কামনাপূর্ব্বক গর্ভ গ্রহণ হইলে কন্যা জন্মিবে।

ইচ্ছামতে পুত্র ও কন্যাসন্তান জন্মিবার বিষয় জ্যোতিষ-শাস্ত্রের অনেক গ্রন্থে লিখিত আছে, কিন্তু বাহুল্যভয়ে এস্থানে ঐ সকল উদ্ধৃত করা হইল না, এইক্ষণ মিঃ অ্যারেষ্টোটল পুত্রকন্যা জন্মান এবং ইচ্ছানুসারে যেরূপ অবয়বের পুত্র কি কন্যা জন্মাইতে হয় তদ্বিষয় যাহা লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

—"When a young couple is married, they naturally desire children, and therefore adopt the means that nature has appointed to that end, that notwithstanding their endeavours, they must know, the success of all depends on the blessing of God ; not only so but the sex, whether male or female, is from his disposal also :—

—"The act of coition being over, let the woman repose herself on her right side, with her head lying low, and her body declining, that by sleep-

ing in that posture, the cani, on the right side of the matrix, may prove the place of conception : for therein is greatest generative head, which is the chief procuring cause of male children and rarely falls the expectation of those that experience it, especially if they do but keep warm, without much motion, leaning to the right, and drinking a little spirit of saffron and juice of hyssop in a glass of Malaga or Alicant, when they lie down and arise, for a week.

For a female child, let the woman lie on her left side, strongly fancying a female in the time of procreation, drinking the decoction of female mercury four days from the first day of purgation ; the male mercury having the like operation in case of a male ; for this concoction purges the right and left side of the womb, opens the receptacles, and makes way for the seminary of generation. The best time to beget a female is, when the moon is in the wane, in Libra or Aquarius. Advicen says when the menses are spent and the womb cleansed, which is commonly in five or seven days at most, if a man lie with his wife from the first day she is purged to the fifth, she will conceive a male ; but from the fifth to the eighth, a female ; and from the eighth to the twelfth a male again ; but after that, perhaps neither distinctly but both in a an hermaphrodite. In a word, they that would be happy in the fruits of their labour, must observe to use copulation in due distance of time, not too often, nor too seldom, for both are alike hurtful ; and to use it immoderately weakens and wastes the spirits, and spoils the seed.

ইচ্ছানুসারে মাতা বা পিতার সদৃশ সন্তান উৎপাদন বিষয় মিঃ অ্যারিষ্টটল্ সাহেব বলেন যে সংসর্গকালে স্ত্রীলোক মনঃসংযোগপূর্ব্বক স্বামীর চিন্তা ও ধ্যান করিলে ঐ সন্তান স্বামী-সদৃশ রূপবান্ হইবে। চিন্তাশক্তির এতদূর প্রাদুর্ভাব যে গর্ভাবস্থায় গর্ভিণী যাহার প্রতি একমনে এক ধ্যানে চিন্তা করিবে, সন্তানও তাহার অনুরূপ হইবে। ফলকথা গর্ভিণী এই অবস্থায় যে আকার চিন্তা করিবে সেই আকারের সন্তান জন্মিবে। এই বিষয় মিঃ অ্যারিষ্টটল্ সাহেব বাহুল্যরূপে যাহা লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল ;—

—"In the case of similitude, nothing is more powerful than the imagination of the mother ; for if she fix her eyes upon any object, it will so impress her mind, that it oftentimes so happens that the child has a representation thereof on some part of its body. And if, in the act of copulation, the woman earnestly look upon the man, and fix her mind upon him, the child will resemble its father. Nay if a woman, even in unlawful copulation, fix her mind on her husband, the child will resemble him, though he did not beget it. The same effect hath imagination in occasioning warts, stains, mole-spots, and dartes ; though indeed they sometimes happen through frights, or extravagant longing. May woman, being with

child, on seeing a hare cross the road before them, will, through the force of imagination, bring forth a child with a hairy lip. Some children are born with flat noses and wry mouths, great blubber lips, ill-shaped bodies; which must be ascribed to the imagination of the mother, who hath cast her eyes and mind upon some illshaped creature." — ARISTOTLE.

মিঃ ডড্ সাহেব বলেন, যদি কোন স্ত্রীলোক সুন্দর রূপবান্ ও গুণবান্ ব্যক্তির সদৃশ সন্তান জন্মাইবার ইচ্ছা করেন তাহা হইলে সেই ব্যক্তির অঙ্কিত চেহারার কি প্রতিমূর্ত্তির উপর তাঁহার মন দৃঢ়রূপে রাখিবে। সন্তান ভূমিষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত [illegible] ঐ প্রতিমূর্ত্তির চিন্তা করিবে। ঐ চিন্তাকে এমত প্রবল করিবে যে, শয়নে ও স্বপ্নে সর্ব্বদাই ঐমূর্ত্তি দেখিবে। এইরূপে ঐ মূর্ত্তির প্রতি মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া ধ্যান করিলে সন্তানও ঐ ব্যক্তির রূপ গুণ প্রাপ্ত হইবে। এবিষয় মিঃ ডড্ সাহেব যাহা লিখিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করা হইল।

"—Let this lady select, before she conceives, a portrait, bust, miniature, or picture of some beautiful, talented, and distinguished individual, or the living person she would desire her child to be like, both in appearance and character. Let it be a picture that she greatly admires for its fine proportions and beauty of person. Let her keep her mind upon it until she entirely familiarises herself with its features and form. Let her now conceive with this deep impression on her mind; and after this, let her still continue to gaze upon, and daily contemplate, the admirable grace of its form, and the charming expression of its countenance. Let her place it where it can be readily seen. Let her imbibe for this image a sentimental passion, indelibly impress it upon the heart, and interweave and blend it, as it were, with her being. Let her contemplat it by day with such intense interest and devotion as to transplant, if posesble, its image to her midnight dreams; and let her constantly long and desire, and ardently hope and expect, that her child shall be like this in form and soul. These are to be her constant feelings and impressions till the day of delivery."—
DR. J. B. Dods.

—"In this view of the subject it will be seen that every countenance upon which the *enceinte* mother gazes. and every object, whether animate or inanimate, presented to her view, has a tendency to produce an impression, either favourable or unfavourable, upon the fœtus. And as all form, motion, and power belong to, and exist in, mind and can be communicated through electric action from the mother's mind to the fœtus, so when beautiful forms and pleasing sights are presented to her with sufficient power, she transmits them by a mental impression to the embryo being as a part of its future beauty. So, on the other hand, when horrid forms and

fearful sights are presented to her mind with sufficient power, and as her mind now contains these deformities, she transmits them also by mental impression to her child and perchance effects its ruin.”

মহাভারতের ১০৬ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে সত্যবতীর অনুমতিমতে ব্যাসদেব রাজবংশ রক্ষার্থে ঋতুস্নাতা অঙ্গিকার ঋতুরক্ষাকালে অম্বিকা ব্যাসদেবের উজ্জ্বল নয়নযুগল ও পিঙ্গল বর্ণ জটাভার এবং বিশালশশ্রু প্রভৃতি অতি ভয়ঙ্কর আকার সন্দর্শন করতঃ অতি ভীত ও বিস্ময়াপন্ন হইয়া নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিয়াছিলেন, এনিমিত্ত ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ হইয়া জন্মিয়া ছিলেন। অনন্তর পুনরায় সত্যবতীর অনুজ্ঞাক্রমে ব্যাসদেব অম্বালিকার ঋতুরক্ষাকালে অম্বালিকা ব্যাসদেবের সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব ভীষণমূর্ত্তি সন্দর্শনে ভীতা ও পাণ্ডুবর্ণা হইয়াছিলেন বলিয়া পাণ্ডুবর্ণ একপুত্র প্রসব করেন। মনের চিন্তাপ্রযুক্তই এইরূপ সন্তান জন্মিয়াছিল এই বিষয়ের আরও ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত নানা দেশের নানাবিধগ্রন্থে ও পত্রিকায় দেখিতে পাওয়া যায় বাহুল্য তয়ে আর লিখিলাম না।—

সুশ্রুতগ্রন্থেও লিখিত আছে যে গর্ভিণী দৌহৃদকালে গর্ভিণীর অভিলাষ অর্থাৎ ইচ্ছাপূর্ণ না হইলে গর্ভস্থ সন্তান কুব্জ কুনখী, খোঁড়া, জড়, বামন, বিকৃতাক্ষ অথবা অন্ধ হইয়া থাকে এস্থলে এতৎসম্বন্ধে সুশ্রুতগ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করা হইল।

“গর্ভাবস্থায় ইন্দ্রিয়দিগের যাহা যাহা ভোগ করিতে অভিলাষ জন্মে, গর্ভপীড়া জন্মিবার আশঙ্কায় সেই সকল অভিলাষ পূর্ণ করিবে। গর্ভিণী, দৌহৃদপ্রাপ্ত হইলে গুণবান্ পুত্র প্রসব করে। দৌহৃদ প্রাপ্ত না হইলে গর্ভ-সম্বন্ধে বা আপনা আপনি ভয় প্রাপ্ত হয়। গর্ভিণীর যে যে ইন্দ্রিয়ের অভিলাষ পূর্ণ না হয়, সন্তানেরও সেই সেই ইন্দ্রিয়ের পীড়া জন্মে। গর্ভিণীর রাজদর্শনে অবিলাষ হইলে, সন্তান মহাভাগ্যবান্ ও ধনবান্ হয়। দুকুল, পট্ট বা কৌশের বস্ত্র অথবা অলঙ্কারে অভিলাষ হইলে, সন্তান মনোহর ও অলঙ্কারপ্রিয় হয়। আশ্রমে অভিলাষ হইলে, পুত্র ধর্ম্মশীল ও সংবতাত্মা হয়। দেবতা প্রতিমাতে অভিলাষ হইলে সন্তান পার্ষদ তুল্য হয়। সর্পাদি ব্যালজাতির দর্শনে অভিলাষ হইলে সন্তান হিংলাশীল হয়। গোধা-মাংস ভোজনে অভিলাষ হইলে, সন্তান নিদ্রালু ও স্থিরচিত্ত হয়। মহিষমাংসে অভিলাষ জন্মিলে, সন্তান শূর, রক্তাক্ষ ও লোমযুক্ত হয়। বরাহমাংস অভিলাষে, সন্তান নিদ্রালু ও শূর হয়। জঙ্ঘালমাংস অভিলাষে, সন্তান বনচর হয়। সৃমরমাংস অভিলাষে উদ্বিগ্ন ও তিত্তীর মাংস অভিলাষে ভীত হয়। এই সকল জন্তুর ব্যতিরেকে অন্য জন্তুর মাংসে দৌহৃদ জন্মিলে, সেই জন্তুর যেরূপ স্বভাব ও আচার, সন্তানেরও সেইরূপ স্বভাব ও আচার হয়। এজন্যই এদেশে প্রাচীনকাল হইতে গর্ভিণীর সাদভক্ষণের প্রথা প্রচলিত আছে।

চরকসংহিতাতে ইচ্ছানুসারে পুত্রোৎপাদনের বিষয় ভগবান্ আত্রেয়ঋষি যেরূপ বিধান লিখিয়াছেন তাহা মিঃ ডড সাহেবের লিখিত গ্রন্থের বহুকাল পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে এবং তাহাতে মিঃ ডড সাহেব যেরূপ প্রকরণে ইচ্ছাশক্তির বৃদ্ধি দ্বারা ইচ্ছানুরূপ পুত্রোৎপাদনের বিষয় লিখিয়াছেন, চরকসংহিতাতেও প্রায় সেইরূপ প্রকরণে ইচ্ছাশক্তির বৃদ্ধিদ্বারা

যথাতিলষিত প্রত্রোৎপাদনের বিষয় লিখিত আছে। পাঠকবর্গের বিদিতার্থে তন্মধ্য হইতে কয়েকটী বচন উদ্ধৃত করা হইল। যথা—"যা যা চ যথাবিধং পুত্রমাশাসীত তস্যাস্তস্যাস্তাং তাং পুত্রা শযমনুনিশমা তাংস্তান্ জনপদান্মসানুপরিক্রাময়েৎ ততো যা যা যেযাং যেযাং জনপদানাং মনুষ্যাণমানুরূপং পুত্রমাশাসী ত সা সা তেযাং তেযাং জনপাদানাং আহারবিহারোপহার পরিচ্ছদাননুবিধীর স্বেতিশাচ্যা স্যাৎ। ইত্যেতৎ সর্ব্বং পুত্রাশিবং সমৃদ্ধিকরং কর্ম্ম ব্যাখ্যাতং হবতি।।

যে যে স্ত্রী যে যে প্রকার পুত্রোৎপাদনের অভিলাষ করিবে, সেই সেই স্ত্রীকে সেই সেই পুত্রবিষয়ক আশীর্ব্বাদ শ্রবণ করাইয়া একাগ্রচিত্তে মনঃসংযোগপূর্ব্বক মনে মনে সেই সেই জনপদ প্রদক্ষিণ করাইবে। পরে যে যে স্ত্রী যে যে জনপদের মনুষ্যসদৃশ পুত্রলাভের অভিলাষ করিবে, সেই সেই স্ত্রীকে সেই সেই মানবসমূহের আহার, বিহার, উপচার এবং পরিচ্ছদ বিধান কর, এই কথা বলিবে। এই প্রকারে পুত্রার্থে আশীর্ব্বাদের সমৃদ্ধিজনক কর্ম্ম সমস্ত ব্যাখ্যা করা হইল।

যা তু স্ত্রী শ্যামং লোহিতাক্ষং ব্যঢ়োরস্কং মহাবাহুং পুত্রমাশাসীত। যা বা কৃষ্ণং কৃষ্ণমৃদুদীর্ঘকেশং শুক্লাক্ষং শুক্লদন্তং তেজস্বিনমাত্মবন্তং। এয এবানয়োরপি হোমবিধিঃ। কিন্তু পরিবর্হবর্ণবর্জ্জাং স্যাৎ পুত্রবর্ণানুরূপস্তু যথাশীরেব তয়োঃ পরিবর্হোহন্যঃ কার্য্যঃ স্যাৎ।

যে স্ত্রী শ্যামবর্ণ, লোহিতনেত্র, বিশালবক্ষঃস্থল এবং মহাবাহু পুত্র লাভ করিতে ইচ্ছা করিবে, অথবা যে স্ত্রী কৃষ্ণবর্ণ, কৃষ্ণ, মৃদু ও দীর্ঘকেশবিশিষ্ট, শুক্লনেত্র শুভ্রদন্ত, তেজস্বী এবং জিতেন্দ্রিয় পুত্রলাভ করিতে ইচ্ছা করে তাহাদের সম্বন্ধেও পুর্ব্বোক্তনিয়মে হোমবিধি জানিবে। পরন্তু পুর্ব্বোক্ত পরিচ্ছদ ও বৃষাদির বর্ণবিষয়ে কিঞ্চিৎ ভেদ আছে অর্থাৎ যে বর্ণের পুত্রকামনা করিবে সেই বর্ণের অনুরূপ অন্য পরিচ্ছদ ধারণ করিবে।

গরুড়পুরাণেও গর্ভসম্বন্ধে লিখিত আছে যে, যথা;—"তাম্বূলগন্ধশ্রীখণ্ডৈঃ সমং সঙ্গঃ শুভেহহনি নিযেকসময়ে যাদৃঙ্ নর চিত্তে বিকল্পনা। তাদৃক্ স্বভাবসম্ভূ তির্জ্জন্তুর্ব্বসতি কুক্ষিগঃ"। * * * । তাম্বূলগন্ধ প্রভৃতি সেবা করত শুভদিনে ঋতুরক্ষা করিবে, নিযেকসময়ে পুরুষের চিত্তের যেরূপ অবস্থা থাকে, উদরস্থ সন্তানও সেইরূপ অবস্থাপন্ন হয়। * * । ইহা দ্বারাও প্রকাশ হইতেছে যে ইচ্ছাশক্তিক্রমে যেরূপ সন্তান কামনা করিবে, সেইরূপ সন্তানই জন্মিবে। এই বিষয়ে আমার প্রকাশিত গরুড়পুরাণের উত্তরখণ্ডের ৫৮ পৃষ্ঠা দৃষ্টি করিলেই অবগত হইতে পারিবেন।

অন্যপ্রকার;—স্বরোদয় গ্রন্থে লিখিত আছে যে ইচ্ছানুসারে দক্ষিণনাসিকা কিম্বা বামনাসিকা বহনসময়ে যে যে তত্ত্বের উদয়ে পুত্রকামনা করিয়া ঋতুরক্ষা করিলে পুত্র এবং কন্যাকামনা করিয়া ঋতুরক্ষা করিলে কন্যা জন্মিয়া থাকে, তাহা উদ্ধৃত করিয়া নিম্নে দেওয়া গেল।

অথ পুত্র কন্যা জ্ঞান।

দক্ষিণ নাসাপুটে বায়ুবহনকালে অগ্নি ও বায়ুতত্ত্ব সময়ে যদি গর্ভসঞ্চার হয়, তবে ঐ গর্ভে পুত্র জন্মে এবং সেই পুত্র ভাগ্যবান্ ও শুভলক্ষণযুক্ত হয়। যদি চন্দ্রনাড়ীর * উদয়কালে গর্ভসঞ্চার হয়, তবে ঐ গর্ভে কন্যা জন্মে, কিন্তু প্রসূতির মস্তিষ্কের দোষে অল্পদিন মধ্যে বিকার অর্থাৎ রোগ জন্মে। যদি বামনাসিকা বহন সময় জল ও পৃথ্বীতত্ত্বে গর্ভসঞ্চার হয়, তবে ঐ গর্ভেও কন্যা জন্মে এবং ঐ কন্যা ভাগ্যবতী ও শুভলক্ষণযুক্তা হয়। যদি দক্ষিণ-নাসাপুটে বায়ুবহনকালে জল ও পৃথ্বীতত্ত্বে গর্ভসঞ্চার হয়, তবে ঐ গর্ভে পুত্রসন্তান জন্মে, কিন্তু প্রসূতীর প্রসবের দুই হইতে চারি দিবসের মধ্যে মৃত্যু হয় অথবা ঐ গর্ভ হয় কিম্বা সপ্তম মাসে বিনষ্ট হয়। যদি সুষুম্না নাড়ী বহনকালে গর্ভসঞ্চার হয়, তবে প্রেতাদিগের দ্বারায় ঐ গর্ভ বিনষ্ট হয়, কিন্তু যদি প্রেতগণদ্বারা গর্ভ বিনষ্ট না হয়, তবে ঐ গর্ভে পুত্র জন্মায় এবং সেই সন্তান যোগী ও মহাপুরুষ হইতেও যশস্বী হয়।

তত্ত্ব অনুসারে পুত্র কন্যা নপুংসক আদির উৎপত্তির বিবরণ বলা হইয়াছে এইক্ষণ ঐ প্রক্রিয়া ঋতুর কোন কোন দিবসে করা কর্ত্তব্য।

ঋতুকালে যুগ্ম দিবসে ঋতু রক্ষা করিলে পুত্র এবং অযুগ্ম দিবসে কন্যা জন্মে।

প্রথম দিবসে ঋতু রক্ষা করিলে পুরুষের আয়ু ক্ষয় হয়। তাহাতে গর্ভ হইলে সেই গর্ভ প্রসবকালে স্রাব হইয়া যায়। দ্বিতীয় দিবসে ঋতু রক্ষা করিলেও সেইরূপ ফল হয় অথবা সূতিকাগৃহে সন্তান নষ্ট হয়। তৃতীয় দিবসেও সেই ফল, অথবা সন্তান অসম্পুর্ণ অঙ্গ বা অল্পায়ু হয়। চতুর্থ দিবসে ঋতু রক্ষা করিলে সন্তান সম্পুর্ণ অঙ্গ ও দীর্ঘায়ু হয়। পঞ্চম দিবসে কন্যা কুলটা ও পাপে রতা হয়। ষষ্ঠ দিবসে পুত্র জন্মে, কিন্তু সেই পুত্র দরিদ্র হয়; সপ্তম দিবসে কন্যা জন্মে, সেই কন্যা তাহার স্বামীকে ত্যাগ করিয়া পরপুরুষগামিনী হয়। অষ্টম দিবসে পুত্র জন্মে, সেই পুত্র মহাসুখী ও পণ্ডিত হয়, নবম দিবসে কন্যা জন্মে, সেই কন্যা সতী পতিব্রতা ও অতি শান্ত হয়, দশম দিবসে পুত্র জন্মে, সেই পুত্র জন্মাবধি সুখী হয়, একাদশ দিবসে কন্যা জন্মে, সেই কন্যা কুলবতী ও ধর্ম্মপরায়ণা হয়, দ্বাদশ দিবসে পুত্র জন্মে, সেই পুত্র সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ও বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ হয়। ত্রয়োদশ দিবসে কন্যা জন্মে, সেই কন্যা সত্যবাদিনী, জিতেন্দ্রিয়া ও ধর্ম্মচারিণী হয়, চতুর্দ্দশদিবসে পুত্র জন্মে, সেই পুত্র মহাসুখী ও পণ্ডিত হয়। অতএব এই সকল বিবেচনা করিয়া তত্ত্বাদির উদয় সময়ে বিচার-পূর্ব্বক কার্য্য করা কর্ত্তব্য। অমাবস্যা, প্রতিপদ, সপ্তমী, অষ্টমী, পূর্ণমাসী ও রবিবারদিবসে স্ত্রী-সঙ্গম নিষেধ, ইহাতে যে সন্তান জন্মিবে, তাহার অল্পায়ু হয়। আর অসুস্থ শরীরে ঋতু-রক্ষা করিলে সেই দোষে পুত্র কন্যা দুঃখী হয়।

অথ ঋতুরক্ষার রাত্রিপ্রকরণ।

প্রথম প্রহর রাত্রে ঋতু রক্ষা করিলে সেই গর্ভে যে সন্তান জন্মে, তাহার অল্পায়ু হয়।

---

* বামনাসিকার শ্বাস বহনকালে।

দ্বিতীয় প্রহরে ঋতুরক্ষা করিলে সেই গর্ভে যে সন্তান জন্মে, সেই সন্তান দুঃখী ও দরিদ্র হয়। তৃতীয় প্রহরে ঋতুরক্ষা করিলে কন্যা জন্মে, সেই কন্যা নষ্টমতি হয়। আর যদি পুত্র জন্মে, তবে সে দাসবৃত্তি করে ও কুকর্ম্মান্বিত হয়। চতুর্থ প্রহরে ঋতুরক্ষা করিলে সেই গর্ভের পুত্র হরিভক্ত এবং ধর্ম্মপরায়ণ হয়। আর দিবাভাগে ঋতুরক্ষা করিলে সেই গর্ভে যে পুত্র জন্মে সে দুরাচার এবং অতি অভাজন হয়।—পুন বশীকরণ কথিত হইতেছে।

অথ লবণমন্ত্রস্য বিধানমভিধীয়তে। ঋগাদ্যা কথিতা পূর্ব্বং লবণাম্ভসি পূর্ব্বিকা। লবণাদির্দ্বিতীয়াস্যা দহাদ্যা পরিকীর্ত্তিতা। সংদগ্ধাদ্যা চতুর্থী স্যাৎ যাতে পূর্ব্বা তু পঞ্চমী। লবণমন্ত্রা ঋগ্বেদপ্রসিদ্ধাস্তদভিধীয়তে। লবণাম্ভসি ভীক্ষোঽস্যগ্রোঽসি হৃদয়ং তব। লবণস্য পৃথিবীং মাতা লবণস্য বরুণঃ পিতা। লবণে দহ্যমানে তু কুতো নিদ্রা কুতো রতিঃ। লবণঃ পচতি পাচয়ন্তি লবণং ছিন্দতি ভিন্দতি। অমুকস্য দহ গাত্রাণি দহ মাংসং দহ ত্বচং দহ ত্বগস্থিলোমানি অস্থিভ্যো মজ্জিকাং দহ। যদি বসতি যোজনশতে নদীনাঞ্চ শতান্তরে। নগরে লৌহপ্রাকারে কৃষ্ণসর্পাকৃতির্গলে। সংদগ্ধা নয়নে শীঘ্রং লবণস্য চ চেতসা। তত্রৈব চ সমায়াতি লবণং ছিন্দতি ভিন্দতি। যাতে রাত্রির্ম্মহারাত্রিঃ সা তে রাত্রির্ম্মহানিশা। যা রাত্রিঃ শল্যবিদ্ধস্য শূলাগ্রারোপিতস্য চ। অঙ্গিরামুনিরাখ্যাতশ্ছন্দোঽনুষ্টুবুদাহৃতং। অগ্নিরাত্রিঃ পুনদুর্গা ভদ্রকালী চ দেবতা। চিটিমন্ত্রাক্ষরৈঃ কুর্য্যাৎ ষড়ঙ্গানি সমাহিতঃ। পঞ্চভির্হৃদয়ং প্রোক্তং ত্রিভির্ব্বর্ণৈঃ শিরঃ স্মৃতং। পঞ্চবর্ণৈঃ শিখা প্রোক্তা কবচং করণাক্ষরৈঃ। পঞ্চভির্নেত্রমুদ্দিষ্টং যুগলেনাস্ত্রমীরিতং। তারং চিটিদ্বয়ং পশ্চাচ্চাণ্ডালি তদনন্তরং। মহাপদাখ্যাং তাং ব্রূয়াদমুকং মে ততঃ পরং। বশমানয় ঠদ্বন্দ্বং চিটিমন্ত্র উদাহৃতঃ। চতুর্ব্বিংশত্যক্ষরাত্মা সর্ব্বকামফলপ্রদঃ। ওঁ চিটি চিটি হৃদয়ায় নমঃ। চাণ্ডালি শিরসে স্বাহা। মহাচাণ্ডালি শিখায়ৈ বষট্। অমুকং মে কবচায় হুঁ। বশমানয় নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ স্বাহা অস্ত্রায় ফট্। ইতি ষড়ঙ্গং বিন্যস্য ধ্যায়েৎ। নবকুঙ্কুমসন্নিভং ত্রিনেত্রং রুচিরাকল্পশতং ভজামি। বহ্নিং শ্রুবশক্তিবরাভয়ানি দোর্ভির্দ্দধতং রক্তসরোরুহে নিষণ্ণং। কালাম্বুবাহদ্যুতিমিন্দুবক্ত্রাং তালাবলীশোভিতপয়োধরাঢ্যাং। কপালপাশাঙ্কুশনাগহস্তাং নীলাম্বরাঢ্যাং যুবতীং নমামি। কালাম্বুদাভামরিশঙ্খশূলখড়্গাঢ্যাহস্তাং বরুণেন্দুচূড়াং। ভীমাং ত্রিনেত্রাং

জিতশক্রবর্গাং দুর্গাং স্মরেদ্দুর্গতিভঙ্গদক্ষাং। টঙ্কং কপালং ডমরুং ত্রিশূলং সংবিভ্রতী চন্দ্রকলাবতংসাং। পিঙ্গোর্দ্ধকেশী শিতভীমদংষ্ট্রা ভূয়াদ্বিভূত্যৈ মম ভদ্রকালী। ঋক্ পঞ্চকং যজেৎ সম্যগ্ যুতং শাংশতঃ। হবিষা ঘৃতসিক্তেন জুহুয়াদর্চ্চিতেঽনলে। এবং কৃতে পুরশ্চর্য্যাপ্রয়োগে কুশলো ভবেৎ। আদ্যা যামবতী ধ্যেয়া বশ্যাকর্ষণকর্ম্মনোঃ। স্মরেদ্দুর্গাং ভদ্র-কালীং মন্ত্রী মারণ-কর্ম্মণি। জানুপ্রমাণে সলিলে স্থিত্বা নিশি জপেন্মনুং। অনেন বাঞ্ছিতঃ সাধ্যঃ কিঙ্করো জায়তে ক্ষণাৎ॥

অনন্তর লবণমন্ত্র কথিত হইতেছে। ঋগ্বেদোক্ত লবণমন্ত্রে হোম করিলে শত্রুর নিদ্রা ও সুখ বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই লবণমন্ত্রে যে প্রকার কার্য্য করিতে হইবে, তাহা মূলে লিখিত আছে। এই লবণমন্ত্রের অঙ্গিরাঋষি, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, দুর্গা ও ভদ্রকালী দেবতা। এই প্রক্রিয়াতে ঁ চিটি চিটি হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি মূলের লিখিতমন্ত্রে ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে। ধ্যান মূলে লিখিত আছে। তদনুসারে ধ্যান করিয়া পঞ্চলবণমন্ত্রে পূজা করিবে, তৎপরে দশসহস্র জপ করিয়া জপের দশাংশ হোম করিতে হইবে। এইরূপ করিলেই পুরশ্চরণ হয়। বশ্য, আকর্ষণ ও মারণকার্য্যে দুর্গা ও ভদ্রকালীর ধ্যান করিবে। জানুমাত্র জলে থাকিয়া রাত্রিকালে আরাধনা করিলে অভিলাষ পূর্ণ হয়।

নাভিমাত্রোদকে স্থিত্বা জপেন্মন্ত্রমিমং সুধীঃ।
অষ্টোত্তরসহস্রং যস্তস্য সাধ্যো বশো ভবেৎ॥

নাভিমাত্র জলে থাকিয়া মন্ত্র জপ করিবে। মন্ত্রমধ্যে যাহার নাম উল্লেখ করিয়া অষ্টোত্তর-সহস্র জপ করা যায় সেই ব্যক্তি বশীভূত হয়।

ঋক্পঞ্চকং জপেন্মন্ত্রী কণ্ঠমাত্রাম্ভসি স্থিতঃ।
সপ্তভির্দ্দিবসৈর্ভূপান্ বশয়েদ্বিধিনামুনা॥

জলমধ্যে আকণ্ঠ নিমগ্ন করিয়া পঞ্চলবণমন্ত্র জপ করিবে। সপ্তদশদিবস এইপ্রকার জপ করিলে রাজাকে বশীভূত করিতে পারিবে।

বিলিখ্য তালপত্রে তং সাধ্যনাম্না বিদর্ভিতং। নিক্ষিপ্য ক্ষীর-সংমিশ্রে জলে তৎ ক্বাথয়েন্নিশি। বশ্যো ভবতি সাধ্যোঽসৌ নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥

তালপত্রে অভিলষিত ব্যক্তির নামের সহিত মন্ত্র লিখিয়া জলমিশ্রিত দুগ্ধে নিক্ষেপ করিয়া রাত্রিতে পাক করিবে। এইরূপ করিলে সেই ব্যক্তি বশীভূত হইয়া থাকে।

তালপত্রে লিখিত্বৈনং ভদ্রকালী গৃহে খনেৎ।
বশ্যায় সর্ব্বজন্তূনাং প্রয়োগোঽয়মুদাহৃতঃ॥

তালপত্রে অভিলষিত ব্যক্তির নামযুক্ত মন্ত্র লিখিয়া ভদ্রকালীর গৃহে প্রোথিত করিয়া রাখিবে। এই প্রক্রিয়াতে সর্ব্বজন্তু বশীভূত হয়।

তাম্রপাত্রে সমালিখ্য মন্ত্রং সাধ্যবিদর্ভিতং।
তাপয়েৎ খাদিরে বহ্নৌ মাসাদ্বশ্যো ভবেন্নরঃ॥

তাম্রপত্রে অভিলষিত ব্যক্তির নামের সহিত মন্ত্র লিখিয়া খদিরাঙ্গারের অগ্নিতে ঐ তাম্রপাত্র তাপিত করিবে, এইরূপ করিলে সেই ব্যক্তি বশীভূত হইয়া থাকে।

ত্রিকোণং কুণ্ডমাসাদ্য সম্যক্ শাস্ত্রোক্তলক্ষণং। তস্মিন্ হোমং প্রকুর্ব্বীত সংস্কৃতে হব্যবাহনে। প্রক্ষাল্য গব্যদুগ্ধেন সংশোধ্য লবণং সুধীঃ। সুচূর্ণিতং প্রজুহুয়াৎ সপ্তাহাদ্বশয়েজ্জনান্।

ত্রিকোণকুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া হোমবিধি অনুসারে সংস্কৃত অগ্নিতে হোম করিবে। গব্যদুগ্ধদ্বারা লবণ প্রক্ষালন করিয়া সেই লবণ চূর্ণদ্বারা হোম করিবে। এইরূপ দ্বাদশাহ হোম করিলে সকল জনকে বশীভূত করিতে পারে।

দধিমধ্বাজ্যসংসিক্তৈঃ সৈন্ধবৈর্জুহুয়াত্তথা।
বশয়েদখিলান্ দেবান্ চিরাৎ কিমুত পার্থিবান্॥

প্রথমে পূজাদি করিয়া পূর্ব্বোক্তপ্রকারে হোমবিধি অবলম্বনপূর্ব্বক দধি, মধু ও ঘৃতসংযুক্ত সৈন্ধবদ্বারা হোম করিলে দেবগণও বশীভূত হইয়া থাকেন রাজাদিগের আর কথা কি।

বিশুদ্ধং লবণপ্রস্থং বিভক্তং পঞ্চধা পৃথক্। একৈকয়া প্রজুহুয়াৎ পঞ্চপঞ্চাহমাদরাৎ। যস্য নাম স বশ্যঃ স্যাদনেন বিধিনাচিরাৎ॥

দুই সের পরিমিত বিশুদ্ধ লবণ লইয়া তাহা পঞ্চভাগ করিয়া রাখিবে। এই লবণ এক একএক ভাগদ্বারা পাঁচ পাঁচ দিন হোম করিবে। যে ব্যক্তির নাম উল্লেখে এইরূপ হোম করা যায় সেই ব্যক্তি বশীভূত হয়।

শুদ্ধং লবণমাদায় জুহুয়ান্মধুরান্বিতং।
ঊনপঞ্চাশদাহুত্যা বশং নয়তি বাঞ্ছিতং॥

বিশুদ্ধ লবণ মধুযুক্ত করিয়া হোম করিবে। যাহার নামে এইরূপে ঊনপঞ্চাশবার হোম করা যায় সেই ব্যক্তি নিশ্চয় বশীভূত হইয়া থাকে।

মধুরত্রয়সংযুক্তৈর্লবণত্রয়সংযুতৈঃ। জুহুয়াদ্বশয়েন্নারীং নরান্নরপতীনপি। মন্ত্রং কৃষ্ণতৃতীয়াদি প্রজপেদ্যাবদষ্টমীং॥

ঘৃত, মধু ও চিনি এই ত্রিমধুসংযুক্ত ত্রিলবণদ্বারা হোম করিবে। এই প্রকার হোম করিলে নর, নারী ও নরপতি বশীভূত হইয়া থাকে। কৃষ্ণপক্ষীয় তৃতীয়াতে আরম্ভ করিয়া কৃষ্ণাষ্টমী পর্য্যন্ত মন্ত্র জপ করিয়া এই হোম করিতে হইবে।

প্রেততত্ত্ব।

মনুষ্যের মৃত্যু কেবল তাহার কায়াপরিবর্ত্তন ভিন্ন আর কিছুই নহে, কায়াপরিবর্ত্তন হইয়া পাপপুণ্যানুসারে যথাযথস্থানে তাঁহারা বাস করিয়া থাকেন, ইচ্ছাশক্তিক্রমে ঈশ্বরের অনুগ্রহে তাহাদিগকে মর্ত্ত্যভূমিতে আনা যাইতে পারে এবং ঐ সকল মৃতব্যক্তির আত্মা কি প্রণালী ও কি কি কার্য্য করিলে আনা যাইতে পারে তদ্বিষয় যে গ্রন্থে লিখিত আছে তাহার নাম প্রেততত্ত্ব।

মনুষ্য মৃত্যুর পর যে শরীরান্তর গ্রহণ করেন তাঁহার নাম লিঙ্গ বা সূক্ষ্মশরীর। সর্ব্বশাস্ত্রেই কথিত আছে যে পরমাত্মার বিনাশ নাই, ইহাও শাস্ত্রে কথিত আছে যে জীব তাহার পাপপুণ্য অনুসারে মৃত্যুর পর পাপ পুণ্যের ফলভোগ করিয়া থাকে। তখন আত্মার কোন আকার না থাকিলে লোকান্তরে একব্যক্তির আত্মা হইতে অপর ব্যক্তির আত্মার প্রভেদ কিরূপে হইবে এবং পাপ পুণ্যের দণ্ড পুরস্কারই বা কি প্রকারে প্রাপ্ত হইবে, এজন্য যখন আত্মার শরীর থাকিল তখন পিতৃগণ যে প্রকৃতিবিশেষ বিশিষ্ট মনুষ্যের দৃষ্টিগোচর হইবেন তাহার আর সন্দেহ কি আছে? স্থূলশরীর অপেক্ষা সূক্ষ্মশরীরের অধিক বল তাহা সর্ব্বদাই আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, যথা মৃত্তিকা ও জল অপেক্ষা বায়ু সূক্ষ্ম, কিন্তু ঐ বায়ুর এমত ক্ষমতা আছে যে পর্ব্বতাদি চূর্ণ করিতে ও বাড়ী ঘর এবং বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকাদি উড়াইয়া লইয়া যাইতে পারে। বাষ্পীয়গাড়ী জাহাজ ঐরূপ সূক্ষ্মপদার্থদ্বারা চালিত হইয়া থাকে; ইহাতে স্পষ্টই দেখাযায় যে প্রেতাত্মা মনুষ্যের কর্ত্তৃক অধিক বলবান এবং তাঁহাদের কার্য্য নানাবিধ অদ্ভুতকার্য্য করিবার ও ক্ষমতা আছে।

মৃত্যুকালে আত্মা জড়শরীর পরিত্যাগ করিয়া কি প্রকারে আধ্যাত্মিক শরীর গ্রহণ করেন তাহা কোন গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করা হইল।

মৃত্যুকালে সমস্ত শরীরের জীবনসংক্রান্ত তাড়িৎ ও আকর্ষণীশক্তি মস্তিষ্ক মধ্যে একত্রিত হয় তৎকালে মস্তক একটী সূক্ষ্ম সুন্দর আলোকময় মেঘদ্বারা আবৃত হয় ঐ মেঘের মধ্যে একটী মস্তক, গ্রীবা, স্কন্ধ ও বক্ষ প্রভৃতি ক্রমশ সমুদায় অঙ্গের সূক্ষ্ম আকার নির্ম্মিত হইয়া একটী সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিকশরীর প্রকাশিত হয়।

মহাভারতগ্রন্থে লিখিত আছে যে কুরুক্ষেত্রের আঠারদিনের যুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার পর ব্যাস এবং নারদমুনি উভয়ে একত্রে মিলিত হইয়া দ্বৈপায়নকাননে গান্ধারী প্রভৃতির নিকট উপস্থিত হইয়া নানাবিধ কথোপকথনকালে বলিয়াছিলেন যে দক্ষিণারণ্যে তপস্যাকালে একজন বৃদ্ধা ব্রাহ্মণকন্যার মৃত্যুসময়ে তাহার নিকট বসিয়া ধ্যানে দেখিয়াছিলেন যে ঐ বৃদ্ধার আত্মা জড়

শরীর হইতে বাহির হইয়া কিরূপ আকারে সূক্ষ্ম শরীর প্রাপ্ত হইয়াছিল, এবিষয়ে তিনি যেরূপ দেখিয়াছিলেন অবিকল সেইরূপ গান্ধারীর নিকট বলিয়াছিলেন তাহাই উদ্ধৃত করা হইল।

"উপরোক্ত বৃদ্ধাব্রাহ্মণকন্যার আত্মা প্রথমত সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া ছিল, পরে শরীরের তাবৎ অংশ হইতে তেজনিঃসৃত হইয়া মস্তিষ্কের দিকে ধাবিত হইতে লাগিল। শরীরের তাবৎ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আত্মার ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে ক্রমে ক্রমে অক্ষম হইতে লাগিল, আত্মার তেজ যত তাহাদের নিকট হইতে নিঃসৃত হইয়া উচ্চদিকে যাইবার চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিল, ততই তাহারা আত্মা যাহাতে যাইতে না পারে তাহার বিধিমৎ চেষ্টা করিতে লাগিল বহুদিবস হইতে একত্রে বাস করায় পরস্পরের মধ্যে প্রণয় হইয়াছিল এবং শরীর আত্মাকে আপন অংশীদার ভাবিয়া আত্মা যাহাতে পরিত্যাগ করিয়া না যাইতে পারে তজ্জন্য টানাটানি করিতে লাগিল, তুফান বিপরীতস্রোতের ফল; একদিকে শরীর মুক্ত হইবার জন্য আত্মা প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল, অপরদিকে জীবিত শরীর আত্মাকে স্বস্থানে রাখিবার জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করিতে লাগিল, ইত্যাদি কার্য্যের পর দেখিলাম যে উহার মস্তক হইতে তেজনিঃসরণ হইয়া মস্তকের চারিদিকে একটা ধোয়াময় পদার্থের সৃজন হইয়া তিন চারি হাত উপরে উঠিল মস্তিষ্কের প্রতেক রেণু বেন ঘর ঘর কপাট খুলিয়া দিতে লাগিল এবং প্রত্যেক ঘর অপেক্ষাকৃত অতিশয় তেজোবান্ হইয়া ঐ তেজ উপরে উঠিতে লাগিল সেই পরিমাণে মস্তিষ্ক উজ্জ্বল ও সতেজ হইয়া নবসৃষ্ট আত্মার দেহের সৃজন আরম্ভ হইল, আমি দেখিলাম যে, সর্ব্বাগ্রে একটী সুন্দর মুখ পরে গলা, পরে বক্ষস্থল, কটীদেশ ও হস্তপদাদি পর পর সৃজন হইয়া এক পরমা সুন্দরীর শরীর সৃজন হইল। প্রসবকালে যেরূপ নাড়ীদ্বারা জননীর সহিত নবপ্রসূত সন্তানের সম্বন্ধ থাকে, সেইরূপ ঐ ধুম্রময় পদার্থদ্বারা এই নবপ্রসূত আত্মা দেহের সহিত মৃতশরীরের সম্বন্ধ রহিল। পরে ধূম্র কতক পরে উঠিয়া গেল এবং কতক আত্মাবিহীন মৃতশরীর মধ্যে প্রবেশ করিল, এইরূপে এই আত্মার জন্ম হইল" এতএব ইহাতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে মনুষ্যের আত্মা অমর, মৃত্যুর পর আর একটী সূক্ষ্ম শরীরধারণ করে এবং পৃথিবীতে আসিবারও ক্ষমতা থাকে।

ফলতঃ ঈশ্বরের নিকট আরাধনা করিয়া একাগ্রচিত্তে মৃতব্যক্তিকে আহ্বান করিলে মৃত-ব্যক্তির আত্মা ক্ষণকালমধ্যে যে আসিয়া থাকেন, তাহার ভুরি ভুরি প্রমাণ আছে। যথা,— মহাভারতে লিখিত আছে যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরেই শতপুত্রের মাতা গান্ধারী ও বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র শত শত বিধবা পুত্রবধূ ও পৌত্রবধু সমভিব্যাহারে দ্বৈপায়ন নামক বনে গিয়া বাস করিতেছিলেন। তৎকালে নারদমুনিসহ ব্যাসদেবে তথায় উপস্থিত হইলে গান্ধারী প্রভৃতি প্রতি পুত্রশোককাতরা রমণীগণের প্রার্থনানুসারে তাহাদিগের স্বীয় স্বীয় পতিপুত্রাদির প্রেতাত্মা আনিয়া সাক্ষাৎ করাইয়াছিলেন।

মৃত্যুর পর প্রেতাত্মা মর্ত্ত্যে আসিয়া যে পিণ্ড গ্রহণ করেন তাহা আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা প্রধান প্রধান মুনিঋষিগণ তাঁহাদিগের প্রণীত শ্রাদ্ধাদির গ্রন্থে লিখিয়াছেন।

প্রেতাত্মাকে কিরূপে শ্রাদ্ধকালে আনয়ন করিয়া পিণ্ড ভক্ষণ করান যাইতে পারে তাহা বলা যাইতেছে।

মন্ত্রো যথা—ওঁ অমীমদৎ পিত্তা যথা ভাগ মাবৃষারথা ;—ওঁ যে চাত্র ত্বামনুত্বাংশ্চ ত্বমনু-ত্বস্মৈ তে স্বধা। ওঁ আয়ান্ত নঃ পিতরঃ সৌম্যাসো গম্ভীরেভিঃ পথিভিঃ পূর্ব্বেনেভির্দ্দত্ত্বাস্মভ্যং দ্রবিণেহভদ্রং রয়িঞ্চ নঃ সর্ব্ববীরং নিযচ্ছত্তে।

অস্য টীকা ;—পিতরঃ অমীমদন্তমদং প্রাপ্তবন্তঃ মদ্দ.ত্তন পিণ্ডেন হর্ষযুক্তা ভবতেত্যর্থঃ। কিঞ্চ যথা ভাগং আবৃষায়িষত স্বং স্বং ভাগং প্রাপ্য বৃষা ইব বলিনো ভুতাঃ ইত্যাদি।

অর্থাৎ পিণ্ড প্রদান করিয়া পরে যদুদ্দিশ্যে পিণ্ড প্রদান করিবে তাহার নাম উল্লেখপূর্ব্বক মনে মনে একাগ্রচিত্তে এই বলিয়া চিন্তা করিতে হইবে যে, "আপনি প্রসিদ্ধ দেবমার্গ অবলম্বন করিযা এই বিস্তৃত কুশের নিকট আগমনপূর্ব্বক আমার পিণ্ডগ্রহণ করেন" এইরূপ একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিলে মৃতব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হইয়া পিণ্ডগ্রহণ করিবে।

ফল কথা মনের একাগ্রতা করিতে পারিলেই এই কার্য্য সাধন করিতে পারিবে।

অপর অপর জাতির মধ্যেও প্রেতাত্মা আনয়নের প্রণালীর স্থূলমর্ম্ম প্রায় অস্মদ্দেশের সহিত ঐক্য দেখা যায় এবং তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্তও আছে। তন্মধ্যে আমেরিকাবাসীরা মৃত-ব্যক্তির আত্মাকে যেরূপে আবির্ভূত করিয়া থাকেন, তাহার প্রণালী ও ঐ কার্য্যসাধন জন্য যে যে নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইবে এবং যেরূপ চরিত্রের ব্যক্তি প্রেততত্ত্বসাধনের অধি-কারী তত্তাবৎ বিবরণ ও উপদেশ অগ্রে নিম্নে লিখিত হইতেছে, পরে স্বদেশীয় ও অন্যদেশীয় প্রেতাত্মা আনয়নের প্রক্রিয়া বলা হইবে।

যাঁহারা প্রথম প্রেততত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবেন তাঁহাদের লোকসংখ্যা তিন জনের ন্যূন এবং দ্বাদশ জনের অধিকসংখ্যক না হয়। যদি স্ত্রীপুরুষ একত্র হইয়া কার্য্যসাধন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাহইলে কোন কোন মতে স্ত্রী ও পুরুষের সংখ্যা সমান হওয়া উচিত, বাস্তবিক স্ত্রী অভাবে সাধনের কোন হানি হয় না। কোন মতে পুরুষ ও স্ত্রী, গৌর ও কৃষ্ণবর্ণ, স্থূলকায় ও কৃশকায়, রক্তবর্ণ ও ফেঁকাইসা, নির্ব্বোধ ও বুদ্ধিমান্, অলস ও পরিশ্রমী ইত্যাদি বিপরীত গুণাক্রান্ত মধ্যে পরস্পর পাসাপাসি বসিবে।

সাধনাকাজ্ক্ষী সভ্যগণ একত্রিত হইয়া একটী টেবিলের চতুর্দ্দিকে গোলাকারে পরস্পরের হস্তধারণ কিম্বা ঐ টেবিলের উপরে কর স্থাপন করিয়া পবিত্রচিত্তে ও স্থিরমনে কাষ্ঠের কিম্বা বেতের ছাওনি চেয়ারের উপরে বসিয়া কোন মৃতব্যক্তির আত্মাকে চিন্তাকরতঃ আহ্বান করিলে ঐ আত্মার শক্তি উক্ত চক্রস্থিত কোন সভ্যের উপর আসিয়া আবির্ভূত হইবে কিন্তু অগ্রে উপাসনা করিয়া ঐ কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে এবং কখন কখন গান বাদ্য সহকারে উপাসনা করিতে হয়। পরে ঐরূপ বসিয়া যখন ঐ আত্মার আগমন জানা যাইবে তখন উক্ত চক্রস্থিত কোন সভ্য যে যে বিষয় জানিতে মানস কিম্বা প্রয়োজনীয় বোধ করিবেন তত্তাবৎ বিবরণ প্রশ্ন করিলে ঐ আবির্ভূত আত্মা তাহার উত্তর দান করিবে এবং [illegible] করিলে ঐ আত্মা অলৌকিক নানা প্রকার অদ্ভুত ও অসাধারণ কার্য্য এবং শক্তি প্রদর্শন

করাইবে। তদ্দৃষ্টে সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তির ও বিদ্বেষীলোকের মনে ভৌতিককার্য্য ব্যতীত আর কিছুই উদ্ভব হইতে পারে না। সাহসী পাঠকবর্গ সাবধান হইয়া যথাবিধি পরীক্ষা করিলে সত্য মিথ্যা প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন।

প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে যেসকল ব্যক্তির বিশ্বাস ও তৎপ্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা নাই এবং যাহারা এই বিষয়ের বিদ্বেষী, স্বার্থপর ও ইন্দ্রিয়সকলের বশীভূত, নাস্তিক ও পাপকর্ম্মে রত সেইসকল ব্যক্তি প্রেততত্ত্ব-চক্রের উপযুক্ত পাত্র নহে। ঐসকল ব্যক্তিকে চক্রে স্থান দেওয়া উচিত নহে।

প্রেততত্ত্বের চক্রস্থিত কোন ব্যক্তি চক্র হইতে উঠিয়া গেলে এবং ঐ স্থানে অন্য কোন নূতন সভ্য বসিলে ঐ সময় সাধনের ব্যাঘাত জন্মিয়া থাকে। এমন কি আত্মার আগমনে উপক্রম হইলেও তাহা রহিত হয়।

যেসকল ব্যক্তি প্রেতচক্রে বসিবে সেই সকল ব্যক্তির মধ্যে পরস্পর শত্রুতা, ঘৃণা এবং হিংসা প্রভৃতি যেন না থাকে। আর ঐ সকল ব্যক্তির মধ্যে ধর্ম্মের ও যেন বৈপরীত্য না হয়।

চক্র করিয়া বসিবার জন্য যে ঘর নির্দ্ধারিত হইবে সেই ঘর ও চেয়ার এবং টেবিল প্রভৃতি সর্ব্বদা পরিবর্ত্তন করিবে না। আর চক্রকালে যেব্যক্তি যে স্থানে পূর্ব্বাপর বসিয়া থাকেন তিনি সেই স্থানেই বসিবেন।

দশপোনর দিন চক্র করিয়া বসিবার পর মিডিয়ম স্থির হয়, যতদিন মিডিয়ম স্থির না হয় ততদিন মধ্যে মধ্যে নিয়মিত বসিবার স্থান পরিবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু একবার মিডিয়ম স্থির হইলে আর স্বীয় স্বীয় নির্দ্ধারিত স্থান পরিবর্ত্তন করিবে না।

মিডিয়ম ঐ চক্রে দক্ষিণমুখ করিয়া বসিবেন। প্রেতচক্রে একজন মাত্র কর্ত্তা, * স্থির করিতে হইবে, সেই কর্ত্তার আদেশমতে চক্রস্থিত ব্যক্তিগণ কার্য্য করিবেন। আর মিডিয়মের সহিত যদি কোন কথাবার্ত্তার প্রয়োজন হয়, তবে ঐ কর্ত্তার দ্বারা হওয়া কর্ত্তব্য এবং ঐ কর্ত্তা মিডিয়মের সম্মুখে বসিবেন।

যে দিবস চক্র করিয়া বসিবে সেই দিবস যদি মেঘ, ঝড়বৃষ্টি, বিদ্যুৎ ও বজ্রাঘাত হয় এবং অত্যন্ত গ্রীষ্ম বা শীত হয়, তাহা হইলে ঐ দিবস চক্র করিয়া বসিবে না, যদি বসে তবে বাঞ্ছিত ফললাভ হয় না। এজন্য যেদিবস সমতা থাকিবে সেই দিবসে সকলে একাগ্রচিত্তে পবিত্রমনে অন্ধকারযুক্ত কিংবা সামান্য আলো জ্বলিতেছে, এরূপ ঘরে চক্র করিয়া বসিবে। তাহাহইলে সম্পূর্ণরূপে কার্য্যের ফলও পাওয়া যাইবে।

চক্রমধ্যে যদি কাহারও হাত কাঁপিতে আরম্ভ হয় তবে, তাহার হস্তে একটা উড্‌পেনসিল ও তাহার নিম্নে একখানা কাগজ রাখিবে।

যে যে সাধনাকাঙ্খী ব্যক্তির প্রেততত্ত্বের প্রতি বিশ্বাস, ভক্তি ও শ্রদ্ধা আছে এবং যাহারা এইকার্য্য সাধনোপযোগী প্রকৃত নিয়মসকল প্রতিপালন করিতে সক্ষম হইবেন এবং

---

* আমাদের পঞ্চমকার সাধনেও একজন চক্রেশ্বর হইয়া থাকেন।

যে যে ব্যক্তি শাস্ত্রদান্ত সুশীল কোমলমতি সৎস্বভাবান্বিত সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় হইবে যাহাদের প্রেততত্ত্বের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস আছে তাঁহারাই অতি সহজে মৃতব্যক্তির আত্মা আনয়নে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন।

মৃতব্যক্তির আত্মা চক্রস্থিত যে ব্যক্তির উপর আবির্ভূত হইবে সেই ব্যক্তির নাম মিডিয়ম। ঐ মিডিয়ম বহুপ্রকার তাহা নিম্নে কথিত হইতেছে।

ঘা মারিবার মিডিয়ম, ভারিবস্তু উত্তোলন অথবা একস্থান হইতে অন্যস্থানে রাখিবার মিডিয়ম, টেবেল কাইত করিবার মিডিয়ম, (Writing), বাক্য উৎপাদন করার মিডিয়ম (Voice), বাদ্যকরার মিডিয়ম (Musical), কম্পিত হইবার মিডিয়ম (Vibrating), নিদ্রাকালের মিডিয়ম (Trance), স্পর্শকারী মিডিয়ম (Sensation), রূপধারী মিডিয়ম (Personification), রোগ আরোগ্যকারী মিডিয়ম Healing), চিত্রকারী মিডিয়ম (Painting), স্বপ্নদর্শী মিডিয়ম (Vision, অনবগত ভাষা লিখিবার ও কহিবার মিডিয়ম (Unknown Language), দর্শনকারী মিডিয়ম (Seeing), মনোবৃত্তি বর্ণনকারী মিডিয়ম (Psychographic), ভ্রমণকারী মিডিয়ম (Itinerant), আলোক দর্শনকারী মিডিয়ম (Illuminating), ভবিষ্যদ্বাণী মিডিয়ম (Prophetic), বর্ত্তাবহ মিডিয়ম (Telegaphic), বক্তা মিডিয়ম (Speaking), অপ্রত্যক্ষদর্শনকারী মিডিয়ম (Clairvoyant), অদ্ভুত সাঙ্কেতিক লিপিকারী মিডিয়ম (Hieroglyphia), রূপান্তরিত মিডিয়ম (Trancefignred), ভাবগ্রাহী মিডিয়ম (Impressionai), পরিষ্কার শ্রোতা মিডিয়ম (Psycological, স্ফূর্ত্তিকারী মিডিয়ম (Developing), অধ্যাত্মিক মিডিয়ম, সঙ্গীত বা কবিতাকারী মিডিয়ম, দৈবজ্ঞান প্রাপ্ত মিডিয়ম (Inspirations), স্বাভাবিক মিডিয়ম।

১। ঘা মারিবার মিডিয়ম—কোন প্রশ্ন করিলে টেবেলের পায়া উচ্চ করিয়া ঘা মারিয় তাহার উত্তরপ্রদান করা ইহার কার্য্য, অর্থাৎ এক ঘায়ে হাঁ ও দুই ঘায়ে না বুঝিতে হইবে।

২। ভারি বস্তু উত্তোলন অথবা স্থানান্তরিত করার মিডিয়ম। ইহাতে টেবেল কোন কারণ ব্যতীত চতুর্দ্দিকে নড়িতে নড়িতে যাহারা ঐ মেজের চতুর্দ্দিকে বসিয়াছিল, তাহাদিগকে বলপ্রয়োগপূর্ব্বক ঠেলিয়া দেয় এবং তাহারা সহ্য করিতে না পারিয়া স্বীয় স্বীয় বসিবার স্থান হইতে দূরে গিয়া বসিয়া থাকে, কিম্বা উহাদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে কি কোন বস্তুকে শূন্যে উত্তোলন করে।

৩। কাইৎ করিবার মিডিয়ম। ইহার আশ্রয়ে টেবেল অর্থাৎ মেজ নড়িয়া নড়িয়া কাইৎ হইয়া থাকে।

৪। কোন শ্লেট, পেন্সীল কিম্বা উড্‌পেন্সীল ও কাগজাদিদ্বারা যে কোন ভাষার যে যে প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া দেয় তাহার নাম লিখিবার মিডিয়ম।

৫। বাক্য উৎপাদন করিবার মিডিয়ম। কোন যন্ত্র সহকারে কিম্বা তাহা ব্যতীত বাক্য কিম্বা আপন আপন স্বর ব্যক্ত করা এই মিডিয়মের কার্য্য।

৬। বাদ্য করিবার মিডিয়ম। ইহার আশ্রয়ে কোন ঘরে একটী টেবেলের উপর গিটার

ম্বাবুরিণ, কথা কহিবার তুরী, ঘণ্টা এবং নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র রাখিয়া মিডিয়মগণের হস্ত ও পদ রজ্জুদ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া রাখিয়া ঐ ঘরের আলো নির্ব্বাপিত করিবা মাত্র ঐসকল বাদ্য-যন্ত্র বাজিয়া উঠিবে। এমন কি কখন কখন ঐসকল যন্ত্র শূন্যমার্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সভাস্থ ব্যক্তিগণের মস্তকোপরি বাজিতে থাকে এবং কখন কখন ঐসকল লোকের গাত্রস্পর্শ করিয়া বাজে এবং বাক্য কহিবার তুরীদ্বারা প্রেতাত্মা কথা কহিয়া থাকে। পরে ঐ ঘরে পুনর্ব্বার আলো আনিলে দেখিতে পাইবে যে, মিডিয়মগণ সেইরূপ রজ্জুতে বদ্ধ রহিয়াছে।

৭। কম্পিত করিবার মিডিয়ম। ঐ মিডিয়মের সাহায্যে শরীর কোন কোন উপ-দেবতা দ্বারা কম্পিত দূরে নিক্ষিপ্ত কিম্বা বিকৃত হয়।

৮। নিদ্রাবস্থার মিডিয়ম। প্রেত আত্মা কর্ত্তৃক মিডিয়মকে বক্তা করিয়া তাহার অভিপ্রেত বিষয় সকল ব্যক্ত হওয়া ইহার কার্য্য।

৯। স্পর্শকারী মিডিয়ম। প্রেত আত্মা কর্ত্তৃক কোন ব্যক্তির হস্ত হইতে রুমাল আন-য়ন কিম্বা পুষ্প উত্তোলন করিয়া কোন ব্যক্তির গাত্রে নিক্ষেপ করা, হস্ত ধারণ করা কি শরীর স্পর্শ করা ইত্যাদি এই মিডিয়মের কার্য্য।

১০। রূপধারী মিডিয়ম। ইহাদ্বারায় প্রেত আত্মার জীবিতাবস্থায় যেরূপ ভাষা, স্বর মুখভঙ্গী ইত্যাদি ছিল, সেইরূপ ভাষা, স্বর, মুখভঙ্গী ও রূপাদির অবিকল বর্ণন করা হয়।

১১। আরোগ্যকারী মিডিয়ম। রোগ নিরূপণ করিয়া, ঔষধাদির ব্যবস্থা করা হয়। এবং রোগীর শরীরে হস্ত বুলাইয়া তাহাকে রোগ হইতে বিমুক্ত করা এই মিডিয়মের কার্য্য।

১২। চিত্রকারী মিডিয়ম। ইহার সাহায্যে কোন জীবিত কি মৃতব্যক্তির প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত করিয়া দেওয়া হয়।

১৩। স্বপ্নদর্শী মিডিয়ম। স্বপ্নাবস্থায় ভবিষ্যৎ ঘটনার আভাস পাওয়া যায় অথবা কোন চিহ্ন দর্শন করা যায়।

১৪। অনবগত ভাষা লিখিবার ও কহিবার মিডিয়ম;—ইহারা স্বয়ং যে ভাষা অজ্ঞাত ই সকল ভাষায় লিখে ও কথা বলে।

১৫। দর্শনকারী মিডিয়ম;—এই মিডিয়মের সাহায্যে প্রেত আত্মার ও পরলোকবাসী ব্যক্তিদিগের মূর্ত্তি দৃষ্টি করিয়া তাহার বৃত্তান্ত এবং মূর্ত্তি বর্ণন করিয়া থাকেন।

১৬। মনোবৃত্তিবর্ণনকারী মিডিয়ম;—এই মিডিয়মের কার্য্য এই যে ইহারা কোন লোকের হস্তাক্ষর ও মস্তকের চুল দেখিয়া সেই ব্যক্তির মনোবৃত্তি অর্থাৎ স্বভাব চরিত্রাদি ও মনোগত ভাব বলিয়া থাকেন।

১৭। ভ্রমণকারী মিডিয়ম;—এই ভ্রমণকারী মিডিয়মেরা বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের নিকট আত্মাকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া থাকে।

১৮। আলোকদর্শনকারী মিডিয়ম;—ইহাদ্বারা মৃতব্যক্তির আত্মার জ্যোতি দেখা যায় পরলোকগত ব্যক্তির আত্মা স্বীয় রূপ ধারণ করিয়া দর্শন দেয় ও আলোক প্রদর্শন

১৯। ভবিষ্যদ্বাদী মিডিয়ম ;—এই মিডিয়ম পরলোকগত আত্মার সহায়তায় ভবিষ্যৎ ঘটনা বলিয়া থাকেন।

২০। বার্ত্তাবহ মিডিয়ম —এই মিডিয়মের কার্য্য এই যে তাঁহারা লিপিদ্বারা অথবা মৌখিক বাক্যপ্রয়োগ না করিয়া দূরস্থিত ব্যক্তির নিকট সংবাদ পাঠাইতে পারেন। মনোভিনিবেশ করত একাগ্রতার সহিত চিন্তা করিলেই সংবাদ পৌছে।

২১। বক্তামিডিয়ম ;—ইহাঁরা কখন অজ্ঞানবস্থায় কখন বা জ্ঞানাবস্থায় পরলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তির আত্মার বাক্য সকল প্রকাশ করে।

২২। অপ্রত্যক্ষদর্শনকারী মিডিয়ম ;—এই মিডিয়ম দূরস্থ বস্তু এবং সর্ব্বস্থান দেখিতে পান ও ঐ শক্তিদ্বারা মানবের রোগ নির্ণয় করিতে পারেন।

২৩। অদ্ভুতসাঙ্কেতিক লিপিকারী মিডিয়ম ;—এই মিডিয়মের কার্য্য এই যে পারলৌকিক ভাষা লিখিয়া থাকে।

২৪। রূপান্তরিত মিডিয়ম ;—এই মিডিয়মের চিত্ত স্বর্গীয়ভাবে এইরূপ পুলকিত যে তাহার রূপ একেবারে পরিবর্ত্তন হইয়া যায়।

২৫। ভাবগ্রাহী মিডিয়ম ;—এই মিডিয়মের মনে আত্মার অভিপ্রায় উদয় হয়।

২৬। পরিষ্কার শ্রোতামিডিয়ম ;—আত্মার স্বর ও বাক্য সুস্পষ্টরূপে শুনিতে পায় ইহাই এই মিডিয়মের কার্য্য।

২৭। স্ফুর্ত্তিকারীমিডিয়ম ;—এই মিডিয়মের প্রভাবে অন্য মিডিয়মের শক্তির বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

২৮। আধ্যাত্মিকমিডিয়ম ;—এই মিডিয়মের মন আধ্যাত্মিক নিয়মের এতদূর বাধ্য যে, আত্মা যাহা উপদেশ করে সে তাহাই অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে।

২৯। সঙ্গীত বা কবিতাকারী মিডিয়ম ;—এই মিডিয়ম আত্মার অনুগ্রহে অনায়াসে গান অথবা কবিতা রচনা করিতে পারে।

Alphabetical Typology—ভৌতিক শব্দজ্ঞান। Pneumatography—ভৌতিক লিখন। Pheumatophoni—শব্দসাধন। Psyochography—হস্তলিপি। Planchette—এক মিডিয়মের হস্তে কলস দিলে ভৌতিক লিখন হয়। Polyglot—যে ভাষা জানে না সেই ভাষায় কথা বলা বা লিখা ; Illiterate—মূর্খ লিপি অর্থাৎ যে লিখিতে পড়িতে জানে না এতদ্দ্বারা তাহারা লিখিতে পড়িতে পারে। Historical—যে সব ঘটনা জানা নাই তাহা জানা যায়। Obssession—ভুতাবেশ। Poligraphy—প[illegible] লিখন।

ইতি ঢাকা জিলার অন্তর্গত বুতনীগ্রামনিবাসী শ্রীরসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত, সঙ্কলিত ও প্রকাশিত বশীকরণসংগ্রহ সমাপ্ত

এক্ষণে আমার পুত্র হাইকোর্টের উকীল শ্রীমান্ রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এলের নিকট এই পুস্তক প্রাপ্তব্য।

নবভারত প্রকাশিত তন্ত্র এবং পুরাণগ্রন্থমালা

বৃহৎ তন্ত্রসার, ইন্দ্রজালাদি সংগ্রহ, রুদ্রযামলম্, প্রাণতোষিণীতন্ত্র, পূজা–প্রদীপ, সাধন–প্রদীপ, পুরশ্চরণ–প্রদীপ, গীতা–প্রদীপ, সন্ধ্যা প্রদীপ, তারাতন্ত্রম, মহানির্ব্বাণতন্ত্র, সিদ্ধনাগার্জ্জুন কক্ষপুট, পরশুরাম কল্পসূত্র, তারারহস্য, নীলতন্ত্র, নিরুত্তরতন্ত্র, অন্নদাকল্প, মাতৃকাভেদতন্ত্র, কঙ্কাল–মালিনীতন্ত্র, নিত্যোৎসব, জ্ঞানার্ণবতন্ত্র, শারদাতিলক, নিত্যোষোড়–শিকার্ণব, যোগিনী হৃদয়, বগলামুখীতন্ত্র,

শ্রীমন্ মধুসূদন সরস্বতীকৃত, শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা,

সহাস্য বিবেকানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ, আনন্দ লহরী, শাক্তানন্দ তরঙ্গিনী, দত্তাত্রেয়তন্ত্রম, গৌতমীয় তন্ত্রম, যোগিনীতন্ত্রম্, শ্যামারহস্যম, আগম তত্ত্ব বিলাস, তন্ত্রোক্ত দশবিধ সংস্কার ও শ্রাদ্ধ পদ্ধতি, তন্ত্রোক্ত নিত্যপূজা পদ্ধতি ও রহস্য পূজা পদ্ধতি, পুরশ্চরনোল্লাস, শ্রীশ্রী দশমহাবিদ্যা তত্ত্ব, রহস্য,তন্ত্র সংগ্রহ, পঞ্চতত্ত্ব–বিচার, কল্কিপুরাণম্, তন্ত্র আলোকের দুই বাংলার সতীপিঠ, বশীকরণ তন্ত্র, পুঃশ্চরণরত্নাকর। কালিকা পুরাণ, দেবী পুরাণ, শিব পুরাণ, সাম্ব পুরাণ, দেবী ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ,

বিষ্ণু পুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, গরুড় পুরাণ, মৎস্য পুরাণ, কুর্ম পুরাণ, লিঙ্গ পুরাণ, বায়ু পুরাণ, বামন পুরাণ, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ, বৃহদ্ধর্ম পুরাণ, বৃহন্নারদীয় পুরাণ, বরাহ পুরাণ, শ্রী মহাভাগবত পুরাণ, পদ্ম পুরাণ (স্বর্গ খণ্ড), পদ্ম পুরাণ (ভূমি খণ্ড), পদ্ম পুরাণ (পাতাল খণ্ড), পদ্ম পুরাণ (সৃষ্টি খণ্ড), পদ্মপুরাণ (ব্রহ্মখণ্ড), পদ্মপুরাণ (ক্রিয়াযোগ সার), পদ্মপুরাণ (উত্তর খণ্ড), ভবিষ্য পুরাণ, সৌর পুরাণ, স্কন্দ পুরাণ ১ম (মহেশ্বর খণ্ড), স্কন্দ পুরাণ ২য় (বিষ্ণু খণ্ড), স্কন্দ পুরাণ ৩য় (ব্রহ্ম খণ্ড), স্কন্দ পুরাণ ৪র্থ (কাশী খণ্ড), স্কন্দ পুরাণ ৫ম (আরণ্য খণ্ড), স্কন্দ পুরাণ ৬ষ্ঠ (নাগর খণ্ড), স্কন্দ পুরাণ ৭ম (প্রভাস খণ্ড),

বিস্মৃত অতীতের সন্ধানে ফিরে দেখা হিমাদ্রি নন্দন সিংহ্য

মায়াতন্ত্রম, যোনীতন্ত্রম, ক্রিয়োডিশ তন্ত্রম, কামধেনু তন্ত্রম, কঙ্কালমালিনী, ভূতডামঃ তন্ত্রম, নীলতন্ত্রম সর্ব্ব–দেবদেবীর মন্ত্রকোষ শিবতত্ত্ব–প্রদীপিকা মাতৃকাভেদতন্ত্রম্ ,সংশয় নিরাস দত্তাত্রেয় তন্ত্রম ,মহাবিদ্যানতন্ত্রম্ (তারাখণ্ডম্) ,নিগম তত্ত্বসার তন্ত্রম, জগদ্ধাত্রী তত্ত্বম।

মূল্য ঃ ১৫০ টাকা মাত্র।